www.BANGLAKITAB.com

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ وَنَحْوِهِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ

অনুচ্ছেদ ঃ বদ্ধ পানিতে পেশাব ইত্যাদি করা নিষেধ।

١٧٧٢- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৭৭২. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদ্ধ পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম)

بَابُ كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ الْوَالِدِ بَعْضِ أَوْلَادِهِ عَلَى بَعْضٍ فِي الْهِبَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ উপহার দেয়ার বেলায় সন্তানদের মধ্যে কাউকে অগ্রাধিকার দেয়া ঠিক নয়।

١٧٧٣- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : إِنِّيْ نَحَلْتُ ابْنِيْ هٰذَا غُلَامًا كَانَ لِيْ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هٰذَا ؟ » فَقَالَ : لَا ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « فَأَرْجِعْهُ ». وَفِيْ رِوَايَةٍ : فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « أَفَعَلْتَ هٰذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ ؟ » قَالَ : لَا ، قَالَ : « اتَّقُوْا اللّٰهَ وَاعْدِلُوْا فِيْ أَوْلَادِكُمْ » فَرَجَعَ أَبِيْ ، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ. وَفِيْ رِوَايَةٍ : فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « يَا بَشِيْرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هٰذَا ؟ » قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : « أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هٰذَا ؟ » قَالَ : لَا ، قَالَ : « فَلَا تُشْهِدْنِيْ إِذًا فَإِنِّيْ لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ ». وَفِيْ رِوَايَةٍ « لَا تُشْهِدْنِيْ عَلَى جَوْرٍ ». وَفِيْ رِوَايَةٍ : « أَشْهِدْ عَلَى هٰذَا غَيْرِيْ ! » ثُمَّ قَالَ : « أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُوْنُوْا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً ؟ » قَالَ : بَلَى ، قَالَ : « فَلَا إِذًا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৭৩. হযরত নু'মান ইব্ন বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন ঃ) তাঁর পিতা তাঁকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বললেন, আমি আমার এই ছেলেকে আমার একটি গোলাম দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তুমি কি তোমার সব ছেলেকে এর মত করে গোলাম দিয়েছ? তিনি বললেন, না। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ গোলামটি ফেরত নিয়ে নাও। অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তুমি কি সব ছেলেকে

www.BANGLAKITAB.com

এভাবে দিয়েছ? তিনি বললেন, না। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ মহান আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ কর। নু'মান (রা.) বললেন, আমার পিতা বাড়িতে ফিরে এসে উপহারটি ফেরত দিলেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তাদের প্রত্যেককেই কি এভাবে উপহার দিয়েছ? তিনি বললেন, না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তাহলে আমাকে সাক্ষী করো না। কেননা আমি যুলুমের সাক্ষী হতে পারি না। অন্য বর্ণনায় আছে ঃ আমাকে যুলুমের সাক্ষী করো না। অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে এর সাক্ষী রাখ। তারপর তিনি বললেন ঃ তুমি কি চাও যে তোমার সব সন্তান তোমার সাথে সদাচারণ করুক ? তিনি বললেন হ্যাঁ। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তাহলে এরূপ করো না। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ تَحْرِيْمِ إِحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةُ أَيَّامٍ

অনুচ্ছেদ ঃ স্বামী ব্যতীত অন্য কারো মৃত্যুতে নারীদের তিন দিনের অতিরিক্ত শোক পালন করা হারাম। শুধুমাত্র স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে।

١٧٧٤- عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِيْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّيَ أَبُوْهَا أَبُوْ سُفْيَانَ ابْنُ حَرْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، فَدَعَتْ بِطِيْبٍ فِيْهِ صُفْرَةٌ خَلُوْقٍ أَوْ غَيْرِهِ ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا. ثُمَّ قَالَتْ : وَاللّٰهِ مَالِيْ بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ : « لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا » قَالَ زَيْنَبُ : ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا حِيْنَ تُوُفِّيَ أَخُوْهَا ، فَدَعَتْ بِطِيْبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَتْ : أَمَا وَاللّٰهِ مَالِيْ بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ ، غَيْرَ أَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ : « لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

www.BANGLAKITAB.com

১৭৭৪. হযরত যায়নব বিনতে আবু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী উম্মে হাবীবা (রা.) পিতা আবু সুফিয়ান ইব্‌ন হারব (রা.)-এর মৃত্যুর পর আমি তাঁর কাছে গেলাম। তিনি হলুদ রং বা অন্য কোন রঙের সুগন্ধি আনতে বললেন এবং তা এক বাঁদী লাগিয়ে দিল। অতঃপর তিনি তা নিজের গালে লাগালেন। তারপর বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! আমার সুগন্ধির কোন প্রয়োজন ছিল না। তবে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি ঃ যে নারী আল্লাহ্‌ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে তার পক্ষে কোন মৃত্যুর জন্য তিন দিনের অধিক শোক প্রকাশ করা জায়িয নয়। শুধুমাত্র স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন শোক পালন করতে হবে। হযরত যায়নব (রা.) বলেন ঃ এরপর আমি যায়নব বিনতে জাহাশ (রা.) ভাই ইন্‌তিকাল করতে তাঁর কাছে গেলাম। তিনিও সুগন্ধি চেয়ে নিয়ে তা মাখলেন। তারপর বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! কোন খুশবুর প্রয়োজন ছিল না। তবে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি ঃ যে নারী আল্লাহ্‌ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে তার পক্ষে মৃতের জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন করা জায়েয নয়। শুধু স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ تَحْرِيْمِ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِيْ وَتَلَقِّى الرُّكْبَانِ وَالْبَيْعِ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ وَالْخِطْبَةُ عَلَى خِطْبَتِهِ إِلاَّ أَنْ بِأَذْنٍ أَوْ يَرُدَّ

অনুচ্ছেদ ঃ শহরবাসীর গ্রামবাসীর পণ্যদ্রব্য বিক্রি করে দেয়া। শহরে বসবাসকারী ব্যক্তি (দালাল বসিয়ে) যেন গ্রাম্য ব্যক্তির পণ্যদ্রব্য বিক্রি করে না দেয়। তেমনিভাবে একজনের বলা মূল্যের উপর দিয়ে যেন অন্যজন মূল্য না বলে। অনুমতি ছাড়া একজনের বিয়ের প্রস্তাবের উপর দিয়ে অন্যজন যেন আবার প্রস্তাব না পাঠায়। এসব কাজ হারাম।

١٧٧٥- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيْهِ وَأُمِّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৭৫. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন শহরের লোককে গ্রাম্য লোকের কোন জিনিস বিক্রি করে দিতে নিষেধ করেছেন। এমনকি সে যদি তার সহোদর ভাই হয় তবুও না। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٧٦- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لاَ تَتَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتّٰى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى الأَسْوَاقِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৭৬. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সম্মুখে অগ্রসর হয়ে (বাজারে পৌঁছার আগেই) ব্যবসায়ী কাফিলার কাছ থেকে মাল-পত্র কিনে নিও না। (দ্রব্য-সামগ্রী বাজারে পৌঁছতে দাও)। (বুখারী ও মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

١٧٧٧- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لاَ تَتَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ فَقَالَ لَهُ طَاوُوْسٌ : مَا قَوْلُهُ : لاَيَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ؟ قَالَ : لاَ يَكُوْنُ لَهُ سَمْسَارًا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৭৭. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সামনে অগ্রসর হয়ে ব্যবসায়ী কাফিলার কাছ থেকে দ্রব্য-সামগ্রী খরিদ করবে না। কোন শহরবাসী কোন গ্রামবাসীর জিনিসপত্র বিক্রি করে দেবে না। তাউস (র.) ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, কোন শহরবাসী কোন গ্রামবাসীর দ্রব্য-সামগ্রী বেচে দেবে না একথার অর্থ কি? তিনি বললেন, এর অর্থ হল ঃ দালাল হয়ে গ্রামবাসীকে ঠকাবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٧٨- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوْا وَلاَ يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ ، وَلاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِيْ إِنَائِهَا.

وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ : نَهَى : رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ التَّلَقِّي وَأَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلأَعْرَابِيِّ ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيْهِ وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ وَالتَّصْرِيَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৭৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহরের অধিবাসীকে গ্রাম্য লোকের পক্ষ হয়ে কোন দ্রব্য বিক্রি করতে, ক্রেতাকে ধোঁকা দেয়ার জন্য জিনিসের দাম বৃদ্ধি করে বলতে, একজনের বলা মূল্যের ওপর মূল্য বলতে, একজনের বিয়ের প্রস্তাবের ওপর অন্যজন প্রস্তাব দিতে এবং কোন নারীর অংশ ভোগ করার জন্য স্বামীর কাছে তার মুসলিম বোনের তালাকের প্রার্থী হতে নিষেধ করেছেন। অন্য বর্ণনায় আছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন ঃ সম্মুখে অগ্রসর হয়ে ব্যবসায়ী কাফেলার সাথে মিলিত হতে; মুহাজির ব্যক্তি গ্রাম থেকে আগত ক্রেতার জন্য কিছু ক্রয় করতে; কোন নারীকে তার অন্য মুসলিম বোনকে তালাক দেয়ার শর্ত লাগাতে এবং ক্রয়ের ইচ্ছা ব্যতীত কোন জিনিসের দর করে মূল্য বাড়াতে বা দালালী করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো নিষেধ করেছেন ঃ মূল্য বৃদ্ধি করে ক্রেতাকে ধোঁকা দিতে এবং পশুর বাঁটে দুধ আটকে রেখে ক্রেতাকে প্রতারিত করতে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٧٩- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « لاَيَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

www.BANGLAKITAB.com

১৭৭৯. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের একে অপরের ক্রয়ের উপর যেন ক্রয় না করে এবং অনুমতি ছাড়া একজনের বিয়ের প্রস্তাবের উপর অন্য জন যেন প্রস্তাব না দেয়। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٨٠- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلاَ يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ وَلاَيَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ حَتَّى يَذَرَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৭৮০. হযরত উক্‌বা ইব্‌ন আমির (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এক মু'মিন অপর মু'মিনের ভাই। তাই কোন মু'মিনের জন্য তার অপর কোন মু'মিন ভাইয়ের ক্রয়ের উপর ক্রয় করা হালাল নয়। আর পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত অপর ভাইয়ের প্রস্তাবের উপর বিয়ের প্রস্তাব দেবে না। (মুসলিম)

بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ فِيْ غَيْرِ وُجُوْهِهِ الَّتِيْ أَذِنَ الشَّرْعُ فِيْهَا

অনুচ্ছেদ ঃ শরয়ী কারণ ছাড়া সম্পদ বিনষ্ট করা নিষেধ।

١٧٨١- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاَثًا : فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوْهُ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَلاَ تَفَرَّقُوْا ، وَيَكْرَهُ لَكُمْ : قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৭৮১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য তিনটি জিনিস পসন্দ করেন এবং তিনটি জিনিস অপসন্দ করেন। তিনি যে তিনটি জিনিস তোমাদের জন্য পসন্দ করেন তা হল ঃ তোমরা তাঁর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না। এবং সবাই মিলে আল্লাহ্‌র রজ্জু (দীন ইসলাম) আঁকড়ে ধরবে, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে না। তোমাদের জন্য তিনটি জিনিস অপসন্দ করেছেন ঃ সমালোচনা অথবা শুনা কথায় কান দেয়া, অধিক প্রশ্ন করা অথবা অধিক চাওয়া এবং ধন-সম্পদ নষ্ট করা। (মুসলিম)

١٧٨٢- وَعَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : أَمْلَى عَلَيَّ الْمُغِيْرَةُ فِيْ كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوْبَةٍ : « لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ

www.BANGLAKITAB.com

وَلَايَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ » وَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّهُ « كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيْلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوْقِ الْأُمَّهَاتِ وَوَأْدِ الْبَنَاتِ وَمَنْعٍ وَهَاتِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৮২. হযরত ওয়াররাদ (মুগীরার সেক্রেটারী) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা.) আমাকে দিয়ে মু'আবিয়া (রা.) নামে একটি চিঠি লিখালেন, তার মধ্যে ছিল ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে বলতেন ঃ "আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। সব কর্তৃত্ব তাঁরই হাতে। সব প্রশংসা তাঁরই জন্য তিনি প্রতিটি বিষয়ে ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ্! তুমি কিছু দিতে চাইলে কেউ তা ঠোকানোর মত নেই আর তুমি না দিতে চাইলে কেউ তা দেয়ার মত নেই। কোন মর্যাদাবানের মর্যাদা তোমার কাছে কোন উপকারে আসে না"। তিনি তাঁকে চিঠিতে আরো লিখলেন, নবী (সা.) অনর্থক ও উদ্দেশ্যহীন কথাবার্তা বলতে, সম্পদ নষ্ট করতে এবং অধিক চাওয়া নিষেধ করেছেন। তিনি মাকে কষ্ট দিতে; কন্যা সন্তানদের জীবন্ত কবর দিতে এবং যুলুমের মাধ্যমে কোন কিছু অর্জন করতেও নিষেধ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْإِشَارَةِ إِلَى مُسْلِمٍ بِسِلَاحٍ وَنَحْوِهِ سَوَاءٌ كَانَ جَادًّا أَوْ مَازِحًا وَالنَّهْيِ عَنْ تَعَاطِي السَّيْفِ مَسْلُوْلًا

অনুচ্ছেদ ঃ জেনে বুঝেই হোক বা হাসি-ঠাট্টা করেই হোক কোন মুসলমানের প্রতি তরবারি বা অস্ত্র দ্বারা ইশারা করা নিষেধ। অনুরূপ কারো হাতে উন্মুক্ত তরবারি তুলে দেয়াও নিষেধ।

١٧٨٣- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « لَايُشِرْ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيْهِ بِالسِّلَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِيْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِيْ يَدِهِ فَيَقَعُ فِيْ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ : قَالَ أَبُوْ الْقَاسِمِ ﷺ : « مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيْهِ بِحَدِيْدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَنْزِعَ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيْهِ وَأُمِّهِ ».

১৭৮৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন নিজের মুসলমান ভাইয়ের প্রতি হাতিয়ার দ্বারা ইশারা না করে। কেন না, বলা যায় না শয়তান তাকেই হাতিয়ার বের করার কারণ বানাতে পারে। (আর এভাবে মানুষ মারার কারণে) সে দোযখের গর্তে পতিত হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ হযরত আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যদি কেউ তার মুসলমান ভাইয়ের দিকে কোন ধারাল অস্ত্র দ্বারা ইংগিত করে তবে সে যতক্ষণ পর্যন্ত উহা ফেলে না দেয় ততক্ষণ ফিরিশ্‌তারা তাকে অভিশাপ দিতে থাকে। এমনকি যদি সে তার সহোদর ভাই হয়, তবুও।

١٧٨٤- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : « نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُوْلاً ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ والتِّرْمِذِيُّ.

১৭৮৪. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (কারো হাতে) উলঙ্গ তরবারি বের করে দিতে নিষেধ করেছেন। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

بَابُ كَرَاهَةِ الْخُرُوْجِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الأَذَانِ إِلاَّ بِعُذْرٍ حَتَّى يُصَلِّى الْمَكْتُوْبَةَ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন ওযর ছাড়া আযানের পর ফরয নামায না পড়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়া মাকরূহ।

١٧٨٥- عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ كُنَّا قُعُوْدًا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِي الْمَسْجِدِ فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي فَأَتْبَعَهُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ : أَمَّا هٰذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৭৮৫. হযরত আবুশ্ শা'সা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একদা আমরা আবু হুরায়রা (রা.) সাথে মসজিদে বসেছিলাম। ইতিমধ্যে মুয়ায্‌যিন আযান দিলে এক ব্যক্তি মসজিদ থেকে চলে যেতে লাগল। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন। অবশেষে লোকটি মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বললেন ঃ এই ব্যক্তি আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাফরমানী করল। (মুসলিম)

بَابُ كَرَاهَةِ رَدِّ الرَّيْحَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ

অনুচ্ছেদ ঃ বিনা কারণে সুগন্ধি দ্রব্য ফিরিয়ে দেয়া মাকরূহ।

١٧٨٦- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ فَلاَ يَرُدَّهُ فَإِنَّهُ خَفِيْفُ الْمَحْمِلِ طَيِّبُ الرِّيْحِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

www.BANGLAKITAB.com

১৭৮৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কারো সামনে সুগন্ধি পেশ করা হলে সে যেন তা ফিরিয়ে না দেয়। কেননা তা ওজনে হাল্কা এবং সুগন্ধিতে সুরভিত। (মুসলিম)

١٧٨٧- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَرُدُّ الطِّيْبَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৭৮৭. হযরত ইব্ন আনাস মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুগন্ধি ফিরিয় দিতেন না। (বুখারী)

بَابُ كَرَاهَةِ الْمَدْحِ فِيْ الْوَجْهِ لِمَنْ خِيْفَ عَلَيْهِ مُفْسِدَةٌ مِنْ إِعْجَابٍ وَنَحْوِهِ وَجَوَازِهِ لِمَنْ أَمِنَ ذٰلِكَ فِيْ حَقِّهِ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তির সামনে তার প্রশংসা করা মাকরূহ। কোন লোকের সামনে তার প্রশংসা করা হলে যদি ঐ ব্যক্তির দ্বারা ফিত্না-ফাসাদ সৃষ্টি হওয়ার বা তার মধ্যে অহংবোধ জাগার সম্ভাবনা থাকে, তবে তার সামনে প্রশংসা করা খারাপ। তবে এজাতীয় কিছু ঘটার আশংকা না থাকলে সামনা-সামনি প্রশংসায় কোন ক্ষতি নেই।

١٧٨٨- عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يُثْنِيْ عَلَى رَجُلٍ وَيُطْرِيْهِ فِي الْمِدْحَةِ فَقَالَ : « أَهْلَكْتُمْ أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৮৮. হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তি প্রশংসা করতে শুনলেন। সে তার প্রশংসায় অতিশয়োক্তি করছিল। তিনি বললেন ঃ "তোমরা ধ্বংস করলে, তোমরা ঐ ব্যক্তির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিলে"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٨٩- وَعَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « وَيْحَكَ ! قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ » يَقُوْلُهُ مِرَارًا « إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا لاَ مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ : أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ كَذٰلِكَ وَحَسِيْبُهُ اللّٰهِ وَلاَ يُزَكِّى عَلَى اللّٰهِ أَحَدٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

www.BANGLAKITAB.com

১৭৮৯. হযরত আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এক ব্যক্তির কথা উঠলে অন্য এক ব্যক্তি তার প্রশংসা করল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমার ধ্বংস হোক! চুপ থাক! তুমি তোমার বন্ধুর ঘাড় কর্তন করলে। কথাটা তিনি কয়েকবার বললেন। যদি তোমাদের কেউ কারো প্রশংসা করতেই চায়, তাহলে বলবে, আমি অমুক লোককে এইরূপ এইরূপ মনে করি, যদি সে তার ধারণায় ঐ রূপই হয়। তবে আল্লাহ-ই তার প্রকৃত হিসাব গ্রহণকারী। আল্লাহ্ ছাড়া কেউ কারো ভাল হওয়া সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে পারে না। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٩٠- وَعَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْمِقْدَادِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً جَعَلَ يَمْدَحُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَعَمَدَ الْمِقْدَادُ فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَجَعَلَ يَحْثُوْ فِيْ وَجْهِهِ الْحَصْبَاءَ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : مَا شَأْنُكَ ؟ فَقَالَ : إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِيْنَ فَاحْثُوْا فِيْ وُجُوْهِهِمُ التُّرَابَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৭৯০. হযরত ইব্ন হারিস ও মিকদাদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি হযরত উসমান (রা.) প্রশংসা করছিল। তখন মিকদাদ (রা.) হাঁটু গেড়ে বসে গেলেন এবং তার মুখমণ্ডলে কংকর নিক্ষেপ করতে শুরু করলেন। হযরত উসমান (রা.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কি ব্যাপার? উত্তরে তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যখন তোমরা কাউকে মুখে ওপর প্রশংসা করতে দেখ, তখন তাদের মুখমন্ডলে মাটি নিক্ষেপ কর"। (মুসলিম)

بَابُ كَرَاهَةِ الْخُرُوْجِ مِنْ بَلَدٍ وَقَعَ فِيْهَا الْوَبَاءُ فِرَارًا مِنْهُ وَكَرَاهَةِ الْقُدُوْمِ عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ মহামারীগ্রস্ত জনপদ থেকে ভয়ে পালানো কিংবা বাইরে থেকে সেখানে যাওয়া মাকরূহ।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

أَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ (النساء : ٧٨)

"তোমরা যেখানেই থাক না কেন সর্বাবস্থায়ই মৃত্যু তোমাদেরকে গ্রাস করবেই। তোমরা যদি সুদৃঢ় প্রাসাদের মধ্যেই থাক না কেন, সেখানেও মৃত্যু তোমাদের অনুসরণ করবে"। (সূরা নিসা ঃ৭৮)

وَلاَ تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (البقرة : ١٩٥)

"(আল্লাহ্র পথে ধন-সম্পদ ব্যয় কর) নিজেদের হাতেই নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করো না"। (সূরা বাকারা ঃ ১৯৫)

www.BANGLAKITAB.com

١٧٩١- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ أَبُوْ عُبَيْدَةَ ابْنُ الجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ فَأَخْبَرُوْهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَقَالَ لِيْ عُمَرُ : ادْعُ لِيْ الْمُهَاجِرِيْنَ الْأَوَّلِيْنَ فَدَعَوْتُهُمْ ، فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَاخْتَلَفُوْا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : خَرَجْتَ لِأَمْرٍ ، وَلاَ نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، وَلاَ نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ. فَقَالَ : ارْتَفِعُوْا عَنِّيْ ، ثُمَّ قَالَ : ادْعُ لِيَ الْأَنْصَارَ ، فَدَعَوْتُهُمْ ، فَاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَكُوْا سَبِيْلَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَاخْتَلَفُوْا كَاخْتِلاَفِهِمْ ، فَقَالَ : ارْتَفِعُوْا عَنِّيْ ، ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِيْ مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ ، فَدَعَوْتُهُمْ ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنْهُمْ رَجُلاَنِ ، فَقَالُوْا : نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ ، وَلاَ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ ، فَنَادَى عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْ النَّاسِ : إِنِّي مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرٍ ، فَأَصْبِحُوْا عَلَيْهِ ، فَقَالَ أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ ؟ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ ! وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ خِلاَفَهُ ، نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ إِلَى قَدَرِ اللّٰهِ ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ ، فَهَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدْوَتَانِ ، إِحْدَاهُمَا خَصْبَةٌ ، وَالأُخْرَى جَدْبَةٌ ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللّٰهِ وَإِنْ رَعَيْتَ الجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللّٰهِ ؟ قَالَ : فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِيْ بَعْضِ حَاجَتِهِ ، فَقَالَ : إِنَّ عِنْدِيْ مِنْ هَذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوْا عَلَيْهِ ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوْا فِرَارًا مِنْهُ فَحَمِدَ اللّٰهَ تَعَالَى عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَانْصَرَفَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৯১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) সিরিয়া যাচ্ছিলেন। তিনি যখন 'সারগ' নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন সেনাবাহিনীর

www.BANGLAKITAB.com

অফিসারগণ অর্থাৎ আবু উবাইদা ইবনুল জার্‌রাহ (রা.) ও তাঁর সাথীরা এসে উমারের সাথে মিলিত হলেন। তাঁরা তাঁকে জানালেন, সিরিয়ায়ও মহামারী ছড়িয়ে পড়েছে। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন; তখন হযরত উমার (রা.) আমাকে বললেন ঃ সর্বপ্রথম হিজরতকারী মুহাজিরদেরকে আমার কাছে ডেকে আন। আমি তাঁদেরকে ডেকে আনলাম। তিনি তাঁদের সাথে পরামর্শ করলেন এবং বললেন, সিরিয়ায় মহামারী ছড়িয়ে পড়েছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। একদল বললেন, আপনি একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে বের হয়েছেন; ফিরে যাওয়া ঠিক হবে না। অন্যরা বললেন, আপনার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী এবং আরো অনেকে রয়েছেন। তাঁদেরকে নিয়ে মহামারীগ্রস্ত এলাকায় যাওয়া ঠিক হবে না। হযরত উমার (রা.) বললেন, তোমরা উঠে যাও। অতঃপর তিনি আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাসকে বললেন ঃ আনসারদেরকে ডাক। আমি তাদেরকে ডেকে আনলাম। তিনি তাঁদের সাথে পরামর্শ করলেন, তাঁরাও মুহাজিরদের পথ অনুসরণ করলেন। তাঁদের মতই আনসারগণও সিদ্ধান্ত নিতে মতভেদ করলেন। হযরত উমার (রা.) বললেন ঃ তোমরা আপাতত আমার কাছ থেকে চলে যাও। অতঃপর তিনি বললেন, কুরাইশ মুহাজিরদের মধ্যে যাঁরা মক্কা বিজয়ে শরীক হয়েছিল তাঁদেরকে ডাক। আমি তাঁদেরকে ডেকে আনলাম। তাঁদের মধ্যে দুইজন লোকও মতভেদ করেননি। সবাই এক বাক্যে বললেন ঃ লোকদের নিয়ে মহামারী আক্রান্ত এলাকায় না গিয়ে রবং ফিরে যাওয়াকেই আমরা যুক্তি-যুক্ত মনে করি। হযরত উমার (রা.) ঘোষণা করলেন ঃ আমি সকাল বেলা রওয়ানা হব। লোকেরা যখন সকাল বেলা রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখন আবু উবাইদা ইবনুল জার্‌রাহ্ (রা.) বললেন ঃ আল্লাহ্‌র নির্ধারিত তাক্‌দীর থেকে আপনি পলায়ন করছেন? হযরত উমার (রা.) বললেন ঃ হে আবু উবায়দা! তুমি ছাড়া অন্য কেউ যদি এরূপ কথা বলত তবে উপযুক্ত মনে করতাম। কিন্তু হযরত উমর (রা.) আবু উবায়দার এই ভিন্ন মত ভাল মনে করলেন না। যাই হোক, তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ আমরা আল্লাহ্‌র নির্ধারিত তাক্‌দীর থেকে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত তাক্‌দীরের দিকে পলায়ন করছি। দেখ! তোমার কাছে যদি উট থাকে তা নিয়ে কোন মাঠ বা উপত্যকায় তুমি চরাতে যাও আর সেই উপত্যকায় যদি দু'টো অংশ থাকে একটি সবুজ-শ্যামল এবং অপরটি মরুময় ও ঘাষ-পাতাহীন। এখন বল দেখি! যদি তুমি সবুজ-শ্যামল অংশে উট চরাও তবে কি তা আল্লাহ্‌র নির্ধারিত তাক্‌দীর হবে না? অথবা ঘাষ-পাতাহীন অংশে যদি তোমার উট চরাও তাও কি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত তাক্‌দীর নয়? আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন ঃ ইতিমধ্যে আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা.) এসে হাযির হলেন। কোন প্রয়োজনে তিনি এতক্ষণ অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন ঃ এ ব্যাপারে আমার কিছু জানা আছে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যখন তোমরা কোন এলাকায় মহামারী ছড়িয়ে পড়ার খবর পাবে, তখন সে এলাকার দিকে পা বাড়াবে না। অপর দিকে, কোন এলাকায় মহামারী দেখা দিয়েছে এবং তোমরা সেখানেই আছ, এই অবস্থায় তোমরা সেখান থেকে পলায়ন করবে না। এই হাদীস শুনে হযরত উমার (রা.) আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করলেন এবং সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

١٧٩٢- وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « إِذَا سَمِعْتُمُ الطَّاعُوْنَ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوْهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ فِيْهَا فَلاَ تَخْرُجُوْا مِنْهَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৯২. হযরত উসামা ইব্‌ন যায়িদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সা.) বলেছেন ঃ "তোমরা কোন এলাকায় মহামারীর কথা শুনলে সেখানে যেও না। অন্য দিকে, কোন এলাকায় মহামারীর প্রার্দুভাব হয়েছে এবং তোমরা সেখানে আছ এমতাবস্থায় তোমরা সেখান থেকে বেরিয়ে এসো না"। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ التَّغْلِيْظِ فِيْ تَحْرِيْمِ السِّحْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ যাদুবিদ্যা শেখা ও প্রয়োগ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلٰكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ الآية (البقرة : ١٠٢)

"শয়তান সুলাইমানের রাজত্বের নাম করে যা পেশ করছিল তারা সে সব জিনিসের অনুসরণ করতে শুরু করল। অথচ সুলাইমান কখনও কুফরীর পথ অবলম্বন করেননি। বরং শয়তানই কুফরী করেছে। তারা লোকদেরকে যাদু শিক্ষা দিত"। (সূরা বাকারা ঃ ১০২)।

١٧٩٣- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « اجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ » قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : « اَلشِّرْكُ بِاللّٰهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৯৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ৭টি ধ্বংসাত্মক জিনিস থেকে দূরে থাক। সাহাবা কিরাম (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ গুলো কি? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছু শরীক করা, যাদু, যে জীবনকে হত্যা করা আল্লাহ্‌ হারাম করেছেন তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল গ্রাস করা, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা এবং পবিত্র চরিত্রের অধিকারী সহজ সরল মু'মিন স্ত্রীলোকদের প্রতি যিনার অপবাদ আরোপ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُسَافِرَةِ بِالْمُصْحَفِ إِلَى بِلَادِ الْكُفَّارِ إِذَا خِيْفَ وُقُوْعُهُ بِأَيْدِي الْعَدُوِّ

অনুচ্ছেদ ঃ শত্রুদের হস্তগত হওয়ার ভয় থাকলে কুরআন শরীফ নিয়ে কাফিরদের আবাস ভূমিতে সফর করা নিষেধ।

١٧٩٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : « نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৯৪. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শত্রুদের (কাফির) দেশে কুরআন শরীফ নিয়ে সফর করতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ تَحْرِيْمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَإِنَاءِ الْفِضَّةِ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالطَّهَارَةِ وَسَائِرِ وُجُوْهُ الْاِسْتِعْمَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ পানাহার, পবিত্রতা অর্জন ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার করা হারাম।

١٧٩٥- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « الَّذِيْ يَشْرَبُ فِيْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِيْ بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : « إِنَّ الَّذِيْ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِيْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ ».

১৭৯৫. হযরত উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রূপার পাত্রে পান করে, সে যেন নিজের পেটে দোযখের আগুন ভর্তি করে। (বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে ঃ "যে ব্যক্তি সোনা-রূপার পাত্রে পানাহার করে"।

١٧٩٦- وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا عَنِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ ، وَالشُّرْبِ فِيْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقَالَ : « هُنَّ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيْحَيْنِ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « لَا تَلْبَسُوْا الْحَرِيْرَ وَلَا الدِّيْبَاجَ ، وَلَا تَشْرَبُوْا فِيْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوْا فِيْ صِحَافِهَا ».

www.BANGLAKITAB.com

১৭৯৬. হযরত হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে রেশমী বস্ত্র পরিধান করতে এবং সোনা-রূপার পাত্রে পান করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ এগুলো দুনিয়াতে কাফিরদের জন্য এবং আখিরাতে তোমাদের জন্য। (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারী ও মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ হযরত হুযায়ফা (রা.) বর্ণনা করেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ রেশমী বস্ত্র পরিধান করো না; সোনা-রূপার পাত্রে পান করো না এবং ঐ ধাতুর তৈরি প্লেটেও আহার করো না।

١٧٩٧- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عِنْدَ نَفَرٍ مِنَ الْمَجُوْسِ فَجِيْءَ بِفَالُوْذَجٍ عَلَى إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَلَمْ يَأْكُلْهُ فَقِيْلَ لَهُ حَوِّلْهُ فَحَوَّلَهُ عَلَى إِنَاءٍ مِنْ خَلَنْجٍ وَجِيءَ بِهِ فَأَكَلَهُ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

১৭৯৭. হযরত আনাস ইব্‌ন সীরীন (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.)-এর সাথে অগ্নি উপাসকদের একটি দলের সংগে ছিলাম। রূপার থালায় করে এক প্রকারের হালুয়া আনা হল। কিন্তু তিনি তা খেলেন না। পরিবেশকে বলা হল এটা পরিবর্তন করে আন। পাত্র পরিবর্তন করে তা আবার পরিবেশন করা হলে তিনি তা খেলেন। (বায়হাকী)

بَابُ تَحْرِيْمِ لُبْسِ الرَّجُلِ ثَوْبًا مُزَعْفَرًا

অনুচ্ছেদ ঃ জা'ফরান দ্বারা রং করা কাপড় পুরুষদের জন্য হারাম।

١٧٩٨- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৯৮. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরুষদেরকে জা'ফরান দ্বারা রং করা পোশাক পরতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٩٩- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ : « أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهٰذَا ؟ » قُلْتُ : أَغْسِلُهُمَا ؟ قَالَ : « بَلْ أَحْرِقْهُمَا ».

وَفِيْ رِوَايَةٍ ، فَقَالَ : « إِنَّ هٰذَا مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

www.BANGLAKITAB.com

১৭৯৯. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার পরিধানে হলুদ রং-এর দু'খানা কাপড় দেখে জিজ্ঞেস করলেন; তোমার আম্মা কি তোমাকে এগুলো পরতে বলেছে? আমি বললাম, আমি কাপড় দু'খানা ধুয়ে ফেলব? তিনি বললেন ঃ বরং জ্বালিয়ে ফেল। অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ তিনি বললেন ঃ এগুলো কাফিরদের পোশাক। সুতরাং এসব পোশাক পরবে না। (মুসলিম)

بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَمْتِ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ রাত পর্যন্ত সারা দিন অনর্থক চুপ করে থাকা নিষেধ।

١٨٠٠- عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : حَفِظْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ : « لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ وَلَا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৮০০. হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে এই কথাগুলো সংরক্ষণ করে রেখেছি। (তিনি বলেছেন) ঃ বয়ঃপ্রাপ্ত বা বালিগ হওয়ার পর আর কেউ ইয়াতীম থাকে না এবং কোন দিন রাত পর্যন্ত অনর্থক নিরব থাকার কোন অর্থ নেই। (আবূ দাউদ)

١٨٠١- وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِيْ حَازِمٍ قَالَ دَخَلَ أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَحْمَسَ يُقَالُ لَهَا : زَيْنَبُ فَرَاٰهَا لَا تَتَكَلَّمُ ، فَقَالَ : مَالَهَا لَا تَتَكَلَّمُ ؟ فَقَالُوْا : حَجَّتْ مُصْمِتَةً ، فَقَالَ لَهَا : تَكَلَّمِيْ فَإِنَّ هٰذَا لَا يَحِلُّ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَتَكَلَّمَتْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৮০১. হযরত কাসিম ইব্‌ন আবু হাযেম (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আবু বকর সিদ্দীক (রা.) আহমাস গোত্রের যয়নাব নাম্নী এক মহিলার কাছে গেলেন। তিনি দেখলেন সে কথাবার্তা বলছে না। তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এর কি হয়েছে যে কথাবার্তা বলছে না? লোকেরা বলল; সে চুপচাপ থাকার সংকল্প করেছে। তিনি মেয়ে লোকটিকে বললেন ঃ কথাবার্তা বল। কেননা এভাবে চুপ থাকা জায়েয নয়। সে কথাবার্তা বলতে শুরু করল। (বুখারী)

بَابُ تَحْرِيْمِ انْتِسَابِ الْإِنْسَانِ إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ وَتَوَلِّيْهِ غَيْرِ مَوَالِيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রকৃত পিতা ছাড়া অন্যের পরিচয় দেয়া এবং ক্রীতদানের প্রকৃত মনিব ছাড়া অন্যের পরিচয় দেয়া হারাম।

١٨٠٢- عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيْهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

www.BANGLAKITAB.com

১৮০২. হযরত সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের বাপ ছাড়া অন্য লোককে নিজের বাপ পরিচয় দেয়; অথচ সে জানে ঐ ব্যক্তি তার বাপ নয়, এমন ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٠٣- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لاَ تَرْغَبُوْا عَنْ آبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيْهِ فَهُوَ كُفْرٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮০৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সা.) বলেছেন ঃ "নিজেকে পিতার পরিচয় দিতে অনীহা বোধ করো না। যে ব্যক্তি নিজের পিতার পরিচয়ে অনীহা বোধ করল সে কুফরী করলো। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٠٤- وَعَنْ يَزِيْدَ بْنِ شُرَيْكِ بْنِ طَارِقٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ : لاَ وَاللّٰهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ نَقْرَؤُهُ إِلاَّ كِتَابَ اللّٰهِ وَمَا فِيْ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ ، فَنَشَرَهَا فَإِذَا فِيْهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ ، وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ وَفِيْهَا : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « اَلْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً ذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮০৪. হযরত ইয়াযীদ ইব্ন শারীক ইব্ন তারিক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি হযরত আলী (রা.)-কে মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুত্বা (বক্তৃতা) দিতে দেখেছি। আমি তাকে বলতে শুনেছি ঃ না, আল্লাহ্‌র কসম! আমাদের কাছে আল্লাহ্‌র কিতাব (কুরআন) ছাড়া অন্য কোন কিতাব নেই, যা আমরা পাঠ করি আর এই সহীফার মধ্যে যা আছে। এরপর তিনি ঐ সহীফা খুলে ধরলেন। তার মধ্যে উটের বয়স সম্পর্কে বর্ণনা ছিল এবং কিছু দণ্ড ইত্যাদি সম্পর্কিত হুকুম ছিল। ভিতরে একথাও ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "আইর পর্বত থেকে সাওর পর্বত পর্যন্ত মদীনার হেরেমের সীমানা। সুতরাং যে ব্যক্তি এই সীমার মধ্যে কোন বিদ্'আতী কাজের প্রচলন করবে অথবা কোন বিদ্'আতী ব্যক্তিকে আশ্রয়

www.BANGLAKITAB.com

দেবে তার উপর আল্লাহ্, সব ফিরিশ্‌তা এবং গোটা মানব জাতির লা'নত। আল্লাহ্ কিয়ামতে তার কোন তাওবা ও ফিদ্‌ইয়া কবুল করবেন না। সব মুসলমানের চুক্তি বা নিরাপত্তা প্রদান এক ও একক। সুতরাং তাদের একজন সাধারণ ব্যক্তিও এ চুক্তি ঠিক রাখার জন্য চেষ্টা করবে। কেননা যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের সাথে কৃত ওয়াদা নষ্ট করে তার উপর আল্লাহ্, ফেরেশ্‌তা ও সকল মানুষের লা'নত। আল্লাহ্ কিয়ামতে তার কোন তাওবা বা ফিদ্‌ইয়া কবুল করবেন না। যে ব্যক্তি অন্য লোককে নিজের বাপ বলে দাবী করে অথবা যে ক্রীতদাস নিজের মনিবের কাছ থেকে পালিয়ে অন্যের কাছে চলে যায় তার প্রতি আল্লাহ্, ফেরেশ্‌তা এবং সকল মানুষের লা'নত। আল্লাহ কিয়ামতে তার কোন তাওবা ও ফিদ্‌ইয়া কবুল করবেন না। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٠٥- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: «لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ اِدَّعَى لِغَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ كَفَرَ وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ: عَدُوَّ اللّٰهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلاَّ حَارَ عَلَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮০৫. হযরত আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যে ব্যক্তি সজ্ঞানে অন্য লোককে নিজের বাপ বলে পরিচয় দিল সে কুফ্‌রী করল। যে ব্যক্তি অন্য লোকের জিনিসকে নিজের মালিকানাধীন বলে প্রকাশ করল সে আমাদের দলভুক্ত নয়। সে যেন দোযখে তার বাসস্থান তালাশ করে। যে ব্যক্তি কোন লোককে কাফির অথবা আল্লাহ্‌র শত্রু বলে ডাকে, অথচ সে এরূপ নয়, এ ক্ষেত্রে অপবাদটি তার নিজের ঘাড়েই চাপবে। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ التَّحْذِيْرِ مِنَ ارْتِكَابِ مَا نَهَى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُوْلُهُ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যে কাজ করতে নিষেধ করেছেন সে কাজে জড়িত হওয়া সম্পর্কে কঠোর সাবধান বাণী।

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ (النور : ٦٣)

"রাসূলের হুকুম অমান্যকারীদের ভয় থাকা উচিৎ যে তারা কোন ফিতনায় জড়িয়ে পড়তে পারে কিংবা তাদের উপর কষ্টদায়ক আযাব আপতিত হতে পারে"। (সূরা নূর ঃ ৬৩)

وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ (آل عمران : ٣٠)

"আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর নিজের সম্পর্কে সাবধান করছেন"। (সুরা আলে ইমরান ঃ ৩০)

www.BANGLAKITAB.com

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (البروج : ١٢)

"নিঃসন্দেহে তোমার প্রভুর পাকড়াও অত্যন্ত কঠোর"। (সূরা বুরুজ ঃ ১২)

وَكَذٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ (هود : ١٠٢)

"তোমার প্রভু যখন কোন যালিম জনবসতিকে পাকড়াও করেন, তখন তাঁর পাকড়াও করা এমনটিই হয়ে থাকে। আসলে তাঁর পাকড়াও বড়ই কঠোর ও পীড়াদায়ক"। (সূরা হূদ ঃ ১০২)

١٨٠٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللّٰهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمَرْءُ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮০৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ সম্পন্ন। আল্লাহর সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ হল ঃ তিনি যে সব জিনিস হারাম করেছেন কোন মানুষের তা করা। অর্থাৎ কোন মানুষ যখন নিষিদ্ধ কাজ করে তখন আল্লাহ্‌র মর্যাদাবোধ জাগ্রত হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ مَايَقُوْلُهُ وَيَفْعَلُهُ مَنِ ارْتَكَبَ مُنْهِيًّا عَنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ কেউ কোন নিষিদ্ধ কজ করে বস্‌লে কি বলবে ও কি করবে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ (حم السجدة : ٣٦)

"তোমরা যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোনরূপ প্ররোচনা অনুভব কর তবে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা কর"। (সূরা হা-মীম আস্ সাজ্‌দাঃ ৩৬)।

إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُوْنَ (الأعراف : ٢٠١)

"প্রকৃত যারা মুত্তাকী, তাদের অবস্থা হল, শয়তানের প্ররোচনায় কোন খারাপ খেয়াল যদি তাদের স্পর্শ করেও তবুও তারা সংগেসংগে সতর্ক ও সজাগ হয়ে যায়। এবং তাদের জন্য সঠিক ও কল্যাণকর পথ কোনটি তার তারা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পায়।" (সূরা আ'রাফ ঃ ২০১)

وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوْا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ

www.BANGLAKITAB.com

يَعْلَمُوْنَ أُولٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِيْنَ (آل عمران : ١٣٥ ، ١٣٦)

"আর তাদের অবস্থা এই যে, তাদের দ্বারা যদি কখনও কোন অশ্লীল কাজ সংঘটিত হয় অথবা তারা কোন গুনাহ করে নিজেদের উপর যুলুম করে বসে তবে সংগে সংগেই তাদের আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ হয়ে যায় এবং তারা তাঁর নিকট গুনাহের জন্য ক্ষমা চায়। কেননা, আল্লাহ্ ছাড়া গুনাহ মাফ করতে পারে এমন আর কে আছে? এসব লোক বুঝেশুনে অন্যায় কাজ বারবার করে না। এই লোকদের প্রতিফল তাদের প্রভুর কাছে নির্দিষ্ট রয়েছে, তিনি তাদের ক্ষমা করবেন এবং এমন জান্নাত তাদেরকে দান করবেন, যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা সদা প্রবাহিত হয়। আর সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। যারা নেক্ কাজ করে তাদের প্রতিফল কতই না সুন্দর। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৫, ১৩৬)

وَتُوْبُوْا إِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (النور : ١٣)

"হে ঈমানদারগণ তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর কাছে তাওবা কর, আশা করা যায় তোমরা কল্যাণ লাভ করবে।" (সূরা নূর ঃ ৩১)।

١٨٠٧- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : « مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِىْ حَلِفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزّٰى فَلْيَقُلْ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ : تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮০৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি শপথ করে বলল, 'লাত' ও 'উয্যার' কসম, সে যেন বলে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু –আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই"। আর যে ব্যক্তি নিজের সংগীকে বলল, এসো জুয়া খেলি; সে যেন জুয়া না খেলে তার পরিবর্তে কিছু সাদাকা করে। (বুখারী ও মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

كِتَابُ الْمَنْثُوْرَاتِ وَالْمُلَحِ

অধায় ঃ বিবিধ ও আকর্ষণীয় বিষয়

بَابُ الْمَنْثُوْرَاتِ وَالْمُلَحِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিবিধ ও আকর্ষণীয় বিষয়।

١٨٠٨ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ فَخَفَّضَ فِيْهِ وَرَفَّعَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِيْ طَائِفَةِ النَّخْلِ. فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْهِ عَرَفَ ذٰلِكَ فِيْنَا فَقَالَ : « مَا شَأْنُكُمْ ؟ » قُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ الْغَدَاةَ فَخَفَّضْتَ فِيْهِ وَرَفَّعْتَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِيْ طَائِفَةِ النَّخْلِ فَقَالَ : « غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفَنِيْ عَلَيْكُمْ ؛ إِنْ يَخْرُجُ وَأَنَا فِيْكُمْ فَأَنَا حَجِيْجُهُ دُوْنَكُمْ وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيْكُمْ فَامْرُؤُ حَجِيْجُ نَفْسِهِ وَاللّٰهُ خَلِيْفَتِيْ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، إِنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ عَيْنُهُ طَافِيَةٌ ، كَأَنِّيْ أُشَبِّهُهُ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنٍ ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ ، فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُوْرَةِ الْكَهْفِ ، إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ ، فَعَاثَ يَمِيْنًا وَعَاثَ شِمَالاً ، يَا عِبَادَ اللّٰهِ فَاثْبُتُوْا » قُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا لُبْثُهُ فِي الْأَرْضِ ؟ قَالَ : « أَرْبَعُوْنَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ » قُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، فَذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِيْ كَسَنَةٍ أَتَكْفِيْنَا فِيْهِ صَلَاةُ يَوْمٍ ؟ قَالَ : لَا ، اقْدُرُوْا لَهُ قَدْرَهُ » قُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الْأَرْضِ ؟ قَالَ : « كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيْحُ ، فَيَأْتِيْ عَلَى الْقَوْمِ ، فَيَدْعُوْهُمْ فَيُؤْمِنُوْنَ بِهِ وَيَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ وَالْأَرْضَ فَتُنْبِتُ فَتَرُوْحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرًى وَأَسْبَغَهُ ضُرُوْعًا ،

www.BANGLAKITAB.com

وَآمَدَّهُ خَوَاصِرَ ثُمَّ يَأْتِيْ الْقَوْمَ فَيَدْعُوْهُمْ فَيَرُدُّوْنَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ ، فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ فَيُصْبِحُوْنَ مُمْحِلِيْنَ لَيْسَ بِأَيْدِيْهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُوْلُ لَهَا : أَخْرِجِيْ كُنُوْزَكِ ، فَتَتْبَعُهُ كُنُوْزُهَا كَيَعَاسِيْبِ النَّحْلِ، ثُمَّ يَدْعُوْ رَجُلاً مُمْتَلِئًا شَبَابًا فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ ، فَيَقْطَعُهُ جِزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ ثُمَّ يَدْعُوْهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللّٰهُ تَعَالَى الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُوْدَتَيْنِ ، وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ فَلاَ يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيْحَ نَفَسِهِ إِلاَّ مَاتَ ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِيْ إِلَى حَيْثُ يَنْتَهِيْ طَرْفُهُ ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ ، ثُمَّ يَأْتِيْ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَوْمًا قَدْ عَصَمَهُمُ اللّٰهُ مِنْهُ ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوْهِهِمْ ، وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللّٰهُ تَعَالَى إِلَى عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِيْ لاَ يَدَانِ لأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ ، فَحَرِّزْ عِبَادِيْ إِلَى الطُّوْرِ . وَيَبْعَثُ اللّٰهُ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُوْنَ ، فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ فَيَشْرَبُوْنَ مَا فِيْهَا ، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُوْلُوْنَ : لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءٌ ، وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللّٰهِ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى يَكُوْنَ رَأْسُ الثَّوْرِ لأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِنْ مِائَةِ دِيْنَارٍ لأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللّٰهِ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَأَصْحَابُهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ إِلَى اللّٰهِ تَعَالَى ، فَيُرْسِلُ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِيْ رِقَابِهِمْ، فَيُصْبِحُوْنَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللّٰهِ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَأَصْحَابُهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ ، إِلَى الأَرْضِ ، فَلاَ يَجِدُوْنَ فِي الأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلاَّ مَلأَهُ زَهَمُهُمْ وَنَتَنُهُمْ ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللّٰهِ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَأَصْحَابُهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ إِلَى اللّٰهِ تَعَالَى ، فَيُرْسِلُ اللّٰهُ تَعَالَى طَيْرًا كَأَعْنَاقِ

www.BANGLAKITAB.com

الْبُخْتِ فَتَحْمِلُهُمْ ، فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللّٰهُ ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَطَرًا لاَ يُكِنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلاَ وَبَرٍ ، فَيَغْسِلُ الأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزَّلَقَةِ ، ثُمَّ يُقَالُ لِلأَرْضِ : أَنْبِتِي ثَمَرَتَكِ ، وَرُدِّي بَرَكَتَكِ ، فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ ، وَيَسْتَظِلُّوْنَ بِقِحْفِهَا ، وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْلِ حَتَّى إِنَّ اللِّقْحَةَ مِنَ الإِبِلِ لَتَكْفِي الْفِئَامَ مِنَ النَّاسِ وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ لَتَكْفِي الْقَبِيْلَةَ مِنَ النَّاسِ وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْغَنَمِ لَتَكْفِي الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ فَبَيْنَمَاهُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللّٰهُ تَعَالَى رِيْحًا طَيِّبَةً ، فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ فَتَقْبِضُ رُوْحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَكُلِّ مُسْلِمٍ ؛ وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُوْنَ فِيْهَا تَهَارُجَ الْحُمُرِ فَعَلَيْهِمْ تَقُوْمُ السَّاعَةُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮০৮. হযরত নাওয়াস ইব্ন সাম'আন (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'দাজ্জাল' সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি কখনও বিষয়টিকে অবজ্ঞার সুরে প্রকাশ করলেন আবার কখনও গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করলেন। এমন কি আমাদের ধারণ হল দাজ্জাল খেজুর বাগানের কোন এক স্থানে লুকিয়ে আছে। যখন আমরা তাঁর কাছ থেকে ফিরে যাচ্ছিলাম তিনি আমাদের প্রকৃত অবস্থা বুঝে ফেললেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি হয়েছে? আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি সকাল বেলা দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। আপনি তা অবজ্ঞাভরে এবং কখনও গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করেছিলেন। এতে আমাদের ধারণ হয়েছিল, সম্ভবত ঐ সময়ে দাজ্জাল খেজুর বাগানের কোথাও অবস্থান করছে। তিনি বললেন ঃ তোমাদের ব্যাপারে আমি দাজ্জালের ফিত্নার খুব একটা আশংকা করি না। যদি আমার উপস্থিতিতে সে আত্মপ্রকাশ করে তবে আমি নিজে তোমাদের পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াব। আর যদি আমার অবর্তমানে সে আত্মপ্রকাশ করে তবে প্রত্যেকে নিজেরাই তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। মহান আল্লাহ্ আমার অবর্তমানে তোমাদের রক্ষক। দাজ্জাল ছোট কোঁকড়ানো চুল বিশিষ্ট যুবক। তার চোখ হবে ফোলা। আমি তাকে আবদুল উয্যা ইব্ন কাতান সদৃশ মনে করি। যে ব্যক্তি তার সাক্ষাত পাবে সে যেন 'সূরা কাহফে'র প্রাথমিক আয়াতগুলো পাঠ করে। দাজ্জাল সিরিয়া ও ইরাকের সাথে সংযোগ রক্ষাকারী রাস্তায় আত্মপ্রকাশ করবে। সে তার ডানে ও বায়ে হত্যা, ধ্বংস ও ফিত্না ফাসাদ ছড়াবে। হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! অটল ও স্থির হয়ে থাক। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ রাসূল! সে কত সময় পৃথিবীতে বর্তমান থাকবে? তিনি বললেন ঃ চল্লিশ দিন। এর একদিন হবে, এক বছরের সমান, একদিন হবে এক মাসের সমান এবং একদিন হবে এক সপ্তাহের সমান। অবশিষ্ট দিনগুলো তোমাদের এই দিনের মতই দীর্ঘ হবে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে দিনটি এক বছরের সমান হবে সেদিনে কি একদিনের নামাযই আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে? তিনি

www.BANGLAKITAB.com

বললেন ঃ না, বরং অনুমান করে নামাযের সময় ঠিক করে নিতে হবে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! পৃথিবীতে দাজ্জাল কত দ্রুত গতি সম্পন্ন হবে? তিনি বললেন ঃ বায়ুতাড়িত মেঘের মত দ্রুত গতি সম্পন্ন হবে। সে এক সম্প্রদায়ের কাছে আসবে এবং তাদেরকে নিজের দিকে আহ্বান করবে। তারা তার প্রতি ঈমান আসবে এবং তার হুকুমের অনুসরণ করবে। সে আসমানকে নির্দেশ দেবে। আসমান তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবে। সে যমীনকে হুকুম দেবে এবং যমীন উদ্ভিদ উৎপাদন করবে। তাদের গৃহপালিত জন্তুগুলো সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরবে। এগুলোর কূঁজ সুউচ্চ, দুধের বাঁটগুলো লম্বা এবং স্ফীত হবে। অতঃপর সে আর এক সম্প্রদায়ের কাছে আসবে এবং তাদেরকে নিজের দিকে আহ্বান করবে। তারা তার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করবে। দাজ্জাল তাদের কাছ থেকে চলে যাবে। তারা অতি দ্রুত অজন্মা ও দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হবে। তাদের হাতে ধন-সম্পদ কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। দাজ্জাল এই বিধ্বস্ত এলাকা দিয়ে অতিক্রম করার সময় বলবে, তোমার গচ্ছিত সম্পদরাজি বের করে দাও। সাথে সাথে সে এলাকার ধন-সম্পদ মধু মক্ষিকার মত তার অনুসরণ করবে। অতঃপর সে পূর্ণ বয়স্কা এক যুবককে আহ্বান করবে। (কিন্তু সে তাকে অস্বীকার করবে।) দাজ্জাল তাকে তরবারী দিয়ে দ্বিখন্ডিত করে ফেলবে। অতঃপর টুক্‌রা দু'টোকে পৃথকভাবে একটি তীরের পাল্লা পরিমাণ দূরত্বে রাখবে। অতঃপর সে ডাকবে এবং টুক্‌রো দু'টো চলে আসবে। তার চেহারা তখন প্রফুল্ল ও হাস্যময় হবে। ইত্যবসরে আল্লাহ্ তা'য়ালা মাসীহ্ ইব্‌ন মরিয়ম আলাইহিস্ সালামকে পাঠাবেন। তিনি দামেস্কের পূর্ব অংশে সাদা মিনারের উপরে হাল্‌কা জাফরানী (হলুদ) রং-এর কাপড় পরিহিত অবস্থায় ফিরেশ্‌তাদের কাঁধে ভর দিয়ে নেমে আসবেন। যখন তিনি মাথা নত করবেন তখন মনে হবে যেন তাঁর মাথায় মুক্তার মত পানির বিন্দু টপকাচ্ছে। যখন তিনি মাথা উঠাবেন তখনও তাঁর মাথা থেকে মুতির দানার মত ঝরছে বলে মনে হবে। যে কাফিরের গায়ে তাঁর নিঃশ্বাস লাগবে তার বেঁচে থাকা সম্ভব হবে না। (সাথে সাথে মরে যাবে)। তাঁর দৃষ্টি যতদূর যাবে তাঁর নিঃশ্বাসও ততদূর পৌছবে। তিনি দাজ্জালকে পিছু ধাওয়া করবেন এবং লুদ নামক স্থানে তাকে হত্যা করবেন। অতঃপর ঈসা আলাইহিস্ সালাম ঐ সব লোকদের কাছে আসবেন যাদেরকে আল্লাহ দাজ্জালের ফিত্‌না থেকে নিরাপদ রেখেছেন। তিনি তাদের চেহারা থেকে মলিনতা দূর করে দেবেন এবং জান্নাতে তাদের যে মর্যাদা হবে তা বর্ণনা করবেন। ইত্যবসরে মহান আল্লাহ হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের কাছে এই মর্মে নির্দেশ পাঠাবেন যে, আমি এমন একদল বান্দা পাঠিয়েছি যাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার শক্তি কারো হবে না। তুমি আমার এসব বান্দাকে নিয়ে তূর পাহাড়ে চলে যাও। এরপর মহান আল্লাহ ইয়াজূজ মাজূজের সম্প্রদায়কে পাঠাবেন। তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে দ্রুতবেগে বেরিয়ে আসবে। তাদের অগ্রবর্তী দলগুলো তাবারিয়া হ্রদের উপর দিয়ে অতিক্রম করবে। তারা এ হ্রদের সব পানি পান করে ফেলবে। তাদের পরবর্তী দলও এ এলাকা দিয়ে অতিক্রম করবে। তারা বলবে এখানে কোন এক সময় পানি ছিল। আল্লাহর নবী হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর সাথীরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়বেন। এ সময় তাদের কাছে গরুর একটি মাথা এত মূল্যবান মনে হবে যেমন

www.BANGLAKITAB.com

বর্তমানে তোমরা একশ' দীনারকে মূল্যবান মনে কর। তখন আল্লাহ্‌র নবী হযরত ঈসা আলাইহিস্ সাল্লাম ও তাঁর সংগীরা (রা.) আল্লাহর কাছে কাতরভাবে প্রার্থনা করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের (ইয়াজূজ-মাজূজ) প্রত্যেকের ঘাড়ে এক ধরণের কীট সৃষ্টি করে দেবেন। ফলে তারা সবাই একসাথে ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপর আল্লাহর নবী হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর সংগীগণ (রা.) পাহাড় থেকে জনপদে নেমে আসবেন। কিন্তু তারা পৃথিবীতে এক ইঞ্চি জায়গাও ইয়াজূজ মাজূজের লাশ ও এর দুর্গন্ধ ছাড়া খালি পাবেন না। অতঃপর আল্লাহর নবী হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর সাহাবা (রা.) আল্লাহর কাছে কাতরভাবে প্রার্থনা করবেন। আল্লাহ তা'আলা বুখ্‌তী উটের কুঁজ সদৃশ পাখী পাঠাবেন। এসব পাখী লাশগুলোকে উঠিয়ে আল্লাহ যেখানে ফেলে দেয়ার নির্দেশ দেবেন সেখানে ফেলে দেবে। অতঃপর মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ এমন বৃষ্টি পাঠাবেন যা প্রতিটি স্থান, তা মাটিরই হোক অথবা বালুর, ধুয়ে আয়নার মত পরিষ্কার করে দেবে। অতঃপর ভূমিকে বলা হবে ঃ তোমার ফল উৎপাদন কর এবং বরকত ফিরিয়ে নাও (এত বরকত, কল্যাণ ও প্রাচুর্য দেখা দেবে) একটি ডালিম খেয়ে পূর্ণ একটি দল পরিতৃপ্ত হবে এবং ডালিমের খোসাটি এত বড় হবে যে তার ছায়ায় তারা আশ্রয় নিতে পারবে। গবাদি পশুতেও এত বরকত দেয়া হবে যে একটি মাত্র দুধেল উটের দুধ হবে একটি বড় দলের জন্য যথেষ্ট। একটি দুধের গাভীর দুধ একটি গোত্রের জন্য যথেষ্ট হবে এবং একটি দুধের বক্‌রী একটি পরিবারের জন্য যথেষ্ট হবে। এই সময়ে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র হাওয়া প্রবাহিত করবেন। এই বাতাস তাদের বগলের নিচে পর্যন্ত লাগবে। ফলে সমস্ত মু'মিন ও মুসলমানের রূহ্ কবজ হয়ে যাবে। শুধু খারাপ লোকেরাই বেঁচে থাকবে। তারা গাধার মত প্রকাশ্যে সহবাস করবে। তাদের বর্তমানেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। (মুসলিম)

١٨٠٩- وَعَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ أَنْطَلَقْتُ مَعَ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ إِلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ فَقَالَ لَهُ أَبُوْ مَسْعُوْدٍ حَدِّثْنِيْ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي الدَّجَّالِ قَالَ : « إِنَّ الدَّجَّالَ يَخْرُجُ وَإِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارًا فَأَمَّا الَّذِيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَاءً فَنَارٌ تُحْرِقُ وَأَمَّا الَّذِيْ يَرَاهُ النَّاسُ نَارًا فَمَاءٌ بَارِدٌ عَذْبٌ فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ فِي الَّذِيْ يَرَاهُ نَارًا فَإِنَّهُ عَذْبٌ طَيِّبٌ » فَقَالَ أَبُوْ مَسْعُوْدٍ : وَأَنَا قَدْ سَمِعْتُهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮০৯. হযরত রিবয়ী ইব্‌ন হিরাশ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি আবু মাসউদ আনসারীর সাথে হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) কাছে গেলাম। আবু মাসউদ (রা.) তাঁকে বললেন ঃ আপনি দাজ্জাল সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যা শুনেছেন তা আমাকে বলুন। তিনি বললেন ঃ দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং তার সাথে পানি ও আগুন থাকবে। কিন্তু লোকেরা যে পানি দেখবে তা আসলে জ্বলন্ত আগুন। আর লোকে তার সাথে যে আগুন দেখবে তা আসলে সুপেয় ঠাণ্ডা পানি। তোমাদের মধ্যে যে লোক সে যুগ

www.BANGLAKITAB.com

পাবে; সে যেন তার কাছে যে দিকটা আগুন বলে মনে হচ্ছে সেদিকে ঢুকে পড়ে। কেননা তা হবে প্রকৃতপক্ষে সুপেয় পানি। এ হাদীস শুনে আবু মাসউদ (রা.) বললেন ঃ আমি ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨١٠- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِيْ أُمَّتِيْ فَيَمْكُثُ أَرْبَعِيْنَ لاَ أَدْرِيْ أَرْبَعِيْنِ يَوْمًا أَرْبَعِيْنَ شَهْرًا أَوْ أَرْبَعِيْنَ عَامًا فَيَبْعَثُ اللّٰهُ تَعَالَى عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِيْنَ لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ ثُمَّ يُرْسِلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ رِيْحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّامِ ، فَلاَ يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ أَوْ إِيْمَانٍ إِلاَّ قَبَضَتْهُ ، حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِيْ كَبِدِ جَبَلٍ ، لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِيْ خِفَّةِ الطَّيْرِ ، وَأَحْلاَمِ السِّبَاعِ لاَ يَعْرِفُوْنَ مَعْرُوْفًا ، وَلاَ يُنْكِرُوْنَ مُنْكَرًا ، فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ ، فَيَقُوْلُ : أَلاَ تَسْتَجِيْبُوْنَ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : فَمَا تَأْمُرُوْنَا ؟ فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ ، وَهُمْ فِيْ ذَلِكَ دَارٌّ رِزْقُهُمْ حَسَنٌ عَيْشُهُمْ ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَلاَ يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلاَّ أَصْغَى لِيْتًا وَرَفَعَ لِيْتًا ، وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوْطُ حَوْضَ إِبِلِهِ فَيُصْعَقُ وَيُصْعَقُ النَّاسُ ثُمَّ يُرْسِلُ اللّٰهُ أَوْ قَالَ : يُنْزِلُ اللّٰهُ مَطَرًا كَأَنَّهُ الطَّلُّ أَوِ الظِّلُّ ، فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيْهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُوْنَ ، ثُمَّ يُقَالُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ وَقِفُوْهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُوْلُوْنَ ثُمَّ يُقَالُ : أَخْرِجُوْا بَعْثَ النَّارِ فَيُقَالُ : مِنْ كَمْ ؟ فَيُقَالُ : مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ ؛ فَذَلِكَ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا ، وَذَلِكَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮১০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন ইবনুল আ'স (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং সে চল্লিশ পর্যন্ত অবস্থান করবে। বর্ণনাকারী বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চল্লিশ দিন, না চল্লিশ মাস, না চল্লিশ বছর বলেছেন তা আমার মনে নেই। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা ইব্ন মারিয়াম (আ.)-কে পাঠাবেন। তিনি দাজ্জালকে খুঁজে বের করে হত্যা

www.BANGLAKITAB.com

করবেন। অতঃপর লোকেরা সাত বছর এমনভাবে কাটাবে যে দু'জনের মধ্যেও কোন রকম শত্রুতা থাকবে না। মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ সিরিয়ার দিক থেকে একটি শীতল বাতাস প্রবাহিত করবেন। ফলে পৃথিবীর বুকে এমন কোন ব্যক্তি অবশিষ্ট থাকবে না যার মধ্যে সামান্য পরিমাণ সৎকাজের আগ্রহ বা ঈমান আছে। বরং এ ধরনের সব লোকের রূহ কব্জ করে নেবে। এমনকি কোন লোক যদি পাহাড়ের গুহায় গিয়ে অবস্থান করে এই বায়ু সেখানে গিয়ে তার রূহ কব্য করবে। এরপর শুধু দুস্কৃতিকারীরাই বেঁচে থাকবে। তারা যৌনতা ও কুপ্রবৃত্তির বেলায় পাখির মত এবং যুলুম অত্যাচারের বেলায় হিংস্র জন্তুর মত হবে। তারা ভাল কাজ বলতে কিছুই জানবে না এবং খারাপ কাজ বলতে কোনটাই না করে ছাড়বে না। শয়তান মানুষের বেশ ধরে তাদের কাছে এসে বলবে ঃ তোমরা কি আমার কথা মানবে? তারা বলবে, তুমি আমাদের কি কাজ করতে বল? তখন শয়তান তাদেরকে মূর্তি পূজার হুকুম দেবে। মূর্তি পূজা চলাকালীন সময়ে তাদের খাদ্য-দ্রব্যের প্রাচুর্য চলতে থাকবে; জীবনটা অত্যন্ত বিলাসী ও আনন্দ উল্লাসময় হবে। অতঃপর শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে। যে ব্যক্তিই শিংগার আওয়াজ শুনতে পাবে, সে ঘাড় বাঁকিয়ে সে দিকে তাকাবে এবং ঘাড় উঠাবে। সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি আওয়াজ শুনতে পাবে সে তখন তার উটের পানির চৌবাচ্চা পরিষ্কার করতে থাকবে। সে বেহুশ হয়ে পড়বে এবং তার আশে পাশের লোকজনও বেহুশ হয়ে যাবে। এরপর মহান আল্লাহ্ শিশির বিন্দুর ন্যায় বৃষ্টি পাঠাবেন। অথবা তিনি বলেছেন, মুষলধারে বৃষ্টি নাযিল করবেন। এর দ্বারা মানুষের শরীর গঠিত হয়ে উঠবে। পরে দ্বিতীয় বার শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে এবং তখন সমস্ত মানুষ উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকে দেখতে থাকবে। তখন বলা হবে ঃ হে মানুষেরা! তোমাদের প্রভুর কাছে এসো। এরপর (হুকুম দেয়া হবে) তাদেরকে দাঁড় করাও। কেননা তাদের পুংখানুপুংখরূপে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এরপর বলা হবে ঃ এদের মধ্য থেকে দোযখের অংশটা বের করে ফেল। বলা হবে, কত সংখ্যক? বলা হবে, প্রতি হাজারে নয়শ নিরানব্বই জন (একজন মাত্র জান্নাতী)। এটাই সেই দিন; যেদিন তরুণ বালক বৃদ্ধ হয়ে যাবে। যে দিন সব কিছু স্পষ্ট করে তুলে ধরা হবে। (মুসলিম)

١٨١١- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلاَّ سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ ، إِلاَّ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ وَلَيْسَ نَقْبٌ مِنْ أَنْقَابِهَا إِلاَّ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ صَافِّيْنَ تَحْرُسُهُمَا فَيَنْزِلُ بِالسَّبَخَةِ فَتَرْجُفُ الْمَدِيْنَةُ ثَلاَثَ رَجَفَاتٍ يُخْرِجُ اللّٰهُ مِنْهَا كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮১১. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মক্কা-মদীনা শরীফাইন ব্যতীত এমন কোন জনপদ অবশিষ্ট থাকবে না দাজ্জাল পদদলিত করবে না। এ দুই পবিত্র নগরীর প্রতিটি প্রবেশপথে ফিরিশ্তারা কাতারবন্দী হয়ে পাহারা দিতে থাকবে। দাজ্জাল 'সাবখাহ' নামক স্থানে এসে পৌঁছলে মদীনাতে তিনবার ভূমিকম্প হবে। এভাবে মহান আল্লাহ সমস্ত কাফির ও মুনাফিকদের মদীনা থেকে বের করে দিবেন। (মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

١٨١٢- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ يَهُوْدِ أَصْبَهَانَ سَبْعُوْنَ أَلْفًا عَلَيْهِمُ الطَّيَالِسَةُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮১২. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ইস্পাহানের সত্তর হাজার ইয়াহূদী দাজ্জালের সাথে যোগদান করবে। এরা সবুজ রং-এর চাদর পরিহিত হবে। (মুসলিম)

١٨١٣- وَعَنْ أُمِّ شَرِيْكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : « لَيَنْفِرَنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ فِي الْجِبَالِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮১৩. হযরত উম্মে শারীক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ "দাজ্জালের ভয়ে মানুষ পাহাড় পর্বতের দিকে পলায়ন করবে"। (মুসলিম)

١٨١٤- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ ﷺ يَقُوْلُ : « مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ أَمْرٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮১৪. হযরত ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ "হযরত আদম (আ.)-এর জন্ম থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে দাজ্জালের বিপর্যয় ও ফিত্নার চেয়ে বড় ফিত্না আর হবে না"। (মুসলিম)

١٨١٥- وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فَيَتَوَجَّهُ قِبَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَيَتَلَقَّاهُ الْمَسَالِحُ مَسَالِحُ الدَّجَّالِ فَيَقُوْلُوْنَ لَهُ : إِلَى أَيْنَ تَعْمِدُ ؟ فَيَقُوْلُ : أَعْمِدُ إِلَى هٰذَا الَّذِي خَرَجَ، فَيَقُوْلُوْنَ لَهُ : أَوَ مَا تُؤْمِنُ بِرَبِّنَا ؟ فَيَقُوْلُ : مَا بِرَبِّنَا خَفَاءٌ ! فَيَقُوْلُوْنَ : اقْتُلُوْهُ ، فَيَقُوْلُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكُمْ رَبُّكُمْ أَنْ تَقْتُلُوْا أَحَدًا دُوْنَهُ ، فَيَنْطَلِقُوْنَ بِهِ إِلَى الدَّجَّالِ فَإِذَا رَآهُ الْمُؤْمِنُ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هٰذَا الدَّجَّالُ الَّذِي ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ؛ فَيَأْمُرُ الدَّجَّالُ بِهِ فَيُشَبَّحُ ؛ فَيَقُوْلُ : خُذُوْهُ وَشُجُّوْهُ فَيُوْسَعُ ظَهْرُهُ وَبَطْنُهُ ضَرْبًا ، فَيَقُوْلُ : أَوَمَا تُؤْمِنُ بِي ؟ فَيَقُوْلُ : أَنْتَ الْمَسِيْحُ الْكَذَّابُ ! فَيُؤْمَرُ بِهِ ، فَيُؤْشَرُ بِالْمِنْشَارِ مِنْ مَفْرِقِهِ

www.BANGLAKITAB.com

حَتَّى يُفْرَقَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ يَمْشِي الدَّجَّالُ بَيْنَ الْقِطْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَقُوْلُ لَهُ : قُمْ ، فَيَسْتَوِي قَائِمًا ، ثُمَّ يَقُوْلُ لَهُ : أَتُؤْمِنُ بِيْ ؟ فَيَقُوْلُ : مَا ازْدَدْتُ فِيْكَ إِلاَّ حَضِيْرَةً ... ثُمَّ يَقُوْلُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لاَ يَفْعَلُ بَعْدِيْ بِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ فَيَأْخُذُهُ الدَّجَّالُ لِيَذْبَحَهُ ، فَيَجْعَلُ اللّٰهُ مَا بَيْنَ رَقَبَتِهِ إِلَى تَرْقُوَتِهِ نُحَاسًا ، فَلاَ يَسْتَطِيْعُ إِلَيْهِ سَبِيْلاً ، فَيَأْخُذُ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَيَقْذِفُ بِهِ فَيَحْسَبُ النَّاسُ أَنَّمَا قَذَفَهُ إِلَى النَّارِ وَإِنَّمَا أُلْقِيَ فِي الْجَنَّةِ » فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « هٰذَا أَعْظَمُ النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮১৫. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সা.) বলেছেন ঃ দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করলে ঈমানদার লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি তার কাছে যাবে। তার সাথে দাজ্জালের প্রহরীদের দেখা হবে। তারা তাকে বলবে, কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা করছ? সে বলবে, আমি এই আবির্ভূত ব্যক্তির কাছে যেতে ইচ্ছা করছি। প্রহরীরা বলবে, আমাদের প্রভুর প্রতি কি তোমার ঈমান নেই? সে বলবে, আমাদের প্রভুর ব্যাপারে তো কোনরূপ গোপনীয়তা নেই। তারা বলবে, একে হত্যা কর। কিন্তু এদের মধ্যে কেউ কেউ বলাবলি করবে, তোমাদের প্রভু কি তোমাদেরকে তার অগোচরে কোন লোককে হত্যা করতে নিষেধ করেননি? তাই তারা তাকে দাজ্জালের কাছে নিয়ে যাবে। যখন মু'মিন ব্যক্তিটি দাজ্জালকে দেখবে, তখন বলবে ঃ হে লোক সকল। এই তো সেই দাজ্জাল, যার প্রসংগে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে গেছেন। অতঃপর দাজ্জালের হুকুমে তার দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হবে। তার পেট ও পিঠ উন্মুক্ত করে পিটানো হবে আর বলা হবে, তুমি কি আমার প্রতি ঈমান পোষণ কর না? উত্তরে মু'মিন ব্যক্তি বলবে ঃ তুমিই তো সেই মিথ্যাবাদী মাসীহ্ দাজ্জাল। অতঃপর তার নির্দেশে মু'মিন ব্যক্তির মাথার সিঁথি থেকে দু'পায়ের মধ্য পর্যন্ত করাত দিয়ে চিরে দ্বিখণ্ডিত করা হবে। দাজ্জাল তার দেহের এই দুই অংশের মধ্য দিয়ে এদিক থেকে ওদিকে যাবে। অতঃপর সে মু'মিন ব্যক্তির দেহকে সম্বোধন করে বলবে পূর্বের মত হয়ে যাও। তখন সে আবার পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। আবার সে বলবে, এখন কি তুমি আমার প্রতি ঈমান পোষণ কর? মু'মিন লোকটি বলবে ঃ তোমার সম্পর্কে এখন আমি আরো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার লাভ করলাম। সে লোকদেরকে ডেকে বলবে ঃ হে লোক সকল! আমর পর এ আর কারো কিছু করতে পারবে না। দাজ্জাল পুনরায় তাকে ধরে হত্যা করতে চাইবে। কিন্তু আল্লাহ তার ঘাড়কে গলার নিচের হাড় পর্যন্ত পিতলে মুড়িয়ে দেবেন। ফলে সে তাকে হত্যা করার আর কোন উপায় পাবে না। বাধ্য হয়ে সে তার হাত পা ধরে ছুঁড়ে ফেলবে। লোকেরা ধারণা করবে দাজ্জাল তাকে আগুনে নিক্ষেপ করেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে জান্নাতে নিক্ষিপ্ত হবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

www.BANGLAKITAB.com

এই ব্যক্তি বিশ্ব জাহানের রব আল্লাহ্‌র কাছে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত স্তরের শহীদের মর্যাদা লাভ করবে। (মুসলিম)

١٨١٦-وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : مَا سَأَلَ أَحَدٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الدَّجَّالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ ؛ وَإِنَّهُ قَالَ لِيْ : « مَا يَضُرُّكَ ؟ » قُلْتُ : إِنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ : إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْزٍ وَنَهْرَ مَاءٍ ! قَالَ : « هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮১৬. হযরত মুগীরা ইব্‌ন শুবা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ দাজ্জালের ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যত বেশি প্রশ্ন করেছি; অন্য কেউ তত প্রশ্ন করেনি। তিনি আমাকে বলেছেন, সে তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আমি বললাম, লোকেরা বলে থাকি যে তার সাথে রুটির পাহাড় এবং পানির ঝর্ণা থাকবে। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কাছে এটা কোন কঠিন ব্যাপার নয়। বরং খুবই সহজ। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨١٧ وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ أَلاَ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ك - ف - د » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮১৭. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক নবী তাঁর উম্মতকে কানা মিথ্যাবাদী (দাজ্জাল) সম্পর্কে সাবধান করেছেন। সাবধান! সে কানা। তোমাদের মহান ও শক্তিমান প্রভু কানা নন। সেই কানা মিথ্যাবাদী দাজ্জালের কপালে কাফ - ك , ফা - ف , এবং রা - ر - লেখা থাকবে (কাফির)। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨١٨- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا عَنِ الدَّجَّالِ مَا حَدَّثَ بِهِ نَبِيٌّ قَوْمَهُ ! إِنَّهُ أَعْوَرُ ، وَإِنَّهُ يَجِيءُ مَعَهُ بِمِثَالِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، فَالَّتِيْ يَقُوْلُ إِنَّهَا الْجَنَّةُ هِيَ النَّارُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮১৮. হযরত আব হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে এমন কথা বলব না যা অন্য কোন নবী তাঁর উম্মাতকে বলেননি। সে হবে কানা এবং সে তার সাথে দোযখের মত একটি এবং জান্নাতের মত একটি জিনিস নিয়ে আসবে। সে যেটাকে জান্নাত বলে পরিচয় দেবে সেটা হবে প্রকৃতপক্ষে দোযখ। তেমনিভাবে তার সাথের জাহান্নামটি হবে প্রকৃতপক্ষে জান্নাত। (বুখারী ও মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

١٨١٩- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَ الدَّجَّالَ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ فَقَالَ : « إِنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، أَلاَ إِنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮১৯. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকজনের কাছে দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তিনি বললেন ঃ মহান আল্লাহ এক চোখ বিশিষ্ট নন। কিন্তু মাসীহ্ দাজ্জালের ডান চোখ কানা, তার চোখ আঙ্গুরের দানার মত ফোলা হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٢٠- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « لاَتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُوْنَ الْيَهُوْدَ ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُوْدِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ فَيَقُوْلُ الْحَجَرُ وَالشَّجَرُ : يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُوْدِيٌّ خَلْفِيْ تَعَالَ فَاقْتُلْهُ إِلاَّ الْغَرْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُوْدِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮২০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলমানরা ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করা পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। এমনকি পরাজিত হয়ে ইয়াহূদীরা মুসলমানদের ভয়ে পাথর ও গাছের আড়ালে আত্মগোপন করবে। কিন্তু গাছ এবং পাথরও বলে উঠবে, হে মুসলমান! এখানে ইয়াহূদী আমার পিছনে লুকিয়ে আছে। এসে একে হত্যা কর। কিন্তু 'গারকাদ' নামক গাছ তা বলবে না। কেননা ঐটা ইয়াহূদীদের গাছ। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٢١- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لاَ تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِالْقَبْرِ فَيَتَمَرَّغَ عَلَيْهِ ، وَيَقُوْلُ : يَا لَيْتَنِيْ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ ، وَلَيْسَ بِهِ الدِّيْنُ ، مَا بِهِ إِلاَّ الْبَلاَءُ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮২১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন। পৃথিবী ততদিন ধ্বংস হবে না যত দিন না কোন ব্যক্তি কোন কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে এবং ফিরে কবরের পাশে গিয়ে বলবেঃ হায়! এই কবরবাসীর পরিবর্তে আমি যদি এই কবরে থাকতাম, তা হলে কতই না ভাল হত প্রকৃতপক্ষে তার কাছে দীন-ইসলামের কিছুই থাকবে না। বরং বালা-মুসিবতে অতিষ্ঠ হয়ে সে একথা বলবে। (বুখারী ও মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

١٨٢٢- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ يُقْتَلُ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ فَيَقُوْلُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ : لَعَلِّى أَنْ أَكُوْنَ أَنَا أَنْجُوْ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮২২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামত তত দিন পর্যন্ত সংঘটিত হবে না; যতদিন না ফোরাত নদী থেকে সোনার একটি পর্বতের আবির্ভাব হবে এবং তার দখল নিয়ে লোকদের মধ্যে যুদ্ধ হবে এই যুদ্ধে প্রতি একশ জনের নিরানব্বই জন নিহত হবে। এদের প্রতিটি ব্যক্তিই বলবে, আশা করি আমিই হব সেই ব্যক্তি যে বেঁচে থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٢٣- وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « يَتْرُكُوْنَ الْمَدِيْنَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ لاَ يَغْشَاهَا إِلاَّ الْعَوَافِى يُرِيْدُ : عَوَافِىَ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يُرِيْدَانِ الْمَدِيْنَةَ يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا فَيَجِدَانِهَا وُحُوْشًا حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ خَرَّا عَلَى وُجُوْهِهِمَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮২৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ (কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে) লোকজন মদীনা শহরকে ভাল অবস্থায় ছেড়ে চলে যাবে। মদীনা জুড়ে থাকবে তখন শুধু হিংস্র বন্যজন্তু ও পাখি। পরিশেষে মুযায়না গোত্রের দু'জন রাখাল মেষ-বক্‌রী নিয়ে মদীনায় প্রবেশের জন্য আসবে। কিন্তু তারা বন্য হিংস্র পশুতে মদীনা ভরপুর হয়ে আছে দেখতে পাবে। (তারা ফিরে চলে যাবে)। যখন তারা 'সানিআতুল বিদা' নামক পাহাড়ের কাছে পৌঁছবে তখন হুমড়ি খেয়ে পড়ে মারা যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٢٤- وَعَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : « يَكُوْنُ خَلِيْفَةٌ مِنْ خُلَفَائِكُمْ فِى آخِرِ الزَّمَانِ يَحْثُوْا الْمَالَ وَلاَ يَعُدُّهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮২৪. হযরত সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন; শেষ যামানায় তোমাদের একজন খলিফা (ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান) হবে। সে প্রচুর ধনসম্পদ দু'হাতে বিলিয়ে দেবে কিন্তু হিসেব করবে না। (মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

١٨٢٥- وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ، فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلُذْنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮২৫. হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষের ইতিহাসে এমন এক যুগ আসবে যখন এক জন লোক তার স্বর্ণের যাকাত নিয়ে ঘরে বেড়াবে কিন্তু গ্রহণ করার জন্য কোন লোক খুঁজে পাবে না। সে সময় দেখা যাবে পুরুষের সংখ্যাল্পতা ও নারীর সংখ্যাধিক্য। একজন পুরুষকে চল্লিশজন নারী যৌন বাসনা চরিতার্থ করার জন্য অনুসরণ করবে। (মুসলিম)

١٨٢٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا ، فَوَجَدَ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ : خُذْ ذَهَبَكَ ، إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْأَرْضَ ، وَلَمْ أَشْتَرِ الذَّهَبَ ، وَقَالَ الَّذِي لَهُ الْأَرْضُ : إِنَّمَا بِعْتُكَ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ ، فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ أَلَكُمَا وَلَدٌ ؟ قَالَ أَحَدُهُمَا : لِي غُلَامٌ ، وَقَالَ الْآخَرُ : لِي جَارِيَةٌ ، قَالَ : أَنْكِحَا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮২৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তি কাছ থেকে কিছু জমি ক্রয় করেছিল। ক্রেতা জমির মধ্যে স্বর্ণ ভর্তি কলসী পেল। সে বিক্রেতাকে বলল, আপনি আপনার কলসী ফেরত নিন। কেননা আমি আপনার নিকট থেকে কেবল জমি ক্রয় করেছি, স্বর্ণ ক্রয় করিনি। জমি বিক্রেতা বলল, আমি তো আপনার কাছে জমি এবং এর মধ্যে যা আছে সবই বিক্রি করেছি। তখন উভয়ে মীমাংসার জন্য তৃতীয় এক ব্যক্তির কাছে গেল। মীমাংসাকারী উভয়কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি কোন সন্তান-সন্ততি আছে ? একজন বলল, আমার এক ছেলে আছে। অন্যজন বলল, আমার এক মেয়ে আছে। তখন মীমাংসাকারী বললেন ঃ ছেলেকে মেয়ের সাথে বিয়ে দাও এবং তাদের উভয়ের জন্য এই সম্পদ খরচ কর। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٢٧- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ : « كَانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ

www.BANGLAKITAB.com

لِصَاحِبَتِهَا : إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ ، وَقَالَتْ الْأُخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ ، فَتَحَاكَمَا إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخْبَرَتَاهُ ، فَقَالَ : ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا فَقَالَتْ الصُّغْرَى : لَا تَفْعَلْ ، رَحِمَكَ اللَّهُ ، هُوَ ابْنُهَا. فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮২৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ পূর্ব যুগে দু'জন স্ত্রীলোক ছিল। তাদের সাথে তাদের সন্তানও ছিল। একটি বাঘ এসে তাদের একজনের সন্তানকে নিয়ে গেল। যার সন্তান বাঘে নিয়ে গেল সে অপর স্ত্রীলোকটিকে বলল, তোমার সন্তানকেই বাঘে নিয়েছে। অপর জন বলল, বরং তোমার সন্তানকেই বাঘে নিয়েছে। তারা উভয়ে মীমাংসার জন্য হযরত দাউদ (আ.)-এর কাছে গেল। তিনি বড় স্ত্রীলোকটির পক্ষে রায় দিলেন। অতঃপর তারা উভয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে হযরত সুলাইমান ইব্ন দাউদ (আ.) কাছে এসে তাঁকে ঘটনাটি বলল। তিনি তাঁর সংগীদের বললেন ঃ ছুটি নিয়ে এস, আমি এই বাচ্চাটিকে কেটে দু'জনকে ভাগ করে দেব। একথা শুনে ছোট স্ত্রীলোকটি বলল, আল্লাহ আপনার প্রতি অনুগ্রহ করুন; এরূপ করবেন না। শিশুটি তারই। (তাই তাকেই দিয়ে দিন)। এ সময়ে বড় স্ত্রীলোকটি চুপ করে ছিল। তাই তিনি ছোট স্ত্রীলোকটির পক্ষে রায় দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٢٨- وَعَنْ مِرْدَاسٍ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ ، وَتَبْقَى حُثَالَةٌ كَحُثَالَةِ الشَّعِيرِ أَوْ التَّمْرِ لَا يُبَالِيهِمُ اللَّهُ بَالَةً » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৮২৮. হযরত মিদ্‌রাস আল-আসলামী (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ নেক্‌কার লোকেরা একের পর এক মৃত্যুবরণ করতে থাকবে এবং যবের ভূষি অথবা খেজুরের ছালের ন্যায় অপদার্থ ও অকেজো লোকেরা বেঁচে থাকবে। আল্লাহ তাদের কোন পরোয়াই করবেন না। (বুখারী)

١٨٢٩- وَعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَا تَعُدُّونَ أَهْلَ بَدْرٍ فِيكُمْ ؟ قَالَ : « مِنْ أَفْضَلِ الْمُسْلِمِينَ » أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا. قَالَ : « وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

www.BANGLAKITAB.com

১৮২৯. হযরত রিফা'আ ইব্ন রাফি' আয-যুরাকী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা হযরত জিব্‌রীল (আ.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন ঃ আপনাদের মধ্যে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী লোকদের মর্যাদা কিরূপ ? তিনি বললেন ঃ তাঁরা মুসলমানের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) তিনি অনুরূপ অর্থবোধক অন্য কোন কথা বলেছেন। হযরত জিব্‌রীল (আ.) বললেন ঃ অনুরূপভাবে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ফিরিশ্‌তাদের মর্যাদাও অন্য সব ফেরেশ্‌তার ঊর্ধ্বে। (বুখারী)

١٨٣٠- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « إِذَا أَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ثُمَّ بُعِثُوْا عَلَى أَعْمَالِهِمْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮৩০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন জাতির উপর আযাব ও গযব নাযিল করেন, তখন তাদের প্রতিটি লোক ঐ আযাবে নিঃপতিত হয়। কিয়ামতের দিন এসব লোককে তাদের কার্যকলাপসহ উঠানো হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٣١- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ جِذْعٌ يَقُوْمُ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ يَعْنِيْ فِيْ الْخُطْبَةِ فَلَمَّا وُضِعَ الْمِنْبَرُ سَمِعْنَا لِلْجِذْعِ مِثْلَ صَوْتِ الْعِشَارِ حَتَّى نَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ فَسَكَنَ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ : فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ الَّتِيْ كَانَ يَخْطُبُ عِنْدَهَا حَتَّى كَادَتْ أَنْ تَنْشَقَّ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ : فَصَاحَتْ صِيَاحَ الصَّبِيِّ ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَخَذَهَا فَضَمَّهَا إِلَيْهِ فَجَعَلَتْ تَئِنُّ أَنِيْنَ الصَّبِيِّ الَّذِيْ يُسَكَّتُ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ ، قَالَ : « بَكَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৮৩১. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মসজিদে নববীতে খেজুর গাছের একটি খুঁটি ছিল। তাতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (শুক্রবারে জুমু'আর) খুত্‌বা দিতেন। যখন মিম্বার তৈরী করে স্থাপন করা হল, তখন আমরা উক্ত গাছ থেকে গর্ভবতী উটের মত বেদনাদায়ক শব্দ শুনতে পেলাম। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বার থেকে নেমে এসে সেটির উপর নিজের হাত মুবারক রাখলেন। তখন তার আওয়াজ থেমে গেল। অন্য বর্ণনায় আছে ঃ শুক্রবার আসলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমু'আর খুত্‌বা দিতে মিম্বারে উঠলেন। তখন খেজুরের খুঁটিটা চিৎকার শুরু করে দিল। এমনকি তা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হল। এই খুঁটির পাশে দাঁড়িয়েই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.BANGLAKITAB.com

ওয়া সাল্লাম খুত্‌বা দিতেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ ঐ খুঁটি ছোট বাচ্চার মত চিৎকার করে কান্না শুরু করে দিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বার থেকে নেমে এসে খুঁটিটিকে ধরলেন। সেটা পুনরায় এমন সব শিশুদের মত কাঁদতে লাগল যাদেরকে সান্তনা দিয়ে থামানো যায়। অবশেষে তার ক্রন্দন থামল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ গাছটি এ জন্য কাঁদছিল যে, সে এতদিন যে আলোচনা শুনে আসছিল তা থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল। (বুখারী)

١٨٣٢- وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ جُرْثُوْمِ بْنِ نَاشِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوْهَا وَحَدَّ حُدُوْدًا فَلاَ تَعْتَدُوْهَا وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلاَ تَنْتَهِكُوْهَا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلاَ تَبْحَثُوْا عَنْهَا » حَدِيْثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ.

১৮৩২. হযরত আবু সা'লাবা আল-খুশানী জুরসূম ইব্‌ন নাশির (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি কতগুলো বিষয় ফরয করেছেন। তা নষ্ট করো না; কতগুলো সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তা লংঘন করো না; কতগুলো জিনিস হারাম করেছেন, সেগুলো মধ্যে লিপ্ত হয়ে পাপ করো না। আর তোমাদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে কতগুলো জিনিষ সম্পর্কে ইচ্ছা করেই নীরব রয়েছেন, সেগুলো নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়ো না। (দারু কুতনী)

١٨٣٣- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ وَفِي رِوَايَةٍ : نَأْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮৩৩. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবু আউফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাতটি গাযওয়ায় (যুদ্ধে) অংশগ্রহণ করেছি। এই সময়ে আমরা টিডিড ধরে খেয়েছি। অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ আমরা তাঁর সাথে টিডিড খেতাম। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٣٤- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮৩৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "মু'মিন ব্যক্তিকে একই গর্ত থেকে দু'বার দংশন করা যায় না"। (বুখারী ও মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

١٨٣٥- وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ : رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلاَةِ يَمْنَعُهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيْلِ ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً سِلْعَةً بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَحَلَفَ بِاللّٰهِ لأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا ، فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذٰلِكَ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لاَ يُبَايِعُهُ إِلاَّ لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮৩৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তিন ধরনের লোকের সাথে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের প্রতি তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক শাস্তি। তারা হল ঃ যে ব্যক্তির মালিকানাধীন বিস্তীর্ণ প্রান্তরে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি রয়েছে, কিন্তু সে তা পথিক-মুসাফিরদের ব্যবহার করতে দেয় না। যে ব্যক্তি আসরের নামাযের পর কোন ব্যক্তির কাছে তার পণ্যদ্রব্য বিক্রি করতে গিয়ে আল্লাহর নামে কসম করে বলল, আমি এগুলো এত এত মূল্যে ক্রম করেছি। ক্রেতা তা বিশ্বাস করল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে তা উক্ত মূল্যে ক্রয় করেনি। (মিথ্যা কসম করেছে)। আর যে ব্যক্তি ইমামের কাছে শুধুমাত্র পার্থিব সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য বাই'আত গ্রহণ করল। যদি ইমাম তাকে কিছু পার্থিব স্বার্থ প্রদান করে তবে অনুগত থাকে আর না দিলে অনুগত থাকে না। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٣٦- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُوْنَ » قَالُوْا : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَرْبَعُوْنَ يَوْمًا ؟ قَالَ : أَبَيْتُ ، قَالُوْا : أَرْبَعُوْنَ سَنَةً ؟ قَالَ : أَبَيْتُ. قَالُوْا : أَرْبَعُوْنَ شَهْرًا ؟ قَالَ : أَبَيْتُ « وَيَبْلَى كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْإِنْسَانِ إِلاَّ عَجْبَ الذَّنَبِ فِيْهِ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ ثُمَّ يُنَزِّلُ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ، فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮৩৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ শিঙ্গার দু'টি ফুৎকারের মাঝে চল্লিশের ব্যবধান হবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ হে আবু হুরায়রা! চল্লিশ দিনের ব্যবধান ? তিনি বললেন, আমি অস্বীকার করলাম। লোকেরা বলল, তাহলে কি চল্লিশ বছর? তিনি বললেনঃ আমি অস্বীকার করলাম। লোকজন আবারও বলল, তাহলে কি চল্লিশ মাস? তিনি বললেন, এবারও আমি অস্বীকার করলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেনঃ মানুষের দেহের সব কিছু জরাজীর্ণ হয়ে যায় কিন্তু নিতম্বের হাড় নষ্ট হয় না। মানুষকে তার সাথে বিন্যাস করা হবে। এরপর আল্লাহ বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। ফলে মানুষ উদ্ভিদের মত গজিয়ে উঠবে। (বুখারী ও মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

١٨٣٧- وَعَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ فِيْ مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ ، جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ : مَتَى السَّاعَةُ ؟ فَمَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحَدِّثُ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : سَمِعَ مَا قَالَ ، فَكَرِهَ مَا قَالَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ لَمْ يَسْمَعْ ، حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيْثَهُ قَالَ : « أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ ؟ » قَالَ : هَا أَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ. قَالَ : « إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ » قَالَ : كَيْفَ إِضَاعَتُهَا ؟ قَالَ : إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৮৩৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক মজলিসে লোকদের সাথে কথা বলছিলেন। এমন সময় এক বেদুঈন এসে জিজ্ঞেস করল, কিয়ামত কখন হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিরতি না দিয়ে কথা বলেই চললেন। উপস্থিত লোকদের কেউ কেউ বলতে লাগল, লোকটির কথা তিনি শুনেছেন কিন্তু অপছন্দ করেছেন। কেউ কেউ বলল, তার কথা তিনি আদৌ শুনেননি। অবশেষে কথা বলা শেষ করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়? সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি সেই লোক। তিনি বললেন ঃ যখন আমানত নষ্ট করে দেয়া হবে তখন কিয়ামতের জন্য অপেক্ষা কর। প্রশ্নকারী বলল, আমানত নষ্ট করে দেয়ার অর্থ কি? তিনি বললেন ঃ যখন অনুপযুক্ত লোককে সরকারী কাজের দায়িত্ব দেয়া হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা কর। (বুখারী)

١٨٣٨- وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « يُصَلُّوْنَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوْا فَلَكُمْ وَإِنْ أَخْطَؤُوْا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৮৩৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সরকারী নেতারা তোমাদের নামায পড়াবেন। যদি ঠিক মত পড়ায় তবে তারাও সাওয়াব পাবে তোমরাও সাওয়াব পাবে। আর যদি ভুল পড়ায় তবে তোমার সাওয়াব পাবে, কিন্তু তারা গুনাহগার হবে। (বুখারী)

١٨٣٩- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) قَالَ : خَيْرَ النَّاسِ لِلنَّاسِ يَأْتُوْنَ بِهِمْ فِيْ السَّلَاسِلِ فِيْ أَعْنَاقِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوْا فِيْ الْإِسْلَامِ.

১৮৩৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ "তোমরা সর্বোত্তম উম্মাত। তোমাদেরকে মানবজাতির হেদায়েতের জন্য কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে"।

www.BANGLAKITAB.com

লোকদের জন্য উত্তম সেই ব্যক্তি যে লোকদের ঘাড়ে শিকল পরিয়ে নিয়ে আসে আর শেষ পর্যন্ত তারা ইসলামে প্রবেশ করে। (বুখারী).

١٨٤٠- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « عَجِبَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَوْمٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ فِيْ السَّلاَسِلِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৮৪০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সা.) বলেছেন ঃ মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ এমন একদল লোকের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন যারা শৃঙ্খল পরিহিত অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে। (বুখারী)

١٨٤١- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « أَحَبُّ الْبِلاَدِ إِلَى اللّٰهِ مَسَاجِدُهَا ، وَأَبْغَضُ الْبِلاَدِ إِلَى اللّٰهِ أَسْوَاقُهَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮৪১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সা.) বলেছেন ঃ "শহরের মধ্যে মসজিদের স্থানগুলো আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে প্রিয়। আর শহরের মধ্যে বাজারের স্থানগুলো আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি ঘৃণিত"। (মুসলিম)

١٨٤٢- وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ قَالَ : لاَ تَكُوْنَنَّ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوْقَ وَلاَ آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ وَبِهَا يَنْصِبُ رَايَتَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮৪২. হযরত সালমান ফারসী (রা.) নিজের কথা হল ঃ যদি তোমাদের পক্ষে সম্ভব হয় তবে বাজারে প্রথম প্রবেশকারী এবং সর্বশেষ প্রস্থানকারী হয়ো না। কেনান বাজার শয়তানের যুদ্ধক্ষেত্র। শয়তান এখানে তার পতাকা উত্তোলন করে রাখে। (মুসলিম)

١٨٤٣- وَعَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ ، قَالَ : « وَلَكَ » قَالَ عَاصِمٌ : فَقُلْتُ لَهُ : أَسْتَغْفَرَ لَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَلَكَ ، ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ : " وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ، وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ " (محمد : ١٩) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮৪৩. হযরত আসিম আল-আহ্‌ওয়াল ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন সারজিস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আল্লাহ আপনার গোনাহ মাফ করে দিন। তিনি বললেন ঃ তোমার গুনাহও। আসিম (রা.) বলেন, আমি তাকে (আবদুল্লাহ) বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি

www.BANGLAKITAB.com

আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ তোমার জন্যও তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ "আর ক্ষমা প্রার্থনা কর নিজের জন্য এবং মু'মিন পুরুষ ও নারীদের জন্য"। (সূরা মুহাম্মদ ঃ ১৯)। (মুসলিম)

١٨٤٤- وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى : إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৮৪৪. হযরত মাসউদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ পূর্ববর্তী নবীদের উপদেশগুলোর মধ্যে যা মানুষের কাছে পৌঁছছে তা হল ঃ "লজ্জা-শরম না থাকলে যা ইচ্ছা তাই কর"। (বুখারী)

١٨٤٥- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮৪৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম মানুষের যে অপরাধের বিচার করা হবে তাহল খুন ও হত্যা। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٤٦- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : « خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮৪৬. হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ফিরিশ্‌তাদেরকে নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। জিন্‌দেরকে আগুনের শিখা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর আদমকে সেই জিনিস দ্বারা তৈরি করা হয়েছে যা তোমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে। (মুসলিম)

١٨٤٧- وَعَنْهَا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ « كَانَ خُلُقُ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ الْقُرْآنَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي جُمْلَةِ حَدِيثٍ طَوِيلٍ.

১৮৪৭. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত)। তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্বভাব চরিত্র ও আচার-ব্যবহার ছিল কুরআনের বাস্তব নমুনা। ইমাম মুসলিম দীর্ঘ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٨٤٨- وَعَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ أَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ » فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ ،

www.BANGLAKITAB.com

أَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ ؟ فَكُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ ! قَالَ : « لَيْسَ كَذَلِكَ ، وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللّٰهِ وَرِضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ أَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ ، فَأَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ. وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللّٰهِ وَسَخَطِهِ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ ، وَكَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮৪৮. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত লাভ করা পছন্দ করে, আল্লাহ্‌ও তার সাথে সাক্ষাত পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত লাভ পছন্দ করে না আল্লাহ্‌ও তার সাথে সাক্ষাত পছন্দ করেন না। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর অর্থ কি মৃত্যুকে অপছন্দ করা? যদি তাই হয় তা আমাদের সবাই তো মৃত্যুকে অপছন্দ করে। তিনি বললেন ঃ না, এর অর্থ তা নয়। বরং মু'মিন ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র রহমত, সন্তুষ্টি ও তাঁর বেহেশতের সুসংবাদ দেয়া হয়; তখন সে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত লাভকে খুবই পছন্দ করে। আর তাই আল্লাহ্‌ও তার সাক্ষাত পছন্দ করেন। পক্ষান্তরে কাফির ব্যক্তিকে যখন আল্লাহ্‌র আযাব ও তাঁর অসন্তুষ্টির সুসংবাদ দেয়া হয়, সে তখন আল্লাহ্‌ সাক্ষাত লাভকে অপছন্দ করে। আর তাই আল্লাহ্‌ও তার সাথে সাক্ষাতকে অপছন্দ করেন। (মুসলিম)

١٨٤٩- وَعَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُوْرُهُ لَيْلاً فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ لِأَنْقَلِبَ ، فَقَامَ مَعِيْ لِيَقْلِبَنِيْ ، فَمَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ ﷺ أَسْرَعَا. فَقَالَ ﷺ : « عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ » فَقَالاَ : سُبْحَانَ اللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! فَقَالَ : « إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِيْ مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ. وَإِنِّيْ خَشِيْتُ أَنْ يَقْذِفَ فِيْ قُلُوْبِكُمَا شَرًّا أَوْ قَالَ شَيْئًا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮৪৯. হযরত উম্মুল মু'মিনীন সাফিয়া বিনতে হুয়াই (ইবন আখতাব) (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইতিকাফ করছিলেন। আমি (একদিন) রাতে তাঁর সাথে সাক্ষাত করার জন্য গেলাম। তাঁর সাথে কথাবার্তা বলে ফিরে আসার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। তিনিও আমাকে কিছু দূর এগিয়ে দেয়ার জন্য সাথে আসলেন। ইতিমধ্যে দু'জন আনসার ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখে তারা তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছিল। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ একটু দাঁড়াও। (তারপরে বললেন ঃ) এ হল (আমার স্ত্রী) সাফিয়া বিনতে হুয়াই।

www.BANGLAKITAB.com

তারা বলে উঠল, সুবহান আল্লাহ! (আল্লাহ্ মহা পবিত্র)! ইয়া রাসূলাল্লাহ! (আপনি এ কি বললেন!) তিনি বললেন ঃ শয়তান আদম সন্তানের রক্ত নালীতে পর্যন্ত চলাচল করতে পারে। আমার আশংকা হল, হয়তো শয়তান চলাচল করে তোমাদের মনে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করে দেবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٥٠- وَعَنْ أَبِي الْفَضْلِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَلَزِمْتُ أَنَا وَأَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ نُفَارِقْهُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ فَلَمَّا الْتَقَى الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ وَلَّى الْمُسْلِمُوْنَ مُدْبِرِيْنَ فَطَفِقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْكُضُ بَغْلَتَهُ قِبَلَ الْكُفَّارِ ، وَأَنَا آخِذٌ بِلِجَامِ بَغْلَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَكُفُّهَا إِرَادَةَ أَنْ لَا تُسْرِعَ وَأَبُوْ سُفْيَانَ آخِذٌ بِرِكَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « أَيْ عَبَّاسُ نَادِ أَصْحَابَ السَّمُرَةِ » قَالَ الْعَبَّاسُ ، وَكَانَ رَجُلاً صَيِّتًا : فَقُلْتُ بِأَعْلَى صَوْتِيْ : أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ ، فَوَاللّٰهِ لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ حِيْنَ سَمِعُوْا صَوْتِيْ عَطْفَةُ الْبَقَرِ عَلَى أَوْلَادِهَا ، فَقَالُوْا : يَا لَبَّيْكَ يَا لَبَّيْكَ ، فَاقْتَتَلُوْا هُمْ وَالْكُفَّارُ ، وَالدَّعْوَةُ فِي الْأَنْصَارِ يَقُوْلُوْنَ : يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، ثُمَّ قُصِرَتِ الدَّعْوَةُ عَلَى بَنِي الْحَارِثِ ابْنِ الْخَزْرَجِ ، فَنَظَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ كَالْمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا إِلَى قِتَالِهِمْ فَقَالَ : « هٰذَا حِيْنَ حَمِيَ الْوَطِيْسُ » ثُمَّ أَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَصَيَاتٍ ، فَرَمَى بِهِنَّ وُجُوْهَ الْكُفَّارِ ثُمَّ قَالَ : « انْهَزَمُوْا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ » ، فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا الْقِتَالُ عَلَى هَيْئَتِهِ فِيْمَا أَرَى ، فَوَاللّٰهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَمَاهُمْ بِحَصَيَاتِهِ ، فَمَا زِلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كَلِيْلاً ، وَأَمْرَهُمْ مُدْبِرًا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮৫০. হযরত আবুল ফযল আব্বাস ইব্ন মুত্তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি হুনাইনের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। আমি এবং আবু সুফিয়ান ইব্ন হারিস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাথে ছিলাম। আমরা তাঁর থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন হয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর খচ্চরকে কাফিরদের দিকে হাঁকিয়ে নিতে থাকলেন। আমি রাসূলুল্লাহ

www.BANGLAKITAB.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খচ্চরের লাগাম টেনে ধরে বাধা দিচ্ছিলাম যাতে খচ্চরটি দ্রুত অগ্রসর হতে না পারে। হযরত আবু সুফিয়ান (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খচ্চরের রিকার ধরে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হে আব্বাস! বায়'আতে বিদ্ওয়ানে অংশগ্রহণকারীদেরক ডাক। হযরত আব্বাস (রা.) ছিলেন উচ্চ কণ্ঠের অধিকারী। তিনি বললেন, আমি খুব উচ্চস্বরে এই বলে ডাকলাম। বায়'আতে রিদওয়ানে অংশ গ্রহণকারীগণ কোথায়? আল্লাহ্র শপথ! আমার আহ্বান শোনার পর তাবেদ বাৎসল্য ও মমত্ব এমনভাবে সাড়া দিল যেমন গাভী তার সদ্য প্রসূত বাচ্চার প্রতি সাড়া দেয়। তারা সাড়া দিয়ে বলল ঃ আমরা হাযির আছি, আমরা হাযির আছি। তারা কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হল। এ সময় সবাই আনসারদেরকেও এই বলে আহ্বান জানাচ্ছিল, হে আনসারগণ! হে আনসারগণ! এরপর শুধু বনী হারিস ইব্ন খায়রাজকে আহ্বান জানানো হয়। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর খচ্চরের উপর থেকে ঘাড় উঁচু করে যুদ্ধের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে বললেন ঃ এই সময় তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু পাথরের টুক্রা উঠিয়ে কাফিরদের দিকে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন ঃ মুহাম্মদের প্রভূর কসম। তারা পরাজিত হবে। এই সময় যুদ্ধের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলাম। দেখলাম যুদ্ধ আগের মতই চলছে। তবে আল্লাহ্র কসম! তিনি যখনই তাদের প্রতি পাথরের টুকরোগুলো নিক্ষেপ করলেন, তখন আমি দেখলাম তাদের আক্রমণের প্রচণ্ডতা ঝিমিয়ে পড়ল এবং পরিণামে পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল। (মুসলিম)

١٨٥١- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا ، وَإِنَّ اللّٰهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ ، فَقَالَ تَعَالَى : (يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا) (يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ أٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ : يَا رَبِّ يَا رَبِّ ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذٰلِكَ ! ؟ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮৫১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ হে মানবমণ্ডলী! আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র হালাল জিনিস ছাড়া অন্য কিছু কবুল করেন না। আল্লাহ রাসূলদেরকে যে হুকুম দিয়েছেন মু'মিনদেরকেও সেই হুকুম দিয়েছেন। বলেছেন ঃ "হে রাসূলগণ! পবিত্র জিনিস খাও এবং নেক কাজ কর। তোমরা যা কিছুই করা আমি তা ভালভাবেই জানি"। (সূরা মু'মিনূনঃ) আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেছেনঃ "হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে পবিত্ররিযিক দিয়েছি তা খাও"। (সূরা বাকারাঃ ১৭২)।

www.BANGLAKITAB.com

অতঃপর তিনি এমন এক লোক সম্পর্কে আলোচনা করলেন ঃ যে দীর্ঘ পথ সফর করেছে। ফলে তার অবস্থা হয়েছে উসকু খুসকু ও ধূলামলিন। এমতাবস্থায় সে তার হাত দু'খানি আকাশের দিকে প্রসারিত করে, হে প্রভু! হে প্রভু! বলতে থাকে। অথচ সে যা খায় তা হারাম, যা পান করে তাও হারাম, যা পরিধান করে তাও হারাম। এক কথায় তার জীবন ধারণের সব কিছুই হারাম। সুতরাং কিভাবে তার দু'আ কবুল হতে পারে? (মুসলিম)

١٨٥٢- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « ثَلاَثَةٌ لاَيُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ: شَيْخٌ زَانٍ ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮৫২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তিন ধরণের লোকের সাথে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবে না, তাদের প্রতি তাকাবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। তারা হল, বৃদ্ধ যিনাকারী, মিথ্যাবাদী রাষ্ট্রনায়ক এবং অহংকারী দরিদ্র। (মুসলিম)

١٨٥٣- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالْفُرَاتُ وَالنِّيْلُ كُلٌّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮৫৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সাইহান (সিহুন), জাইহান (জিহুন), ফোরাত (ইউফ্রেটিস) ও নীল এই চারটি জান্নাতের নদী। (মুসলিম)

١٨٥٤- وَعَنْهُ قَالَ أَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِيْ فَقَالَ : « خَلَقَ اللّٰهُ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ وَخَلَقَ فِيْهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْأَحَدِ وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الْاَثْنَيْنِ ، وَخَلَقَ الْمَكْرُوْهَ يَوْمَ الثُّلاَثَاءِ وَخَلَقَ النُّوْرَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ ، وَبَثَّ فِيْهَ الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيْسِ وَخَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِيْ آخِرِ الْخَلْقِ فِيْ آخِرِ سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ فِيْمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮৫৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার হাত ধরে বললেন ঃ আল্লাহ শনিবার দিন মাটি সৃষ্টি করেছেন, রবিবার দিন পাহাড় পর্বত সৃষ্টি করেছেন, সোমবার দিন গাছপালা সৃষ্টি করেছেন, মঙ্গলবার দিন খারাপ জিনিসসমূহ সৃষ্টি করেছেন, বুধবার দিন নূর (আলো) সৃষ্টি করেছেন, বৃহস্পতিবার দিন জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টির শেষদিকে শুক্রবার দিন শেষ প্রহরে আসর ও সন্ধ্যার মধ্যবর্তী সময়ে হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেছেন। (মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

١٨٥٥- وَعَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : « لَقَدِ انْقَطَعَتْ فِي يَدِي يَوْمَ مُؤْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ فَمَا بَقِيَ فِي يَدِي إِلاَّ صَفِيْحَةٌ يَمَانِيَّةٌ » ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৮৫৫. হযরত আবু সুলাইমান খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ মুতার যুদ্ধের দিন আমার হাতে নয়খানা তরবারি ভেঙ্গে যায়। সবশেষে আমার হাতে শুধুমাত্র একখান ইয়ামানী তারবারি অবশিষ্ট ছিল। (বুখারী)

١٨٥٦- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِنْ حَكَمَ وَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮৫৬. হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ কোন বিচারক ফায়সালা দেওয়ার ব্যাপারে ইজতিহাদ বা গবেষণা করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলে তাকে দু'টি সাওয়াব দেয়া হয়। আর ইজতিহাদ বা গবেষণা করে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হলে একটি সাওয়াব দেয়া হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٥٧- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوْهَا بِالْمَاءِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮৫৭. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "জ্বর জাহান্নামের প্রচন্ড উত্তাপের অংশ বিশেষ। তোমরা পানি দিয়ে তা ঠাণ্ডা কর"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٥٨- وَعَنْهَا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮৫৮. হযরত আয়েশা (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ফরয রোযা কাযা রেখে মারা গেল তার পক্ষ থেকে তার ওয়ারিস বা অভিভাবক সে রোযা আদায় করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٥٩- وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الطُّفَيْلِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا حُدِّثَتْ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ فِي بَيْعٍ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا : وَاللّٰهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ أَوْ لَأَحْجُرَنَّ

www.BANGLAKITAB.com

عَلَيْهَا ، قَالَتْ : أَهُوَ قَالَ هٰذَا ؟ قَالُوْا : نَعَمْ ، قَالَتْ : هُوَ لِلّٰهِ عَلَىَّ نَذْرُ أَنْ لاَأُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَبَدًا ، فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَيْهَا حِيْنَ طَالَتِ الْهِجْرَةُ ، فَقَالَتْ : لاَ وَاللّٰهِ لاَ أُشَفِّعُ فِيْهِ أَبَدًا ، وَلاَ أَتَحَنَّثُ إِلَى نَذْرِىْ فَلَمَّا طَالَ ذٰلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ كَلَّمَ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ ، وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوْثَ وَقَالَ لَهُمَا : أَنْشُدُ كُمَا اللّٰهَ لَمَا أَدْخَلْتُمَانِىْ عَلَى عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا ، فَإِنَّهَا لاَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْذِرَ قَطِيْعَتِىْ فَأَقْبَلَ بِهِ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَتَّى اسْتَأْذَنَا عَلَى عَائِشَةَ فَقَالاَ : اَلسَّلاَمُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ ، أَنَدْخُلُ ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ : اُدْخُلُوْا . قَالُوْا : كُلُّنَا ؟ قَالَتْ : نَعَمْ اُدْخُلُوْا كُلُّكُمْ ، وَلاَ تَعْلَمُ أَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الزُّبَيْرِ فَلَمَّا دَخَلُوْا ، دَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحِجَابَ ، فَاعْتَنَقَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا ، وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا وَيَبْكِىْ وَطَفِقَ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ يُنَاشِدَانِهَا إِلاَّ كَلَّمَتْهُ وَقَبِلَتْ مِنْهُ وَيَقُوْلاَنِ : إِنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى عَمَّا قَدْ عَلِمْتِ مِنَ الْهِجْرَةِ ، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ فَلَمَّا أَكْثَرُوْا عَلَى عَائِشَةَ مِنَ التَّذْكِرَةِ وَالتَّحْرِيْجِ طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمَا وَتَبْكِىْ وَتَقُوْلُ : إِنِّىْ نَذَرْتُ وَالنَّذْرُ شَدِيْدٌ ، فَلَمْ يَزَالاَ بِهَا حَتَّى كَلَّمَتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَأَعْتَقَتْ فِىْ نَذْرِهَا ذٰلِكَ أَرْبَعِيْنَ رَقَبَةً ، وَكَانَتْ تَذْكُرُ نَذْرَهَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَتَبْكِىْ حَتَّى تَبُلَّ دُمُوْعُهَا خِمَارَهَا .

رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ .

১৮৫৯. হযরত আওফ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন তোফায়েল (রা.) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা.)-কে অবহিত করা হলো যে তাঁর কোন জিনিস বিক্রির ব্যাপারে কিংবা তিনি আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়েরকে যে উপহার দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়ের (রা.) বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! আয়েশাকে এ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। তা না হলে আমি তাকে এভাবে অর্থ খরচ করতে বাধা দেব। একথা শুনে হযরত আয়েশা (রা.) বললেন ঃ সত্যই কি সে একথা বলেছে? লোকজন বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র নামে আমি কসম করলাম, আমি কখনও আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়েরের সাথে কথা বলব না। যখন দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের উভয়ের মধ্যে কথাবার্তা বন্ধ থাকল, তখন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়ের (রা.) তাঁর কাছে সুপারিশ করতে লোক পাঠালেন। কিন্তু হযরত আয়েশা (রা.) বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! আমি

www.BANGLAKITAB.com

তাঁর ব্যাপারে কোন সুপারিশ গ্রহণ করব না এবং আমর মানতও ভংগ করব না। আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়েরের (রা.) কাছে বিষয়টা যখন কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল, তখন তিনি মিস্ওয়ার ইব্ন মাখরামা ও আবদুর রহমান ইব্ন আসওয়াদ ইব্ন আবদ ইয়াগুসের সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করলেন। তিনি তাঁদেরকে বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্র কসম করে বলছি, তোমরা আমাকে হযরত আয়েশা (রা.) কাছে নিয়ে চল। কেননা তাঁর জন্য এটা জায়িয নয় যে, আমার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার শপথ করে বসে থাকবেন। মিস্ওয়ার ও আবদুর রহমান তাঁকে (চাদরের মধ্যে লুকিয়ে) আয়েশার বাড়িতে গেলেন। তাঁরা আয়েশার নিকট ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চেয়ে বললেন, "আস্সালামু আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু" আমরা কি ভিতরে প্রবেশ করতে পারি? হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, আসুন। তাঁরা বললেন, আমরা সবাইকি আসব? তিনি বললেন, হ্যাঁ সবাই আসুন। তিনি জানতেন না যে, তাদের সাথে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়েরও আছেন। তাঁরা ভিতরে প্রবেশ করলে আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়ের (রা.) ভিতরে হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে চলে গেলেন এবং তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে কসম দিয়ে দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। মিস্ওয়ার এবং আবদুর রহমানও তাঁকে কসম দিয়ে তাঁর সাথে কথা বলতে অনুরোধ করলেন এবং তাঁর ত্রুটি মাফ করে দিতে বললেন। তাঁরা বললেন, আপনার জানা আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম "আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, কোন মুসলমানের জন্য তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশী সালাম কালাম বন্ধ রাখা জায়েয নয়"। যখন তাঁরা উভয়ে আয়েশাকে বারবার আত্মীয়তার পবিত্র বন্ধনের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন এবং পীড়াপীড়ি করছিলেন, তখন তিনিও তাদেরকে আত্মীয়তার বন্ধনের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে লাগলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। তিনি বললেন ঃ আমি শক্ত মানত মেনেছি। কিন্তু তাঁরা উভয়ে তাঁকে অনুরোধ করতে থাকলেন। পরিশেষে তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়েরের সাথে কথা বললেন। তিনি তাঁর এই শপথ ভংগের জন্য চল্লিশটি ক্রীতদাসকে আযাদ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি মানতের কথা মনে করে এত কাঁদতেন যে, তার ওড়না চোখের পানিতে ভিজে যেত। (বুখারী)

١٨٦٠- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى قَتْلَى أُحُدٍ فَصَلَّى عَلَيْهِمْ بَعْدَ ثَمَانِ سِنِيْنَ كَالْمُوَدِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ ثُمَّ طَلَعَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : إِنِّيْ بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ فَرَطٌ وَأَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ وَإِنِّيْ لَأَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَقَامِيْ هٰذَا ، أَلَا وَإِنِّيْ لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوْا ، وَلٰكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوْهَا » قَالَ : فَكَانَتْ آخِرَ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮৬০. হযরত উক্বা ইব্ন আমের (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহুদ যুদ্ধের শহীদানদের কবর যিয়ারত করতে গেলেন। তিনি আট বছর পর

www.BANGLAKITAB.com

তাঁদের জন্য এমনভাবে দু'আ করলেন যেমন জীবিত লোকেরা মৃতকে দাফন করে প্রস্থান করে। অতঃপর তিনি এসে মিম্বারে উঠে বললেন ঃ আমি তোমাদের অগ্রবর্তী, আমি তোমাদের পক্ষে সাক্ষী হব এবং তোমাদের সাথে প্রতিশ্রুতি থাকল 'কাউসার' নামক ঝর্ণাধারার পাশে তোমাদের সাথে আবার সাক্ষাত হবে। আমি এখন এখান থেকে তা দেখতে পাচ্ছি। আমি তোমাদের ব্যাপারে এ আশংকা করি না যে, তোমরা পুনরায় শির্‌কে লিপ্ত হবে। বরং আমার ভয় হচ্ছে তোমরা দুনিয়ার ভোগ-লালসায় লিপ্ত হয়ে পড়বে। উক্‌বা ইব্‌ন আমের (রা.) বলেন ঃ আমি এ সময়ই শেষ বারের মত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছিলাম। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٦١- وَعَنْ أَبِي زَيْدٍ عَمْرِو بْنِ أَخْطَبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْفَجْرَ ، وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ ، فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهْرُ فَنَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَخْبَرَنَا مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮৬১. হযরত আবু যায়িদ আমর ইব্‌ন আখ্‌তাব আল-আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে ফযরের নামায পড়ালেন। তারপর মিম্বারে উঠে আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করলেন। এভাবে যুহরের সময় হয়ে গেল। মিম্বার থেকে নেমে তিনি যুহরের নামায পড়লেন। তারপর মিম্বারে উঠে আবার বক্তৃতা করতে লাগলেন। এভাবে আসরের সময় হয়ে গেল। মিম্বার থেকে নেমে তিনি আসরের নামায পড়লেন। পুনরায় তিনি মিম্বারে উঠে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বক্তৃতা করলেন। বিশ্বে যা কিছু ঘটে গেছে এবং যা কিছু ঘটবে এ সম্পর্কে তিনি আমাদেরকে অবহিত করলেন। আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী ব্যক্তি এগুলো সবচেয়ে সুন্দরভাবে সংরক্ষণ করতে সক্ষম। (মুসলিম)

١٨٦٢- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ : النَّبِيُّ ﷺ : « مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللّٰهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللّٰهَ فَلَا يَعْصِهِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৮৬২. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য মানত মানল সে যেন তা পূর্ণ করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানী করার জন্য মানত মানল সে যেন তার নাফরমানী না করে"। (বুখারী)

١٨٦٣- وَعَنْ أُمِّ شَرِيْكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ وَقَالَ : « كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

www.BANGLAKITAB.com

১৮৬৩. হযরত উম্মে শারীক (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে গিরগিটি হত্যা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলছেন ঃ "গিরগিটি ইব্‌রাহীমের (আ.) আগুনে ফুঁ দিয়েছিল"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٦٤- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِيْ أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً ، وَمَنْ قَتَلَهَا فِيْ الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً دُوْنَ الْأُوْلَى وَإِنْ قَتَلَهَا فِيْ الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً ».

১৮৬৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতে গিরগিটিকে হত্যা করতে পারল তার জন্য এত এত অধিক সাওয়াব রয়েছে। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় আঘাতে হত্যা করতে পারল তার জন্য এত এত অধিক সাওয়াব রয়েছে; তবে প্রথমটির সমান নয়। যে ব্যক্তি তৃতীয় আঘাতে হত্যা করতে পারল তার জন্যও এত এত বেশি সাওয়াব রয়েছে। অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতেই গিরগিটিকে হত্যা করতে পারল, তার জন্য নেকী লেখা হয় । দ্বিতীয় আঘাতে তার চেয়ে কম এবং তৃতীয় আঘাতে দ্বিতীয় বারের চেয়েও কম সাওয়াব হবে। (মুসলিম)

١٨٦٥- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « قَالَ رَجُلٌ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِيْ يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ : تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ ! فَقَالَ : اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ ، فَوَضَعَهَا فِيْ يَدِ زَانِيَةٍ ، فَأَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ : تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ ! فَقَالَ : اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ؟! لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ ، فَوَضَعَهَا فِيْ يَدِ غَنِيٍّ ، فَأَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ ! فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ، وَعَلَى زَانِيَةٍ ، وَعَلَى غَنِيٍّ! فَأُتِيَ فَقِيْلَ لَهُ : أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ عَنْ زِنَاهَا ، وَأَمَا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَعْتَبِرَ فَيُنْفِقَ مِمَّا آتَاهُ اللّٰهُ » : رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِلَفْظِهِ ، وَمُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ.

www.BANGLAKITAB.com

১৮৬৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি মনস্থির করে বলল, আমি আজ সাদাকা করব। সে তার সাদাকা নিয়ে বের হল এবং চোরের হাতে দিয়ে আসল। এতে লোকজন বলাবলি করতে লাগল, গত রাতে চোরকে সাদাকা দেয়া হয়েছে। সাদাকা প্রদানকারী বলল, হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য; আজ আমি সাদাকা দিব। দ্বিতীয় দিনেও সে সাদাকার অর্থ নিয়ে বের হল এবং এক ব্যভিচারিণীর হাতে দিয়ে আসল। লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, গত রাতে এক যিনাকারিণী সাদাকার জিনিস পেয়েছে। সাদাকাপ্রদানকারী বলল, হে আল্লাহ! এই ব্যভিচাররিণীর জন্য তোমার শোকর আদায় করছি। আমি অবশ্যই আরো সাদাকা-খয়রাত করব। তৃতীয় রাত্রে সে সাদাকা নিয়ে বের হল এবং এক ধনী ব্যক্তিকে দিয়ে আসল। সকাল বেলা লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, গত রাতে এক ধনী ব্যক্তি সাদাকা পেয়েছে। সাদাকা প্রদানকারী বলল, হে আল্লাহ্! তোমার জন্য সকল প্রশংসা। তুমি আমার সাদাকা চোর, ব্যভিচারিণী ও ধনী ব্যক্তিকে দেয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছ। অতএব, ঐ ব্যক্তিকে বলা হল, তুমি চোরকে সাদাকা দিয়েছ সম্ভবত সে চুরি থেকে বিরত থাকবে। তুমি যিনাকারিণীকে সাদাকা দিয়েছ, সম্ভবত সে তার কুকর্ম থেকে বিরত থাকবে। আর ধনী ব্যক্তিকে সাদাকা দিয়েছ আশা করা যায় সে এটা থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে এবং আল্লাহ্ তাকে যে ধন সম্পদ দিয়েছেন তা খরচ করবে। ইমাম বুখারী (র.) উল্লেখিত ভাষায় এবং ইমাম মুসলিম (র.) সমার্থবোধক ভাষায় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٨٦٦- وَعَنْهُ قَالَ : كُنَّ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ دَعْوَةٍ ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ ، فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً وَقَالَ : أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، هَلْ تَدْرُوْنَ مِمَّ ذَاكَ ؟ يَجْمَعُ اللّٰهُ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ ، فَيُبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ ، وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِيْ ، وَتَدْنُوْ مِنْهُمُ الشَّمْسُ : أَلَا تَرَوْنَ إِلَى مَا أَنْتُمْ فِيْهِ إِلَى مَا بَلَغَكُمْ ، أَلَا تَنْظُرُوْنَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ ؟ فَيَقُوْلُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ : أَبُوْكُمْ آدَمُ ، وَيَأْتُوْنَهُ فَيَقُوْلُوْنَ : يَاآدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ ، خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهِ ، وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُوْحِهِ ، وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ ، فَسَجَدُوْا لَكَ وَأَسْكَنَكَ الْجَنَّةَ ، أَلَا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ؟ أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيْهِ ، وَمَا بَلَغَنَا ؟ فَقَالَ : إِنَّ رَبِّيْ غَضِبَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنَّهُ نَهَانِيْ عَنِ الشَّجَرَةِ ، فَعَصَيْتُ ، نَفْسِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ ، اذْهَبُوْا إِلَى غَيْرِيْ ، اذْهَبُوْا إِلَى نُوْحٍ ، فَيَأْتُوْنَ نُوْحًا فَيَقُوْلُوْنَ : يَا نُوْحُ ، أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ ، وَقَدْ سَمَّاكَ اللّٰهُ

www.BANGLAKITAB.com

عَبْدًا شَكُوْرًا ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيْهِ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا بَلَغْنَا أَلاَ تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ؟ فَيَقُوْلُ : إِنَّ رَبِّى غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَمْ يَغْضَبْ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِىْ دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا عَلَى قَوْمِىْ ، نَفْسِىْ نَفْسِىْ نَفْسِىْ ، اذْهَبُوْا إِلَى غَيْرِىْ ، اذْهَبُوْا إِلَى إِبْرَاهِيْمَ. فَيَأْتُوْنَ إِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُوْنَ : يَا إِبْرَاهِيْمُ أَنْتَ نَبِىُّ اللّٰهِ وَخَلِيْلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيْهِ ؟ فَيَقُوْلُ لَهُمْ : إِنَّ رَبِّىْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنِّى كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلاَثَ كَذَبَاتٍ ، نَفْسِىْ نَفْسِىْ نَفْسِىْ ، اذْهَبُوْا إِلَى غَيْرِىْ ، اذْهَبُوْا إِلَى مُوْسَى ، فَيَأْتُوْنَ مُوْسَى ، فَيَقُوْلُوْنَ : يَا مُوْسَى أَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَضَّلَكَ اللّٰهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلاَمِهِ عَلَى النَّاسِ ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيْهِ ؟ فَيَقُوْلُ : إِنَّ رَبِّى قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ ، وَإِنِّى قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُوْمَرْ بِقَتْلِهَا ، نَفْسِىْ نَفْسِىْ نَفْسِىْ ، اذْهَبُوْا إِلَى غَيْرِىْ ، اذْهَبُوْا إِلَى عِيْسَى ، فَيَأْتُوْنَ عِيْسَى ، فَيَقُوْلُوْنَ : يَا عِيْسَى أَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيْهِ ؟ فَيَقُوْلُ عِيْسَى : إِنَّ رَبِّىْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا ، نَفْسِىْ نَفْسِىْ ، اذْهَبُوْا إِلَى غَيْرِىْ ، اذْهَبُوْا إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ ».

وَفِىْ رِوَايَةٍ : « فَيَأْتُوْنِىْ فَيَقُوْلُوْنَ : يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ، وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ ، وَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيْهِ ؟ فَأَنْطَلِقُ ، فَآتِىْ تَحْتَ الْعَرْشِ ، فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّىْ ثُمَّ يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلَىَّ مِنْ مَحَامِدِهِ ، وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِىْ ثُمَّ يُقَالُ : يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ ، سَلْ تُعْطَهْ ،

www.BANGLAKITAB.com

وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ، فَأَرْفَعُ رَأْسِيْ ، فَأَقُوْلُ أُمَّتِيْ يَا رَبِّ ، أُمَّتِيْ يَا رَبِّ ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لاَ حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيْمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ » ثُمَّ قَالَ : « وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيْعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ ، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮৬৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কোন এক খাবার মজলিসে (দাওয়াতে) গিয়েছিলাম। তাঁর সামনে একখানা রান পরিবেশন করা হল। তিন রানের গোশ্ত খুব পছন্দ করতেন। তিনি রান থেকে দাঁত দিয়ে গোশ্ত ছিঁড়ে নিয়ে বললেন ঃ আমি কিয়ামতের দিন সমগ্র মানব জাতির নেতা হব। তোমরা কি জান কেন হব? কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত মানুষকে এক সমতল ভূমিতে একত্রিত করবেন। দর্শকরা তা দেখতে পাবে এবং আহ্বানকারীর আহ্বানও তারা শুনতে পাবে। সূর্য তাদের নিকটবর্তী হবে। এ সময় মানুষ অসহনীয় ও অসহ্য দুৎখ-কষ্টের সম্মুখীন হবে। মানুষ পরস্পরকে বলবে, তোমরা কি দেখছ না যে তোমাদের কি অবস্থা হয়েছে এবং তোমাদের দুঃখ, দুশ্চিন্তা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে? কেন তোমরা এমন লোকের খোঁজ করছ না যিনি তোমাদের প্রভুর কাছে তোমাদের জন্য সুপারিশ করতে পারবেন? লোকেরা তখন একে অপরকে বলবে, তোমাদের সবার আদি পিতা তো হযরত হযরত আদম (আ.)। তাই তারা তাঁর কাছে গিয়ে বলবে ঃ হে আদম (আ.), আপনি সমগ্র মানবকুলের পিতা! আল্লাহ আপনাকে তাঁর নিজের হাতে তৈরী করেছেন এবং তিনি আপনার মধ্যে তাঁর রূহ্ ফুঁকে দিয়েছেন। ফিরিশতাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, তাই তাঁরা আপনাকে সিজ্‌দা করেছে। আর তিনি আপনাকে জান্নাতে বসবাস করতে দিয়েছেন। আপনি কি আপনার প্রভুর কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করবেন না? আপনি কি দেখছেন না আমাদের কি অবস্থা হচ্ছে এবং আমাদের দুঃখ-দুর্দশা কোন পর্যায়ে পৌঁছছে? হযরত আদম (আ.) বলবেন ঃ আমার প্রভু আজকের দিনে এত ক্রোধান্বিত হয়েছেন, ইতিপূর্বে কখনও তিনি হননি এবং পরেও কখনও হবেন না। তিনি আমাকে একটি গাছের কাছে যেতে নিষেধ করছিলেন! কিন্তু আমি সে নির্দেশ অমান্য করেছি। হায় আমার কি হবে! হায় আমার কি হবে! হায় আমার কি হবে! তোমরা অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা বরং নূহের কাছে যাও। তাই তারা হযরত নুহের (আ.)-এর কাছে ছুটে গিয়ে বলবে ঃ হে নূহ (আ.)! আপনি পৃথিবীবাসীর জন্য সর্বপ্রথম রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। আল্লাহ আপনাকে শোকরগোযার বান্দাহ উপাধি দিয়েছেন। আপনি কি আমাদের অবস্থা দেখছেন না? আপনি কি দেখছেন না, আমাদের দুর্দশা কি চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছে? আপনি কি আমাদের জন্য আপনার প্রভুর কাছে সুপারিশ করবেন না? তিনি বলবেন ঃ আজ আমার প্রভু এত ক্রোধান্বিত যে ইতিপূর্বে কোনদিনও এরূপ ক্রোধান্বিত হননি এবং এরপর কখনও হবেন না। আমার একটি দু'আ করার অধিকার ছিল। আমি আমার জাতির বিরুদ্ধে সে দু'আ করেছি। ফলে

www.BANGLAKITAB.com

তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। হায় আমর কি হবে। হায় আমার কি হবে! হায় আমার কি হবে! তোমরা অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা বরং ইব্‌রাহীমের কাছে যাও। তারা হযরত ইব্‌রাহীমের কাছে গিয়ে বলবে ঃ হে ইব্‌রাহীম (আ.) আপনি আল্লাহর নবী! পৃথিবীবাসীর মধ্যে আপনিই তাঁর খলীল বা প্রিয় বন্ধু। আপনার প্রভুর কাছে আমাদের সুপারিশ করুন! আপনি কি আমাদের অবস্থা দেখছেন না? তিনি তাদেরকে বলবেন ঃ আমার প্রতিপালক আজকে এত ক্রোধান্বিত যে ইতিপূর্বে তিনি কোন দিন এরূপ ক্রোধান্বিত হননি এবং পরেও কখনও হবেন না। আমি তিনটি মিথ্যা বলেছিলাম। (তাই আমি লজ্জিত) আমার কি হবে! আমর কি হবে! আমার কি হবে! তোমরা অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা মূসার কাছে যাও। তখন লোকেরা হযরত মূসার (আ.) কাছে এসে বলবে ঃ হে মূসা (আ.)! আপনি আল্লাহর রাসূল! মানব জাতির মধ্যে আপনাকে আল্লাহ তাঁর রিসালাত ও তাঁর সাথে কথা বলার সুযোগ দিয়ে সম্মানিত করেছেন। আপনি আমাদের মুক্তির জন্য আপনার প্রভুর কাছে সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না আমরা কি দুর্দশার মধ্যে পড়ে আছি? তিনি বলবেন ঃ আজ আমার প্রভু এত ক্রোধান্বিত হয়েছেন যে, ইতিপূর্বে তিনি আর কখনও এত ক্রোধান্বিত হননি এবং পরেও আর কখনও হবেন না। তাছাড়া আমি একটি লোককে হত্যা করেছিলাম। অথচ তাকে হত্যা করার নির্দেশ আমার জন্য ছিল না। হায়, আমার কি হবে! হায় আমার কি হবে! হায়, আমার কি হবে! তোমরা বরং অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা ঈসার কাছে যাও। তাই সবাই হযরত ঈসা (আ.)-এর কাছে গিয়ে বলবে ঃ হে ঈসা (আ.)! আপনি আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর কালেমা যা তিনি মরিয়মকে দিয়েছিলেন। আর আপনি রুহুল্লাহ (তাঁর দেয়া রূহ)। আপনি দোলনায় থাকতে (শিশু কালেই) মানুষের সাথে কথা বলেছেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রবুর কাছে সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না, আমরা কি দুর্গতির মধ্যে পড়ে আছি? হযরত ঈসা (আ.) বলবেন ঃ আমার প্রতিপালক আজ ভীষণভাবে ক্রোধান্বিত। ইতিপূর্বে তিনি কখনও এরূপ ক্রোধান্বিত হননি, আর না পরেও কখন হবেন। হযরত ঈসা (আ.) তাঁর কোন গোনাহর কথা উল্লেখ করবেন না। হায়, আমার কি হবে! হায়, আমার কি হবে! হায়, আমার কি হবে! তোমরা বরং অন্য কারো কাছে যাও। হাঁ, তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যাও।

অন্য এক বর্ণনায় আছে নবী (সা.) বললেন ঃ তারা আমার কাছে এসে বলবে, হে মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী; আল্লাহ আপনার পূর্বাপর সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতি ক্ষমা করে দিয়েছেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রভুর কাছে সুপারিশ করুন। আপনি কি জানেন না, আমরা কিরূপ মুসিবতের মধ্যে লিপ্ত আছি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আমি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে মহান আরশের নিচে যাব এবং আমার মহামহিম প্রতিপালকের সামনে সিজ্‌দায় পড়ে যাব। মহান আল্লাহ আমাকে তাঁর প্রশংসা স্তুতি শিখিয়ে দিবেন। আমার পূর্বে আর কাউকে ঐ প্রশংসা গাঁথা শিখান নি। অতঃপর বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! তুমি মাথা তোল; তুমি যা চাইবে তাই দো'আ হবে আর সুপারিশ করলে তা গ্রহণ করা হবে। অতঃপর আমি মাথা তুলে বলবঃ হে প্রভু! আমার উম্মাত! হে প্রভু, আমার উম্মাত (অর্থাৎ হে প্রভু, আমার উম্মাতের কি হবে?) তখন বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! তোমার উম্মাতের যে সব লোকের হিসাব নেয়া হবে না

www.BANGLAKITAB.com

(বিনা হিসাবে জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ পাবে) তাদেরকে জান্নাতের ডান দিকের দরজা দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দাও। অন্য সব জান্নাতীদের সাথে তারা জান্নাতের অন্যান্য দরজা দিয়েও প্রবেশ করতে পারবে। অতঃপর তিনি বললেনঃ সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন! জান্নাতের প্রতিটি দরজায় উভয় পাল্লায় মাঝখানে এতখানি জায়গা থাকবে যতখানি দূরত্ব মক্কা এবং হাজর নামক স্থানের দূরত্ব। অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) তিনি বলেছেনঃ যতখানি দূরত্ব মক্কা এবং বস্‌রার মধ্যে (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٦٧- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : جَاءَ إِبْرَاهِيْمُ ﷺ بِأُمِّ إِسْمَاعِيْلَ وَبِابْنِهَا إِسْمَاعِيْلَ وَهِيَ تُرْضِعُهُ حَتَّى وَضَعَهَا عِنْدَ الْبَيْتِ عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوْقَ زَمْزَمَ فِيْ أَعْلَى الْمَسْجِدِ وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ، فَوَضَعَهَا هُنَاكَ وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَابًا فِيْهِ تَمْرٌ، وَسِقَاءً فِيْهِ مَاءٌ، ثُمَّ قَفَّى إِبْرَاهِيْمُ مُنْطَلِقًا فَتَبِعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيْلَ فَقَالَتْ : يَا إِبْرَاهِيْمُ أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا بِهَذَا الْوَادِي الَّذِيْ لَيْسَ فِيْهِ أَنِيْسٌ وَلَا شَيْءٌ؟ فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرَارًا ، وَجَعَلَ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا قَالَتْ لَهُ : آللّٰهُ أَمَرَكَ بِهَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَتْ : إِذًا لَا يُضَيِّعُنَا ، ثُمَّ رَجَعَتْ ، فَانْطَلَقَ إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الثَّنِيَّةِ حَيْثُ لَا يَرَوْنَهُ ، اسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الْبَيْتَ ، ثُمَّ دَعَا بِهَؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ : (رَبَّنَا إِنِّيْ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ) حَتَّى بَلَغَ (يَشْكُرُوْنَ) وَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيْلَ تُرْضِعُ إِسْمَاعِيْلَ ، وَتَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ ، حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا فِي السِّقَاءِ ، عَطِشَتْ ، وَعَطِشَ ابْنُهَا ، وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوَّى أَوْ قَالَ : يَتَلَبَّطُ فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ ، فَوَجَدَتِ الصَّفَا أَقْرَبَ جَبَلٍ فِي الْأَرْضِ يَلِيْهَا ، فَقَامَتْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَتِ الْوَادِيَ تَنْظُرُ هَلْ تَرَى أَحَدًا ؟ فَلَمْ تَرَ أَحَدًا . فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْوَادِيَ ، رَفَعَتْ طَرَفَ دِرْعِهَا ، ثُمَّ سَعَتْ سَعْيَ الْإِنْسَانِ الْمَجْهُوْدِ حَتَّى جَاوَزَتِ الْوَادِيَ ، ثُمَّ أَتَتِ الْمَرْوَةَ ، فَقَامَتْ عَلَيْهَا فَنَظَرَتْ هَلْ تَرَى أَحَدًا ؟ فَلَمْ تَرَ أَحَدًا ، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، قَالَ ابْنُ

www.BANGLAKITAB.com

عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « فَذٰلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا » فَلَمَّا أَشْرَفَتْ عَلَى الْمَرْوَةِ سَمِعَتْ صَوْتًا ، فَقَالَتْ : صَهْ تُرِيْدُ نَفْسَهَا ثُمَّ تَسَمَّعَتْ ، فَسَمِعَتْ أَيْضًا فَقَالَتْ : قَدْ أَسْمَعْتَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غَوَاثٌ ، فَإِذَا هِيَ بِالْمَلَكِ عِنْدَ مَوْضِعِ زَمْزَمَ ، فَبَحَثَ بِعَقِبِهِ أَوْ قَالَ بِجَنَاحِهِ حَتَّى ظَهَرَ الْمَاءُ ، فَجَعَلَتْ تُحَوِّضُهُ وَتَقُوْلُ بِيَدِهَا هٰكَذَا وَجَعَلَتْ تَغْرِفُ الْمَاءَ فِيْ سِقَائِهَا وَهُوَ يَفُوْرُ بَعْدَ مَا تَغْرِفُ .

وَفِيْ رِوَايَةٍ : بِقَدَرِ مَا تَغْرِفُ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « رَحِمَ اللّٰهُ أُمَّ إِسْمَاعِيْلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ – أَوْ قَالَ : لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ الْمَاءِ ، لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِيْنًا » قَالَ : فَشَرِبَتْ ، وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا ، فَقَالَ لَهَا الْمَلَكُ : لاَ تَخَافُوْا الضَّيْعَةَ فَإِنَّ هٰهُنَا بَيْتًا لِلّٰهِ يَبْنِيْهِ هٰذَا الْغُلاَمُ وَأَبُوْهُ ، وَإِنَّ اللّٰهَ لاَ يُضَيِّعُ أَهْلَهُ ، وَكَانَ الْبَيْتُ مُرْتَفِعًا مِنَ الْأَرْضِ كَالرَّابِيَةِ تَأْتِيْهِ السُّيُوْلُ ، فَتَأْخُذُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ، فَكَانَتْ كَذٰلِكَ حَتَّى مَرَّتْ بِهِمْ رُفْقَةٌ مِنْ جُرْهُمٍ ، أَوْ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ جُرْهُمٍ مُقْبِلِيْنَ مِنْ طَرِيْقِ كَدَاءَ ، فَنَزَلُوْا فِيْ أَسْفَلِ مَكَّةَ ، فَرَأَوْا طَائِرًا عَائِفًا فَقَالُوْا : إِنَّ هٰذَا الطَّائِرَ لَيَدُوْرُ عَلَى مَاءٍ لَعَهْدُنَا بِهٰذَا الْوَادِيْ وَمَا فِيْهِ مَاءٌ ، فَأَرْسَلُوْا جَرِيًّا أَوْ جَرِيَّيْنِ ، فَإِذَا هُمْ بِالْمَاءِ ، فَرَجَعُوْا فَأَخْبَرُوْهُمْ ، فَأَقْبَلُوْا وَأُمُّ إِسْمَاعِيْلَ عِنْدَ الْمَاءِ ، فَقَالُوْا : أَتَأْذَنِيْنَ لَنَا أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، وَلٰكِنْ لاَ حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ ، قَالُوْا : نَعَمْ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « فَأَلْفَى ذٰلِكَ أُمَّ إِسْمَاعِيْلَ ، وَهِيَ تُحِبُّ الْأُنْسَ ، فَنَزَلُوْا ، فَأَرْسَلُوْا إِلَى أَهْلِيْهِمْ فَنَزَلُوْا مَعَهُمْ ، حَتَّى إِذَا كَانُوْا بِهَا أَهْلِ أَبْيَاتٍ ، وَشَبَّ الْغُلاَمُ وَتَعَلَّمَ الْعَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ وَأَنْفَسَهُمْ وَأَعْجَبَهُمْ حِيْنَ شَبَّ ، فَلَمَّا أَدْرَكَ ، زَوَّجُوْهُ امْرَأَةً مِنْهُمْ ، وَمَاتَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيْلَ ، فَجَاءَ إِبْرَاهِيْمُ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَ إِسْمَاعِيْلَ يُطَالِعُ تَرِكَتَهُ فَلَمْ يَجِدْ إِسْمَاعِيْلَ ، فَسَأَلَ امْرَأَتَهُ عَنْهُ فَقَالَتْ : خَرَجَ يَبْتَغِيْ لَنَا .

www.BANGLAKITAB.com

وَفِيْ رِوَايَةٍ : يَصِيْدُ لَنَا ثُمَّ سَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ فَقَالَتْ : نَحْنُ بِشَرٍّ ، نَحْنُ فِي ضِيْقٍ وَشِدَّةٍ ، وَشَكَتْ إِلَيْهِ ، قَالَ : فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ ، اقْرَئِيْ عَلَيْهِ السَّلَامَ ، وَقُوْلِيْ لَهُ يُغَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِهِ ، فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيْلُ كَأَنَّهُ آنَسَ شَيْئًا فَقَالَ : هَلْ جَائَكُمْ مِنْ أَحَدٍ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، جَاءَنَا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا ، فَسَأَلَنَا عَنْكَ ، فَأَخْبَرْتُهُ فَسَأَلَنِيْ : كَيْفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ فِيْ جَهْدٍ وَشِدَّةٍ . قَالَ فَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَيْءٍ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ أَمَرَنِيْ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُوْلُ : غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ . قَالَ : ذَاكَ أَبِيْ وَقَدْ أَمَرَنِيْ أَنْ أُفَارِقَكِ ، الْحَقِيْ بِأَهْلِكِ . فَطَلَّقَهَا ، وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ أُخْرَى ، فَلَبِثَ عَنْهُمْ إِبْرَاهِيْمُ مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ أَتَاهُمْ بَعْدُ ، فَلَمْ يَجِدْهُ ، فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ ، فَسَأَلَ عَنْهُ . قَالَتْ : خَرَجَ يَبْتَغِيْ لَنَا . قَالَ كَيْفَ أَنْتُمْ ؟ وَسَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ . فَقَالَتْ : نَحْنُ بِخَيْرٍ وَسَعَةٍ وَأَثْنَتْ عَلَى اللّٰهِ تَعَالَى ، فَقَالَ : مَا طَعَامُكُمْ ؟ قَالَتْ : اَللَّحْمُ . قَالَ : فَمَا شَرَابُكُمْ ؟ قَالَتْ : الْمَاءُ . قَالَ : اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْ اَللَّحْمِ وَالْمَاءِ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ حَبٌّ وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِيْهِ » قَالَ : فَهُمَا لَا يَخْلُوْا عَلَيْهِمَا أَحَدٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ إِلَّا لَمْ يُوَافِقَاهُ .

وَفِيْ رِوَايَةٍ فَجَاءَ فَقَالَ : أَيْنَ إِسْمَاعِيْلُ ؟ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ : ذَهَبَ يَصِيْدُ ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ : أَلَا تَنْزِلُ فَتَطْعَمَ وَتَشْرَبَ ؟ قَالَ : وَمَا طَعَامُكُمْ وَمَا شَرَابُكُمْ ؟ قَالَتْ : طَعَامُنَا اللَّحْمُ ، وَشَرَابُنَا الْمَاءُ . قَالَ : اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْ طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ . قَالَ : فَقَالَ أَبُوْ الْقَاسِمِ ﷺ : « بَرَكَةُ دَعْوَةِ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ » قَالَ : فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ ، فَاقْرَئِيْ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَمُرِيْهِ يُثَبِّتْ عَتَبَةَ بَابِهِ ، فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيْلُ ، قَالَ : هَلْ أَتَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، أَتَانَا شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ ، وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ ، فَسَأَلَنِيْ عَنْكَ ،

www.BANGLAKITAB.com

فَأَخْبَرْتُهُ ، فَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَا بِخَيْرٍ قَالَ : فَأَوْصَاكِ بِشَيْءٍ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ ، وَيَأْمُرُكَ أَنْ تُثَبِّتَ عَتَبَةَ بَابِكَ. قَالَ : ذَاكَ أَبِي ، وَأَنْتِ الْعَتَبَةُ أَمَرَنِي أَنْ أُمْسِكَكِ ، ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُمْ مَاشَاءَ اللّٰهُ ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِسْمَاعِيلُ يَبْرِي نَبْلاً لَهُ تَحْتَ دَوْحَةٍ قَرِيبًا مِنْ زَمْزَمَ ؛ فَلَمَّا رَآهُ قَامَ إِلَيْهِ ، فَصَنَعَ كَمَا يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ ، وَالْوَلَدُ بِالْوَالِدِ قَالَ يَا إِسْمَاعِيلُ إِنَّ اللّٰهَ أَمَرَنِي بِأَمْرٍ ، قَالَ : فَاصْنَعْ مَا أُمِرَكَ ؟ قَالَ : وَتُعِينُنِي ، قَالَ : وَأُعِينُكَ ، قَالَ : فَإِنَّ اللّٰهَ أَمَرَنِي أَنْ أَبْنِيَ بَيْتًا هَهُنَا وَأَشَارَ إِلَى أَكَمَةٍ مُرْتَفِعَةٍ عَلَى مَا حَوْلَهَا. فَعِنْدَ ذَلِكَ رَفَعَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ، فَجَعَلَ إِسْمَاعِيلُ يَأْتِي بِالْحِجَارَةِ وَإِبْرَاهِيمُ يَبْنِي حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ الْبِنَاءُ جَاءَ بِهَذَا الْحَجَرِ فَوَضَعَهُ لَهُ فَقَامَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ يَبْنِي وَإِسْمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ وَهُمَا يَقُولَانِ : رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .

وَفِي رِوَايَةٍ : إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَرَجَ بِإِسْمَاعِيلَ وَأُمِّ إِسْمَاعِيلَ ، مَعَهُمْ شَنَّةٌ فِيهَا مَاءٌ ، فَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ ، فَيَدِرُّ لَبَنُهَا عَلَى صَبِيِّهَا حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ ، فَوَضَعَهَا تَحْتَ دَوْحَةٍ ، ثُمَّ رَجَعَ إِبْرَاهِيمُ إِلَى أَهْلِهِ ، فَاتَّبَعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ حَتَّى لَمَّا بَلَغُوا كَدَاءً ، نَادَتْهُ مِنْ وَرَائِهِ : يَا إِبْرَاهِيمُ إِلَى مَنْ تَتْرُكُنَا ؟ قَالَ : إِلَى اللّٰهِ ، قَالَتْ : رَضِيتُ بِاللّٰهِ ، فَرَجَعَتْ ، وَجَعَلَتْ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ ، وَيَدِرُّ لَبَنُهَا عَلَى صَبِيِّهَا حَتَّى لَمَّا فَنِيَ الْمَاءُ قَالَتْ : لَوْ ذَهَبْتُ ، فَنَظَرْتُ لَعَلِّي أُحِسُّ أَحَدًا ، قَالَ : فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتْ الصَّفَا فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ هَلْ تُحِسُّ أَحَدًا ، فَلَمْ تُحِسَّ أَحَدًا ، فَلَمَّا بَلَغَتِ الْوَادِيَ ، سَعَتْ وَأَتَتِ الْمَرْوَةَ ، وَفَعَلَتْ ذَلِكَ أَشْوَاطًا ثُمَّ قَالَتْ : لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ الصَّبِيُّ ، فَذَهَبَتْ وَنَظَرَتْ ، فَإِذَا هُوَ عَلَى حَالِهِ كَأَنَّهُ يَنْشَغُ لِلْمَوْتِ ، فَلَمْ تُقِرَّهَا نَفْسُهَا. فَقَالَتْ : لَوْ ذَهَبْتُ ، فَنَظَرَ لَعَلِّي أُحِسُّ أَحَدًا ، فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتِ الصَّفَا ، فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ ، فَلَمْ تُحِسَّ أَحَدًا حَتَّى

www.BANGLAKITAB.com

أَتَمَّتْ سَبْعًا ، ثُمَّ قَالَتْ : لَوْ ذَهَبْتُ ، فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ ، فَإِذَا هِيَ بِصَوْتٍ ، فَقَالَتْ : أَغِثْ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ خَيْرٌ ، فَإِذَا جِبْرِيْلُ ﷺ فَقَالَ بِعَقِبِهِ هٰكَذَا ، وَغَمَزَ بِعَقِبِهِ عَلَى الْأَرْضِ ، فَانْبَثَقَ الْمَاءُ فَدَهِشَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيْلَ ، فَجَعَلَتْ تَحْفِنُ وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِهٰذِهِ الرِّوَايَاتِ كُلِّهَا.

১৮৬৭. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ ইব্রাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসমাঈলের মা ও তাঁর দুগ্ধপোষ্য শিশুকে (ইসমাঈল) নিয়ে আসলেন। তাঁদেরকে তিনি একটি প্রকাণ্ড গাছের নিচে, মসজিদের উচ্চ ভুমিতে যমযমের স্থানে রাখলেন। সে সময় মক্কায় কোন জন বসতি কিংবা পানির ব্যবস্থাও ছিল না। তিনি তাদেরকে সেখানে রাখলেন। অতঃপর ইব্রাহীম সেখান থেকে রওয়ানা হলেন। ইসমাঈলের মা তাঁর পিছনে পিছনে যাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন, হে ইব্রাহীম, আপনি আমাদেরকে এই জনপ্রাণীহীন উপত্যকায় রেখে কোথায় যাচ্ছেন? এখানে তো বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত পরিবেশ কিছুই নেই। তিনি তাঁকে একথা বারবার বলতে থাকলেন। কিন্তু ইব্রাহীম তাঁর কথায় কোন ভ্রুক্ষেপ করলেন না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ আল্লাহ কি আপনাকে এটা করার নির্দেশ দিয়েছেন? ইব্রাহীম (আ.) বললেন ঃ হাঁ! তখন ইসমাঈলের মা বললেন ঃ তবে আল্লাহ আমাদের ধ্বংস করবেন না। অতঃপর তিনি স্বস্থানে ফিরে আসলেন। হযরত ইব্রাহীম (আ.) বিদায় হলেন। তিনি তাঁদের দৃষ্টি সীমার বাইরে সানিয়াহ নামক স্থানে পৌঁছে, কা'বা ঘরের দিকে মুখ ফিরালেন। দু'হাত তুলে এই বলে দু'আ করলেনঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমি পানি ও তরুলতা শূন্য উষর এক প্রান্তরে আমার সন্তানদের একটি অংশ তোমার মহাসম্মানিত ঘরের কাছে এনে বসবাসের জন্য রেখে গেলাম। "হে আমাদের প্রভু! এটা আমি এজন্য করেছি যে তারা যেন এখানে নামায কায়েম করতে পারে। অতএব তুমি লোকদের অন্তরকে এদের প্রতি অনুরক্ত করে দাও। ফলমূল থেকে এদেরকে খাবার দান কর। যেন তারা কৃতজ্ঞ ও শোকরকারী বান্দাহ হতে পারে"। (সূরা ইব্রাহীম ঃ ৩৭)। ইসমাঈল মা ইসমাঈলকে বুকের দুধ দিয়ে লালন-পালন করতে লাগলেন। তিনি নিজে মশ্‌কের পানি পান করতে থাকলেন। পরিশেষে যখন মশ্‌কের পানি শেষ হয়ে গেল, তিনি নিজে এবং তার সন্তান পিপাসা কাতর হয়ে পড়লেন। তিনি দেখলেন, তার দুগ্ধপোষ্য শিশু পিপাসায় ছটফট করছে। তিনি তা সহ্য করতে না পেরে উঠে চলে গেছেন। সেখানে সাফা পাহাড়কে তিনি তার সবচেয়ে নিকটে দেখতে পেলেন। তিনি সাফা পাহাড়ে উঠে চারদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। উপত্যকার দিকে এই আশায় তাকালেন যে কারো দেখা পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু কারো দেখা পেলেন না। তাই তিনি সাফা পাহাড় থেকে নেমে আসলেন এবং উপত্যকা পেরিয়ে মারওয়া পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে তাতে আরোহন করলেন। পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে তিনি এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখলেন কাউকে দেখা যায় কিনা। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। এমনিভাবে তিনি দুই পাহাড়ের মাঝখানে সাতবার দৌড়ালেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.BANGLAKITAB.com

ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এ কারণেই লোকেরা (হজ্জের সময়) উভয় পাহাড়ের মধ্যে দৌড়িয়ে (সাঈ করে) থাকে। ইসমাঈলের মা (যখন শেষবারের মত) দৌড়ে মারওয়া পাহাড়ে উঠলেন তখন একটা শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি নিজেকে লক্ষ্য করে বললেন, কি ব্যাপার আওয়াজ শুনতে পেলাম যেন। এরপর তিনি শব্দের প্রতি কান খাড়া করলেন। তিনি আবার শব্দ শুনতে পেলেন এবং মনে মনে বললেন ঃ হঠাৎ তিনি (বর্তমান) যমযমের কাছে একজন ফেরেশতাকে দেখতে পেলেন। সে তাঁর পায়ের গোড়ালী দিয়ে মাটি খুঁড়ছিল এবং এভাবে পানি ফুটে বের হল। তিনি এর চারপাশে বাঁধ দিলেন এবং অঞ্জলি ভরে মশ্‌কে পানি ভরতে লাগলেন। তিনি তো মশ্‌কে পানি ভরছিলেন অথচ এদিকে পানি উথলিয়ে পড়তে থাকল। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি মশ্‌ক ভরে পানি রাখলেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইসমাঈলের মায়ের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক। যদি তিনি যমযমকে ঐ অবস্থায় রেখে দিতেন, অথবা তিনি বলেছেন ঃ তা থেকে যদি মশ্‌ক ভরে তিনি পানি না রাখতেন, তবে যমযম একটি প্রবহমান ঝর্ণায় পরিণত হত। নবী (সা.) বলেছেন ঃ তিনি পানি পান করলেন এবং তাঁর সন্তানকে দুধ পান করালেন। ফেরেশতা তাঁকে বললেন, আপনি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ভয় করবেন না। কেননা এখানে আল্লাহর ঘরের স্থান নির্দিষ্ট আছে। যা এই ছেলে ও তাঁর পিতা নির্মাণ করবেন। আল্লাহ এখানকার বাসিন্দারেদকে ধ্বংস করবেন না। এসময়ে বাইতুল্লাহর স্থানটি ভুমি থেকে কিছুটা উঁচু অর্থাৎ টিলার মত ছিল। বন্যা প্লাবন আসলে এর ডান ও বাম দিকে দিয়ে প্রবাহিত হত। মা ও সন্তানের কিছু কাল এভাবে কেটে যাওয়ার ঘটনাক্রমে বনী জুরহুমের কাফেলা অথবা বনী জুরহুম গোত্রের লোক এই পথ দিয়ে 'কাদা' নামক স্থান থেকে আসছিল। তারা মক্কার নিম্ন ভূমিতে এসে পৌঁছলে, সেখানে কিছু পাখি বৃত্তাকারে উড়তে দেখে তারা বলল, এসব পাখি নিশ্চয়ই পানির ওপর চক্কর খাচ্ছে। আমরা তো এই মরুভূমিতে এসেছি অনেক দিন হল! কিন্তু কোথাও পানি দেখি নি। তারা একজন অথবা দু'জন অনুসন্ধানকারীকে খোঁজ নেয়ার জন্য পাঠালো। তারা গিয়ে পানি দেখতে পেল এবং ফিরে গিয়ে তাদেরকে জানাল। কাফিলার লোকেরা অনতিবিলম্বে পানির দিকে চলে আসল। ইসমাঈলের মা তখন পানির কাছে বসে ছিলেন। তারা এসে তাঁকে বলল, আপনি কি আমাদেরকে এখানে এসে অবস্থান করার অনুমতি দেবেন? তিনি বললেন, হাঁ! কিন্তু পানির উপর তোমাদের কোন মালিকানা স্বত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে না। তারা বলল, হাঁ, তাই হবে। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইসমাঈলের মায়ের উদ্দেশ্য ছিল তাদের সাথে পরিচিত হয়ে একটা অন্তরঙ্গ ও সহানুভুতি সম্পন্ন পরিবেশ গড়ে তোলা। ঐ সকল লোক এসে এখানে বসতি স্থাপন করল এবং কাফেলার অন্যান্য লোক ও তাদের পরিবার-পরিজনদেরকে ডেকে আনল। অবশেষে সেখানে যখন বেশ কয়েক ঘর বসতি গড়ে উঠলো, ইসমাঈল যৌবনে পদার্পণ করলেন এবং তাদের নিকট থেকে আরবী শিখে নিলেন। তার স্বাস্থ্য-চেহারা ও সুরুচি পূর্ণ জীবন তারা খুবই পছন্দ করলেন। তিনি বড় হলে এ লোকেরা তাদের এক মহিলার সাথে তাঁর বিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে ইসমাঈলের মা ইন্তিকাল করলেন। হযরত ইসমাঈলের বিয়ের পর হযরত ইব্‌রাহীম মক্কায় আসলেন। তিনি নিজের রেখে

www.BANGLAKITAB.com

যাওয়া জিনিস তালাশ করতে লাগলেন। তিনি ইসমাঈলকে বাড়িতে পেলেন না। তিনি পুত্রবধুর কাছে জিজ্ঞেস করলেন, ইসমাঈল কোথায় গেছে? সে বলল, খাদ্যের সংস্থান করার জন্য বাইরে গেছেন। অন্য বর্ণনায় আছে ঃ তিনি শিকারে বের হয়েছেন, হযরত ইব্‌রাহীম তাদের জীবনযাত্রা ও সাংসারিক বিষয়াদির খোঁজ নিলেন। পুত্রবধু বলল, আমরা খুব খারাপ অবস্থায় আছি। কঠোরতা ও সংকীর্ণতা আমাদেরকে ঘিরে ধরেছে। এসব কথা বলে সে অভিযোগ করল। তিনি বললেন ঃ তোমরা স্বামী আসলে তাকে আমার সালাম জানিয়ে বলবে, সে যেন তার ঘরের দরজার চৌকাঠ পরিবর্তন করে। বাড়ী ফিরে হযরত হযরত ইসমাঈল যেন কিছু অনুভব করতে পারলেন। তিনি স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, কেউ এসেছিলেন নাকি? স্ত্রী বলল, হাঁ, এরূপ একজন বৃদ্ধ লোক এসেছিলেন। তিনি আপনার সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমি তাঁকে অবহিত করলাম। আমাদের সংসার যাত্রা কিভাবে চলছে তিনি তাও জিজ্ঞেস করলেন। আমি তাঁকে জানালাম যে আমরা খুব কষ্ট ক্লেশের মধ্যে দিনাতিপাত করছি। হযরত ইসমাঈল (আ.) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তিনি কি তোমাকে কোন কথা বলে গিয়েছেন? স্ত্রী বলল, হাঁ! তিনি আমাকে আপনাকে সালাম পৌঁছাতে বললেন। তিনি আপনাকে ঘরের চৌকাঠ পরিবর্তন করতে বলেছেন। হযরত ইসমাঈল (আ.) বললেন, তিনি আমার পিতা! তিনি তোমাকে পরিত্যাগ করতে আদেশ দিয়েছেন। সুতরাং তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের কাছে চলে যাও। পরে তিনি তাকে তালাক দিলেন এবং ঐ গোত্রেরই অন্য একজন মেয়েকে বিয়ে করলেন। আল্লাহর ইচ্ছামত হযরত ইব্‌রাহীম অনেক দিন আর এদিকে আসেননি। পরে তিনি যখন আবার আসলেন তখনও ইসামাঈলের সাথে দেখা হলো না। পুত্রবধুর কাছে গিয়ে ইসমাঈলের কথা জিজ্ঞেস করলে সে বলল, আমাদের খাদ্যের সন্ধানে গিয়েছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কেমন আছ? তিনি তাদের সাংসারিক জীবন ও অন্যান্য বিষয়ও জানতে চাইলেন। জবাবে ইসমাঈলের স্ত্রী বললেনঃ আমরা খুব ভাল এবং স্বচ্ছল অবস্থায় দিনযাপন করছি। একথা বলে ঃ যে মহান আল্লাহর প্রশংসা করল। হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কি খাও? পুত্রবধু বলল, গোশ্‌ত। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কি পান কর? সে বলল, পানি। তখন হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) এই বলে দু'আ করলেন ঃ হে আল্লাহ,! এদের জন্য গোশ্‌ত ও পানিতে বরকত দিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সে সময় তাদের কাছে কোন খাদ্যশস্য ছিল না। যদি থাকত তাহলে হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) তাদের জন্য খাদ্যশস্যেও বরকতের দু'আ করতেন। এ জন্যই মক্কা ছাড়া অন্য কোথাও শুধু গোশ্‌ত আর পানির উপর নির্ভর করে জীবন ধারণ করতে দেখা যায় না। তবে কারো রুচি বা শারীরিক অবস্থার অনুকূল না তাহলে ভিন্ন কথা। অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ তিনি এসে জিজ্ঞেস করলেনঃ ইসমাঈল কোথায়? তার স্ত্রী (ইসমাঈলের) বলল, তিনি শিকারে গিয়েছেন। আপনি আসুন, কিছু পানাহার করুন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থা কি? পুত্রবধু বলল, আমরা গোশ্‌ত খাই এবং পানি পান করি। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ! তাদের খাদ্য-পানিতে বরকত দিন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (র.) বর্ণনা করেন, আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইবরাহীম (আ.)-এর দু'আর বরকতেই মক্কাবাসীদের খাদ্য পানীয়তে বরকত

www.BANGLAKITAB.com

হয়েছে। হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) বললেন ঃ তোমার স্বামী ফিরে আসলে তাকে আমার সালাম জানিয়ে বলবে সে যেন তাঁর ঘরের চৌকাঠ হিফাযত করে। হযরত ইসমাঈল (আ.) ফিরে এসে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কেউ কি এসেছিল? স্ত্রী বলল, হাঁ! আমার কাছে একজন সুন্দর সুঠাম বৃদ্ধ লোক এসেছিলেন। স্ত্রী বৃদ্ধের কিছু প্রশংসাও করল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কিভাবে আমাদের জীবিকা ও ভরপোষণ চলছে? বললাম, আমরা বেশ ভাল আছি। হযরত ইসমাঈল (আ.) জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কি তোমাকে কোন উপদেশ দিয়েছেন? স্ত্রী বলল, হাঁ! তিনি আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং ঘরের চৌকাঠ হিফাযত করার হুকুম দিয়ে গেছেন। সব কথা শুনে ইসমাঈল বললেন! তিনি আমার পিতা আর তুমি ঘরের চৌকাঠ। তিনি আমাকে তোমার সাথে বিবাহিত সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) আল্লাহর ইচ্ছায় অনেক দিন পর্যন্ত আর আসেন নি। এরপর একদিন ইসমাঈল (আ.) যমযম কূপের পাশে একটি বিরাট বৃক্ষের নিচে বসে তাঁর তীর ঠিক করছিলেন। এমন সময় হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) আসলেন! হযরত ইসমাঈল (আ.) পিতাকে দেখে উঠে এগিয়ে গেলেন। অতঃপর যেভাবে পিতা পুত্রের সাথে এবং পুত্র পিতার সাথে সৌজন্য বিনিময় করে থাকে, তাঁরাও তাই করলেন। তিনি বললেনঃ হে ইসমাঈল! আল্লাহ আমাকে একটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত ইসমাঈল (আ.) বললেন, আমার প্রভু আপনাকে যে কাজের হুকুম করেছন তা আঞ্জাম দিন। তিনি বললেন, তুমি আমাকে এ কাজে সাহায্য কর। পুত্র বললেন, হাঁ আমি আপনাকে অবশ্যই সাহায্য করব। হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) বললেন, আল্লাহ আমাকে এখানে একখানা ঘর নির্মাণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। একথা বলে তিনি একটি উঁচু টিলার দিকে ইশারা করে বললেন, এর চারদিকে ঘর নির্মাণ করতে হবে। অতঃপর তারা এই ঘরের ভিত্তি স্থাপন করলেন। হযরত ইসমাঈল (আ.) পাথর বয়ে আনতেন, আর হয়রত ইব্‌রাহীম (আ.) তা দিয়ে ভিত গাঁথতেন। চতুর্দিকের দেয়াল অনেকটা উঁচু হয়ে গেলে ইব্‌রাহীম (আ.) এই পাথরটি এনে (মাকামে ইব্‌রাহীম) এর উপর দাঁড়িয়ে ভিত গাঁথতে থাকলেন আর ইসমাঈল (আ.) পাথর এনে যোগান দিতে থাকলেন। পিতাপুত্র উভয়ে ঘর তৈরী করার সময় প্রার্থনা করেত থাকলেন ঃ "হে আমাদের প্রভু! আমাদের এই প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম কবুল করুন। আপনি সব কিছু শুনেন এবং জানেন।" (সূরা বাকারা ঃ ১২৭)

অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) ইসমাঈল ও তাঁর মাকে সাথে করে বেরিয়ে পড়লেন। তাদের সাথে একটি পানির মশক ছিল। ইসমাঈলের মা মশ্‌কের পানি পান করতেন এবং সন্তানকে দুধ পান করাতেন। এভাবে তাঁরা মক্কায় পৌঁছলেন। হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) স্ত্রীকে একটা বৃহৎ গাছের নিচে রেখে পরিবার-পরিজনদের কাছে রওয়ানা হলেন। ইসমাঈলের মা তাঁর পিছনে পিছনে যেতে থাকলেন। অবশেষে 'কাদা' নামক স্থানে পৌঁছে তিনি পিছন থেকে স্বামীকে ডেকে বললেন, হে ইব্রাহিম! আপনি আমাদেরকে কার কাছে রেখে যাচেছন? তিনি বললেন, আল্লাহর কাছে রেখে যাচ্ছি। ইসমাঈলের মা বললেন, আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এ কথা বলে তিনি ফিরে আসলেন; তিনি মশ্‌কের পানি পান করতে এবং বাচ্চাকে দুধ পান করাতে থাকলেন। এক সময় পানি ফুরিয়ে গেল। তিনি বললেন, আমাকে কোথাও গিয়ে

www.BANGLAKITAB.com

খোঁজ নেয়া উচিৎ কাউকে দেখা যায় কিনা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এই বলে তিনি রওয়ানা হলেন এবং সাফা পাহাড়ে গিয়ে উঠলেন। তিনি বারবার এদিক ওদিক তাকালেন, কোন লোক দেখা যায় কিনা? কিন্তু কারো দেখা মিলল না। তিনি পাহাড় থেকে নেমে মারওয়া পাহাড়ের দিকে চললেন। উপত্যকার মাঝখানে পৌঁছে তিনি দৌড়ালেন এবং মারওয়া পাহাড়ে এসে পৌঁছলেন। এভাবে তিনি দুই পাহাড়ের মাঝে কয়েকবার চক্কর দিলেন। অতঃপর ভাবলেন গিয়ে দেখে আসা দরকার আমার শিশু ছেলের কি অবস্থা। তাই তিনি চলে গেলেন। গিয়ে দেখতে পেলেন বাচ্চা যেন মৃত্যুর জন্য তপড়াচ্ছে। এ দৃশ্য তিনি সহ্য করতে পারলেন না। তিনি ভাবলেন আমার গিয়ে খোঁজ করা দরকার কাউকে পাওয়া যায় কিনা। তাই তিনি গিয়ে সাফা পাহাড়ে উঠলেন এবং বারবার এদিক ওদিক তাকালেন। কিন্তু কারো দেখা পেলেন না। এভাবে সাতবার পূর্ণ হলে তিনি ভাবলেন, গিয়ে দেখা দরকার বাচ্চাটি কি করছে। ইতিমধ্যে তিনি একটা শব্দ শুনতে পেলেন। তাই তিনি বলে উঠলেন, যদি কোন উপকার করতে পার তাহলে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এস। দেখা গেল হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) সেখানে উপস্থিত। তিনি তাঁর পায়ের গোড়ালি দিয়ে মাটির ওপরে আঘাত করার ইংগিত করলেন। হঠাৎ করে পানি ফুটে বের হলে ইসমাঈলের মা হতভম্ব হয়ে গেলেন। তিনি পানির চার পার্শে গর্ত করতে শুরু করলেন। (বুখারী)

١٨٦٨- وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « اَلْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮৬৮. হযরত সাঈদ ইব্‌ন যায়িদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ "ব্যাঙের ছাতা-মাসরুম –মান্না শ্রেণীর খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত। আর এর পানি চোখের রোগের নিরাময়কারী"। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ الْاِسْتِغْفَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ ক্ষমা প্রার্থনা করা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ (محمد : ١٩)

"(হে নবী) আর নিজের এবং মু'মিন নারী ও পুরুষের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন"। (সূরা মুহাম্মাদ ঃ ১৯)

وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (النساء : ١٠٦)

"আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াময়।" (সূরা নিসা ঃ ১০৬)

www.BANGLAKITAB.com

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (النصر : ٣)

"তোমার প্রভুর প্রশংসা সহকারে তাঁর তাসবীহ্ কর। তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহে তিনি অধিক পরিমাণে তাওবা গ্রহণকারী"। (সূরা নাস্‌র ঃ ৩)

لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِىْ ..... وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْأَسْحَارِ (آل عمران : ١٥ – ١٧)

"যারা তাক্ওয়ার নীতি অবলম্বন করে, তাদের জন্য আল্লাহর কাছে জান্নাত রয়েছে, যার পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণধারা প্রবাহিত হয়"। (সূরা আলে ইমরানঃ ১৫ -১৭)

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (النساء : ١١٠)

"যদি কেউ কোন অপরাধের কাজ কিংবা নিজের উপর যুলুম করে বসে এবং পরে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে সে আল্লাহকে ক্ষমাকারী ও অনুগ্রহশীল পাবে"। (সূরা নিসা ঃ ১১০ - ১১২)

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ (الأنفال : ٣٣)

"আল্লাহ এমন নন যে, আপনি তাদের মধ্যে থাকবেন অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন এবং আল্লাহ এমন ও নন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন"। (সূরা আনফাল ঃ ৩৩)

وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوْا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلَى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ (آل عمران : ١٣٥)

"তাদের দ্বারা যদি কোন খারাপ কাজ হয়ে যায় অথবা নিজেদের উপর যুলুম করে বসে, তবে সংগেসংগে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ ছাড়া গোনাহ মাফ করতে পারে এমন কে আছে? এইসব লোক জেনে শুনে খারাপ কাজ বারবার করে না।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৫)

١٨٦٩– وَعَنِ الْأَغَرِّ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِيْ وَإِنِّيْ لَأَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

www.BANGLAKITAB.com

১৮৬৯. হযরত আগার আল্ মুযানী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, (কখনও কখনও) আমার অন্তরের উপর পর্দা ফেলা হয়। আমি আল্লাহর কাছে দৈনিক একশ' বার তাওবা করি। (মুসলিম)

١٨٧٠- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « وَاللّٰهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৮৭০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ "আল্লাহর কসম! আমি দৈনিক সত্তর বারের অধিক আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই এবং তাওবা করি"। (বুখারী)

١٨٧١- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوْا لَذَهَبَ اللّٰهُ تَعَالَى بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُوْنَ فَيَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ تَعَالَى فَيَغْفِرُ لَهُمْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮৭১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সেই সত্তার কসম যা হাতে আমার প্রাণ! তোমরা যদি গোনাহ না করতে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে সরিয়ে নিতেন। অতঃপর এক জাতিকে পাঠাতেন, যারা গোনাহ করে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে ক্ষমা চাইত আর তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন। (মুসলিম)

١٨٧٢- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنَّا نَعُدُّ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ : « رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

১৮৭২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমরা গণনা করে দেখেছি একই বৈঠকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একশ' বার এই দু'আটি পড়েছেন। "রাব্বিগফিরলি ওয়া তুব্ আলাইয়া, ইন্নাকা আনতাত্ তাওয়াবুর রাহীম –আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করুন আমার তাওবা কবুল করুন। আপনি নিশ্চয়ই তাওবা কবুলকারী ও দয়াময়।" (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

١٨٧٣- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ لَزِمَ الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَخْرَجًا ، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

www.BANGLAKITAB.com

১৮৭৩. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি সদা-সর্বদা গুনাহ মাফ চাইতে থাকে, মহান আল্লাহ তাকে প্রতিটি সংকীর্ণতা অথবা কষ্টকর অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ করে দেন; প্রতিটি দুশ্চিন্তা থেকে তাকে মুক্ত করেন এবং তিনি তাকে এমন সব উৎস থেকে রিযিকের ব্যবস্থা করে দেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না"। (আবূ দাউদ)

١٨٧٤- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِيْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ ، غُفِرَتْ ذُنُوْبُهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ.

১৮৭৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বলে, "আসতাগফিরুল্লাহিল্লাজী লা-ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম ওয়া আতূবু ইলাইহি –আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি আল্লাহ কাছে যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নাই; তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। আমি তাঁর কাছে তাওবা করছি।" তার গুনাহ সমূহ মাফ করে দেয়া হয়। এমনকি সে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করার মত গুনাহ করলেও।

ইমাম আবু দাউদ, তিরমিযী ও হাকিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٨٧٥- وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « سَيِّدُ الْاِسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُوْلَ الْعَبْدُ : اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ ، وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ ، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ. مَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوْقِنًا بِهَا ، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوْقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৮৭৫. হযরত সাদ্দাদ ইব্ন আওস (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী (সা.) বলেছেন ঃ সাইয়্যেদুল ইসিতগ্ফার হলো বান্দা বলবে,"হে আল্লাহ্, তুমি আমার প্রভু, তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমরই বান্দা! আমি যথাসাধ্য তোমার সাথে কৃত প্রতিজ্ঞা ওয়াদা পালনে বদ্ধপরিকর। আমি যা করেছি, তার খারাপ প্রভাব থেকে বাঁচার জন্য তোমার আশ্রয় চাই। তুমি আমাকে যে সব নিয়ামত দিয়েছ তা স্বীকার করি। আমি আমার অপরাধ ও স্বীকার করি। এতএব আমাকে মাফ কর।

www.BANGLAKITAB.com

কেননা, তুমি ছাড়া গোনাহ মাফ করার আর কেউ নেই।" যে ব্যক্তি এই দু'আ পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে দিনের বেলা পাঠ করে সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বে যদি মারা যায় তবে সে জান্নাতী। আর যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ বিশ্বাস সহকারে রাতের বেলা এই দু'আ পাঠ করে সে যদি সকাল হওয়ার পূর্বে মারা যায় তবে সেও জান্নাতী। (বুখারী)

١٨٧٦- وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ اللّٰهَ ثَلَاثًا وَقَالَ : « اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ ، وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ » قِيْلَ لِلْأَوْزَاعِيِّ - وَهُوَ أَحَدُ رُوَاتِهِ كَيْفَ الْاِسْتِغْفَارُ ؟ قَالَ : يَقُوْلُ : أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ ، أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮৭৬. হযরত সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করে তিনবার ইস্‌তিগফার (আল্লাহ আমাকে ক্ষমা কর) করতেন। তিনি আরও বলেছেন ঃ "আল্লাহুম্মা আনতাস্‌সালামু ওয়া মিনকাস্ সালামু তাবারাক্‌তা ইয়া যালজালালি ওয়াল ইক্‌রাম। -হে আল্লাহ! তুমি শান্তি, তোমারই নিকট থেকেই শান্তি ও নিরাপত্তা পাওয়া যায়; তুমি বরকত ও কল্যাণময়, হে গৌরব ও সম্মানের মালিক।" ইমাম আওযায়ীকে জিজ্ঞেস করা হলো, মহানবী (সা.) কিভাবে ইস্‌তিগফার করতেন? তিনি বলেছেন, তিনি বলতেন ঃ 'আস্তাগফিরুল্লাহ' (আল্লাহর কাছে মাফ চাই) আস্তাগফিরুল্লাহ। (মুসলিম)

١٨٧٧- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُوْلَ قَبْلَ مَوْتِهِ : « سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ ، وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮৭৭. হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর পূর্বে অধিক সংখ্যায় এই দু'আ পড়তেন ঃ "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, আস্তাগ ফিরুল্লাহ ওয়া আতুবু ইলাইহি -আল্লাহ পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা তাঁর জন্য। আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁর কাছে তাওবা করি"। (বুখারী)

١٨٧٨- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِيْ وَرَجَوْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أُبَالِيْ ، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِيْ ، يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِيْ

www.BANGLAKITAB.com

بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ، ثُمَّ لَقِيْتَنِيْ لَا تُشْرِكُ بِيْ شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৮৭৮. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন ঃ হে আদম সন্তান! যতক্ষণ তুমি আমার কাছে দু'আ করতে থাকবে এবং আমার কাছে প্রত্যাশা করবে ততক্ষণ আমি তোমার গোনাহ মাফ করতে থাকব। তা তোমার গোনাহের পরিমাণ যত বেশী যত বড়ই হউক না কেন। এ ব্যাপারে আমি কোন পরোয়া করবো না। হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহের পরিমাণ যদি আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যায় আর তুমি যদি আমার কাছে মাফ চাও, তবে আমি তোমাকে মাফ করে দেব। এ ব্যাপারে আমি পরোয়াই করবো না। হে আদম সন্তান! যদি তুমি আমার কাছে পৃথিবী প্রমাণ গুনাহসহ হাযির হও আর আমার সাথে কাউকে শরীক না করে থাক তাহলে আমিও ঠিক পৃথিবী প্রমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমার কাছে এগিয়ে যাব। (তিরমিযী)

١٨٧٩- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ ، وَأَكْثِرْنَ مِنَ الْاِسْتِغْفَارِ فَإِنِّيْ رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ » قَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ : مَا لَنَا أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ ؟ قَالَ : « تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِيْنٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ » قَالَتْ : مَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّيْنِ ؟ قَالَ : « شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ ، وَتَمْكُثُ الْأَيَّامَ لَا تُصَلِّي » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮৭৯. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ হে মেয়েরা! তোমরা দান কর এবং বেশী বেশী গুনাহ মাফ চাও। কেননা আমি দেখেছি দোযখের অধিবাসীদের অধিকাংশই মেয়ে। তাদের মধ্য থেকে একজন বলেন ঃ দোযখবাসীদের অধিকাংশই আমরা মেয়েরা তার কারণ কি? জবাবে তিনি বললেন ঃ তোমরা অধিক মাত্রায় লা'নত-অভিসম্পাত করে থাক এবং স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ ও অবাধ্য হও। জ্ঞান বুদ্ধি ও দীনের ব্যাপারে ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও তোমদের যে কোন নারী যে কোন বুদ্ধিমান ও চতুর পুরুষকে যেভাবে হতবুদ্ধি করে দেয় তা আমি আর কোথাও দেখিনি। মহিলাটি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, জ্ঞান বুদ্ধি ও দীনের ব্যাপারে আমাদের ত্রুটি অপূর্ণতা কি? তিনি বলেন, দু'জন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য একজন পুরুষ লোকের সমান আর ঋতুকালীন সময়ে কয়েক দিন তোমরা নামায পড়তে পার না। (মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

بَابُ بَيَانِ مَا أَعَدَّ اللّٰهُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ الْجَنَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তা'য়ালা জান্নাতে মু'মিনদের জন্য যা তৈরী করেছেন।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنَّاتٍ وَّعُيُوْنٍ ادْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ أٰمِنِيْنَ وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِيْنَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ وَّمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ (الحجر : ٤٥ – ٤٨)

"মুত্তাকীরা জান্নাত ও ঝর্ণাধারা মধ্যে থাকবে। তাদেরকে বলা হবে পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা সহকারে এর মধ্যে প্রবেশ কর। আমি তাদের অন্তরের যাবতীয় হিংসা বিদ্বেষ দূর করে তাদেরকে নিষ্কলুষ করে দেব। অতঃপর তারা পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে সামনা-সামনি সাজানো আসনসমূহে বসবে। তারা সেখানে কোন রোগ শোক ও দুঃখ বেদনার সম্মুখীন হবে না। সেখান থেকে তারা কখনও বহিষ্কৃত হবে না"। (সূরা হিজ্‌র ঃ ৪৫ - ৪৮)।

يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ الَّذِيْنَ أٰمَنُوْا بِأٰيَاتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ. ادْخُلُوْا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ. يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ أُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ. لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُوْنَ (الزخرف : ٦٨ – ٧٣)

"হে আমার বান্দারা! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই; তোমাদের কোন দুশ্চিন্তায়ও আজ পড়তে হবে না। তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীগণ জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করা হবে তাদের সামনে পান পাত্র ও সোনার থালা থাকবে এবং মনভোলানো ও চোখ জুড়ানো জিনিসসমূহ সেখানে বর্তমান থাকবে। তাদেরকে বলা হবে; এখন তোমরা চিরদিনই এখানে থাকবে। তোমরা পৃথিবীতে যে সব ভাল কাজ করেছিলে তা বিনিময়ে তোমরা এই জান্নাতের উত্তরাধিকারী হয়েছ। তোমাদের জন্য এখানে প্রচুর ফলমূল রয়েছে। এগুলো তোমরা খাবে।" (সূরা যুখ্‌রুফ ঃ ৬৭ – ৭৩)

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ أَمِيْنٍ. فِيْ جَنَّاتٍ وَّعُيُوْنٍ يَلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِيْنَ. كَذٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ . يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ

www.BANGLAKITAB.com

فَاكِهَةٍ أٰمِنِيْنَ. لاَ يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ إِلاَّ الْمَوْتَةَ الْأُوْلَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ. فَضْلاً مِنْ رَبِّكَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (الدخان : ٥١ – ٥٧)

"মুত্তাকী লোকেরা নিরাপদ স্থানে থাকবে। বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাধারার মধ্যে পাতলা রেশমী ও মোটা রেশমী পোষাক পরিহিত অবস্থায় সামনা সমানি আসনে বসবে। এ হবে তাদের অবস্থা। আর আমি তাদেরকে আয়তলোচনা নারীদেরকে তাদের স্ত্রী করে দেব। সেখানে তারা পূর্ণ নিশ্চিয়তায় সব রকমের সুস্বাদু জিনিসসমূহ চেয়ে নেবে। সেখানে তারা কখনো মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে না, দুনিয়ায় একবার যে মৃত্যু তাদের হয়েছে, তা হয়েই গেছে। আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহে তাদেরকে দোযাখের শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন। বস্তুত এটা আল্লাহ একটা বিরাট মেহেরবানী এবং সবচেয়ে বড় সাফল্য।" (সূরা দুখান ঃ ৫১ – ৫৭)

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُوْنَ . تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ. يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ. خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ. وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيْمٍ. عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ. (المطففين : ٢٢ – ٢٨)

"নিঃসন্দেহে নেক লোকেরা অফুরন্ত সুযোগ-সুবিধার মধ্যে থাকবে। উচ্চ আসনে আসীন হয়ে দৃশ্যাবলী দর্শন করতে থাকবে। তাদের চেহারায় তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যের ঔজ্জ্বল্য অবলোকন করবে। তাদেরকে উৎকৃষ্ট সিপিআঁটা পানীয় পরিবেশন করা হবে। তার উপর মিশ্‌কের সীল লাগানো থাকবে। যে সব লোক অন্যান্যদের উপর প্রতিযোগিতার জয় লাভ করতে চায়, তারা যেন এ জিনিস লাভের জন্য প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে চেষ্টা করে। এই পানীয় হবে 'তাসনীম' মিশ্রিত। এটি একটি ঝর্ণা, নৈকট্য লাভকারী ব্যক্তিরাই এ পানীয় পান করবে।" (সূরা মুতাফ্‌ফিফীন ঃ ২২ – ২৮)

١٨٨٠– وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « يَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِيْهَا وَيَشْرَبُوْنَ ، وَلاَ يَتَغَوَّطُوْنَ ، وَلاَ يَمْتَخِطُوْنَ ، وَلا يَبُوْلُوْنَ ، وَلٰكِنْ طَعَامُهُمْ ذٰلِكَ جُشَاءٌ كَرِشْحِ الْمِسْكِ ، يُلْهَمُوْنَ التَّسْبِيْحَ وَالتَّكْبِيْرَ ، كَمَا يُلْهَمُوْنَ النَّفَسَ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮৮০. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতবাসীগণ জান্নাতের খাবার খাবে এবং পানীয় বস্তু পান করবে। কিন্তু সেখানে তাদের পায়খানার প্রয়োজন হবে না, তাদের নাকে শেষ্মা বা ময়লা জমবে না এবং তারা

www.BANGLAKITAB.com

পেশাবও করবে না। ঢেকুরের মাধ্যমে তাদের পেটের খাদ্য দ্রব্য হযম হয়ে মিশ্‌কের সুগন্ধির মত বেরিয়ে যাবে। শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের মতই তারা তাস্‌বীহ ও তাক্‌বীরে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। (মুসলিম)

١٨٨١- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ، وَاقْرَؤُوْا إِنْ شِئْتُمْ : " فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ " (السَّجْدَة : ١٧) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮৮১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমি আমার নেক্‌কার বান্দাদের জন্য এমন সব জিনিস প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোন চোখ কখনও দেখেনি, কোন কান তার বর্ণনা কখনও শুনেনি। আর কোন মানুষ কোনদিন তা ধারনা ও বা কল্পনাও করতে পারেনি। এ কথার সমর্থনে তোমরা এই আয়াত পাঠ করতে পারব ঃ .... فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ "নেক কাজের প্রতিদান স্বরূপ তাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী যে সব সামগ্রী গোপন রাখা হয়েছে, তা কোন প্রাণীই জানে না"। (সূরা আস্ সাজদা ঃ ১৭) (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٨٢- وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « أَوَّلُ زُمْرَةٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ عَلَى أَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً : لاَ يَبُوْلُوْنَ وَلاَ يَتَغَوَّطُوْنَ ، وَلاَ يَتْفُلُوْنَ ، وَلاَ يَمْتَخِطُوْنَ. أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ ، وَمَجَامِرُهُمُ الْأُلُوَّةُ - عُوْدُ الطِّيْبِ - أَزْوَاجُهُمُ الْحُوْرُ الْعِيْنُ ، عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، عَلَى صُوْرَةِ أَبِيْهِمْ آدَمَ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮৮২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সর্বপ্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জল হবে। এর পর যারা প্রবেশ করবে তাদের চেহারা ঝিকমিক করা তারকার মত আলোকিত হবে। তাদের চিরুনী হবে স্বর্ণের তৈরী। তাদের ঘাম হবে মিশ্‌কের মত সুগন্ধ। তাদের ধুমদানী সুগন্ধ কাঠ দিয়ে জ্বালানো হবে। আয়তলোচনা হূর হবে তাদের স্ত্রী। তাদের দৈহিক গঠন হবে একই ধরণের। শারীরিক অভ্যাস একই রকম হবে। উচ্চতায় তারা তাদের আদিপিতা হযরত আদম (আ.)-এর মত ষাট হাত লম্বা হবে। (বুখারী)

www.BANGLAKITAB.com

١٨٨٣- وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «سَأَلَ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبَّهُ ، مَا أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً ؟ قَالَ : هُوَ رَجُلٌ يَجِيْءُ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ ، فَيُقَالُ لَهُ : أُدْخُلِ الْجَنَّةَ. فَيَقُوْلُ : أَيْ رَبِّ كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ ، وَأَخَذُوْا أَخَذَاتِهِمْ ؟ فَيُقَالُ لَهُ : أَتَرْضَى أَنْ يَكُوْنَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ مِنْ مُلُوْكِ الدُّنْيَا ؟ فَيَقُوْلُ: رَضِيْتُ رَبِّ ، فَيَقُوْلُ : لَكَ ذٰلِكَ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ ، فَيَقُوْلُ فِي الْخَامِسَةِ : رَضِيْتُ رَبِّ ، فَيَقُوْلُ : هٰذَا لَكَ وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ ، وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ ، وَلَذَّتْ عَيْنُكَ فَيَقُوْلُ : رَضِيْتُ رَبِّ ، قَالَ : رَبِّ فَأَعْلَاهُمْ مَنْزِلَةً ؟ قَالَ : أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ أَرَدْتُ ؛ غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِيْ ، وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا ، فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ ، وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ ، وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৮৮৩. হযরত মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা.) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ হযরত মূসা (আ.) তাঁর প্রভুকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ সবচেয়ে কম মর্যাদার জান্নাতী কে ? মহান আল্লাহ বললেন ঃ সে ঐ ব্যক্তি যে জান্নাতবাসীদেরকে জান্নাতে দেয়ার পর আসবে। তাকে বলা হবে ঃ জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বলবে ঃ হে প্রভু! সব লোক নিজ নিজ বাসস্থানে অবস্থান নিয়েছে এবং নিজেদের প্রাপ্য অংশগ্রহণ করেছে, তাই আমি এখন কিভাবে জান্নাতে যেয়ে স্থান পাব। তাকে বলা হবে, তোমাকে যদি পৃথিবীর কোন বাদশাহ বা শাসকের রাজ্যের সমান এলাকা দেয়া হয়, তবে তুমি কি খুশী হবে ? সে বলবে ঃ হে প্রভু! আমি এতে রাজি আছি। আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন ঃ তোমাকে তাই দেয়া হল, এর পরও তার সমান আরো, এর পর তার সমান আরো, এবং এর পর ঐ গুলোর সমান আরো অতিরিক্ত দেয়া হল। পঞ্চমবারে সে বলবে, হে প্রভু ! আমি সন্তুষ্ট হলাম। এবার মহান আল্লাহ তাকে বলবেন ঃ তোমাকে এইগুলোর মত আরো দশ গুণ দেয়া হল। তোমার অন্তর যা কামনা করে, তোমার চোখ যাতে পরিতৃপ্ত হয় সেসব বস্তু তোমাকে দেয়া হল। সে বলবে ঃ হে আল্লাহ,! আমি সন্তুষ্ট হলাম। হযরত মূসা (আ.) বলেছেন ঃ হে প্রভু ! জান্নাতে সবচেয়ে বেশী মর্যাদার অধিকারী কে হবে ? মহান আল্লাহ বললেন ঃ যাদেরকে আমি মর্যাদা দিতে চাইব আমি নিজে তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করব। তাদেরকে সীলমোহর দিয়ে চিহ্নিত কর। তাদেরকে এমন কিছু দেয় হবে যা কোন চোখ কখনও দেখেনি, কোন কান কোন দিন শুনেনি এবং মানুষের কল্পনা তার ধারে কাছেও পৌঁছতে পারে না। (মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

١٨٨٤- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوْجًا مِنْهَا ، وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُوْلاً الْجَنَّةَ. رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبْوًا ؛ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّهُ وَجَلَّ لَهُ : اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ ، فَيَأْتِيْهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلأَى ، فَيَرْجِعُ فَيَقُوْلُ : يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلأَى فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ : اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَأْتِيْهَا ، فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلأَى ، فَيَرْجِعُ ، فَيَقُوْلُ : يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلأَى ! فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ : اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ ، فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهَا أَوْ إِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشْرَةِ أَمْثَالِ الدُّنْيَا ، فَيَقُوْلُ : أَتَسْخَرُ بِيْ ، أَوْ تَضْحَكُ بِيْ وَأَنْتَ الْمَلِكُ » قَالَ : فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فَكَانَ يَقُوْلُ : « ذٰلِكَ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮৮৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি জানি, কোন জাহান্নামী সবশেষে জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসবে অথবা কোন জান্নাতী সবশেষে জান্নাতে যাবে। এক ব্যক্তি নিতম্বের ওপর ভর দিয়ে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসবে। মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাকে বললেন ঃ যাও, জান্নাতে প্রবেশ কর। সে জান্নাতের কাছে গেলে মনে হবে তা ইতিমধ্যেই পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। সে ফিরে এসে বলবে, হে প্রভু! জান্নাত তো পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাকে বলবেন ঃ তুমি গিয়ে জান্নাতে প্রবেশ কর। সে আবার যাবে। কিন্তু তার মনে হবে তাই ইতিমধ্যেই পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। সে ফিরে এসে বলবে, হে প্রভু, আমি দেখলাম জান্নাত ভরপূর হয়ে গিয়েছে। মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাকে বলবেন ঃ তুমি গিয়ে জান্নাতে প্রবেশ কর। সে আবার যাবে। কিন্তু তার মনে হবে তা ইতিমধ্যেই পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। সে ফিরে এসে বলবে, হে প্রভু! আমি দেখলাম জান্নাত ভরপূর হয়ে গিয়েছে। মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাকে বলবেন ঃ তুমি গিয়ে জান্নাতে প্রবেশ কর। কেননা, তোমার জন্য পৃথিবীর সম পরিমাণ এবং অনরূপ আরো দশ গুণ অথবা পৃথিবীর মত দশগুণ জায়গা ও নির্মিত রয়েছে। লোকটি বলবে, হে আল্লাহ! আপনি কি আমাকে বিদ্রুপ করছেন অথবা আমার সাথে ঠাট্টা মশ্‌করা করছেন, অথচ আপনি সব কিছুর একচ্ছত্র মালিক। ইব্‌ন মাসউদ (রা.) বলেন ঃ আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলে এমনভাবে হাসলেন যে তাঁর পবিত্র দাঁত দেখা যাচ্ছিল। তিনি বলছিলেন ঃ এই ব্যক্তি হবে সবচেয়ে কম মর্যাদার জান্নাতী। (বুখারী ও মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

١٨٨٥- وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ طُوْلُهَا فِي السَّمَاءِ سِتُّوْنَ مِيْلاً لِلْمُؤْمِنِ فِيْهَا أَهْلُوْنَ يَطُوْفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ فَلاَ يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮৮৫. হযরত আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ জান্নাতের মধ্যে প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তির জন্য একক একটি ফাঁফা মুক্তার তৈরি তাঁবু থাকবে। তার উচ্চতা হবে ষাট মাইল। ঈমানদার ব্যক্তির পরিবারের লোকেরা এর মধ্যে বসবাস করবে। মু'মিন ব্যক্তি তাদের সবার সাথে দেখা সাক্ষাত করবে। কিন্তু তারা কেউ কারো সাক্ষাত পাবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٨٦- وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادَ الْمُضَمَّرَ السَّرِيْعَ مِائَةَ سَنَةٍ مَا يَقْطَعُهَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮৮৬. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতে একটি গাছ আছে। এক দ্রুতগামী ঘোড়ায় সাওয়ার হয়ে কোন ব্যক্তি যদি একাধারে একশ' বছর চলতে থাকে, তবুও তা অতিক্রম করে যেতে পারবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٨٧- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الْغَابِرَ فِي الْأُفُقِ مِنَ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ » قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؛ تِلْكَ مَنَازِلُ الْأَنْبِيَاءِ لاَ يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ ؟ قَالَ : « بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ رِجَالٌ آمَنُوْا بِاللّٰهِ وَصَدَّقُوْا الْمُرْسَلِيْنَ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮৮৭. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতবাসীরা তাদের উপরতলার কক্ষের লোকদেরকে এমনভাবে দেখতে পাবে, যেমনভাবে তোমরা পূর্ব অথবা পশ্চিম দিগন্তে উজ্জ্বল তারকাগুলি দেখতে পাও। তাদের পরস্পরের মর্যাদার পাথ্যক্যের কারণে এরূপ হবে। সাহাবা কেরাম (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ স্তরগুলি কি নবীদের যা অন্য কেউ লাভ করবে না ? তিনি বললেন ঃ কেন পৌঁছতে পারবে না! সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার

www.BANGLAKITAB.com

প্রাণ! যাঁরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং নবীদেরকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে, তাঁরা ঐ স্তরে যেতে সক্ষম হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٨٨- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « لَقَابُ قَوْسٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَوْ تَغْرُبُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮৮৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "দু'টি মুখোমুখি ধণুকের মাঝের স্থানে সমান জান্নাতের স্থান পৃথিবীতে সূর্যের উদয় ও অস্তাচলের মধ্যবর্তী স্থানের সব কিছুর চেয়েও মূল্যবান"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٨٩- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « إِنَّ فِي الْجَنَّةِ سُوْقًا يَأْتُوْنَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ فَتَهُبُّ رِيْحُ الشَّمَالِ ، فَتَحْثُوْ فِي وُجُوْهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ ، فَيَزْدَادُوْنَ حُسْنًا وَجَمَالاً ، فَيَرْجِعُوْنَ إِلَى أَهْلِيْهِمْ ، وَقَدْ ازْدَادُوْا حُسْنًا وَجَمَالاً ، فَيَقُوْلُ لَهُمْ أَهْلُوْهُمْ : وَاللّٰهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ حُسْنًا وَجَمَالاً ! فَيَقُوْلُوْنَ : وَأَنْتُمْ وَاللّٰهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالاً ! » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮৮৯. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতের মধ্যে প্রতি শুক্রবারে একটি বাজার বসবে। জান্নাতবাসীরা সেখানে যাবে। তখন উত্তর দিক থেকে একটা বাতাস প্রবাহিত হয়ে তাদের চেহারা ও কাপড় চোপড়ে ছড়িয়ে পড়বে। আর তাতে তাদের রূপ-সৌন্দর্য আরো বেড়ে যাবে। এই অবস্থায় যখন তারা নিজেদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যাবে তখন তারা বলবে ঃ আল্লাহর কসম! তোমাদের রূপ-সৌন্দর্য অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। অপর দিকে তারাও বলবে ঃ আল্লাহর কসম ! তোমাদেরও রূপ-সৌন্দর্য বেড়ে গেছে। (মুসলিম)

١٨٩٠- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الْغُرَفَ فِي الْجَنَّةِ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ فِي السَّمَاءِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮৯০. হযরত সাহল ইব্ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "জান্নাতবাসীরা তাদের কক্ষে বসে একে অপরকে এমনভাবে দেখতে পাবে যেভাবে তোমরা আসমানের তারকাগুলিকে দেখতে পাও"। (বুখারী ও মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

١٨٩١- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : شَهِدْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مَجْلِسًا وَصَفَ فِيْهِ الْجَنَّةَ حَتَّى انْتَهَى ثُمَّ قَالَ فِيْ آخِرِ حَدِيْثِهِ : « فِيْهَا مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ » ثُمَّ قَرَأَ تَتَجَافَى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ..... " فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ " .

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৮৯১. হযরত সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এক মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। তিনি সেখানে জান্নাতের বর্ণনা দিলেন। পরিশেষে তিনি বললেন ঃ জান্নাতের মধ্যে এমন সব জিনিস রয়েছে যা কোন চোখ কখনও দেখনি, কোন কান (তার বর্ণনা) কখনও শুনেনি এবং কারো কল্পনা তা অনুমান করতে পারেনি। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন। ..... تَتَجَافَى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ "তাদের পিঠ বিছানা থেকে আলাদা হয়ে থাকে, নিজেদের প্রভুকে ডাকে ভয় ও আশা সহকারে। আমি তাদেরকে যা কিছু রিযিক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে। তাছাড়া তাদের কাজের প্রতিফল স্বরূপ তাদের চোখ শীতলকারী যে সব সামগ্রী গোপন রাখা হয়েছে, কোন প্রাণীই তা জানে না।" (সূরা আস-সাজ্‌দা ঃ ১৬-১৭) ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٨٩٢- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يُنَادِيْ مُنَادٍ : إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيُوْا ، فَلاَ تَمُوْتُوْا أَبَدًا ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوْا ، فَلاَ تَسْقَمُوْا أَبَدًا ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوْا فَلاَ تَهْرَمُوْا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوْا فَلاَ تَبْأَسُوْا أَبَدًا »

رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮৯২. হযরত আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "জান্নাতবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করার পর একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, তোমরা চিরকাল সুস্থ থাকবে, আর কখনও অসুস্থ হবে না; তোমরা চিরকাল যুবক থাকবে, কখনও বৃদ্ধ হবে না, তোমরা চিরকাল সুখে থাকবে, কখনও দুঃখ কষ্ট পাবে না"। (মুসলিম)

١٨٩٣- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « إِنَّ أَدْنَى مَقْعَدِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ أَنْ يَقُوْلَ لَهُ : تَمَنَّ فَيَتَمَنَّى وَيَتَمَنَّى فَيَقُوْلُ لَهُ : هَلْ تَمَنَّيْتَ ؟ فَيَقُوْلُ : نَعَمْ ، فَيَقُوْلُ لَهُ : فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

www.BANGLAKITAB.com

১৮৯৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে তোমাদের একজন সর্বনিম্ন মর্যাদার লোককে বলা হবে, তুমি চাও। অতঃপর সে চাইবে আর চাইবে। তাকে আল্লাহ তা'য়ালা বলবেন ঃ তুমি কি চেয়েছ ? সে বলবেঃ হ্যা, আমি চেয়েছি। তখন আল্লাহ তা'য়ালা তাকে বলবেন ঃ তুমি যা চেয়েছ তা এবং তার সমপরিমাণ অতিরিক্ত আরো তোমাকে দেয়া হল। (মুসলিম)

١٨٩٤- وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ : يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ ؛ فَيَقُوْلُوْنَ : لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ ، وَالْخَيْرُ فِيْ يَدَيْكَ ، فَيَقُوْلُ : هَلْ رَضِيْتُمْ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : وَمَا لَنَا لاَ نَرْضَى يَا رَبَّنَا وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ! فَيَقُوْلُ : أَلاَ أُعْطِيْكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ فَيَقُوْلُوْنَ : وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذٰلِكَ؟ فَيَقُوْلُ أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِيْ ، فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮৯৪. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ জান্নাতবাসীদেরকে ডাকবেন, হে জান্নাতের অধিবাসীগণ ! তারা বলবে, আমরা উপস্থিত আছি, হে আমাদের প্রতিপালক! সমস্ত কল্যাণ তোমার হাতে নিহিত! মহান আল্লাহ বলবেন ঃ তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছে? তারা বলবে; হে আমাদের রব। আমরা কেন খুশী হব না ? তুমি আমাদেরকে যে নি'আমত দান করেছ তা অন্য কোন সৃষ্টিকে দাও নাই। মহান আল্লাহ বলবেন ঃ এর চেয়েও উত্তম জিনিস আমি কি তোমাদের দেব না? তারা বলবে ঃ এর চেয়েও উত্তম ও উন্নত জিনিস আর কি হতে পারে ? মহান আল্লাহ বলবেন ঃ আমি তোমাদের উপর আমার সন্তোষ অবতীর্ণ করব। অতঃপর আমি এরপর আর কখনও তোমাদের উপর রুষ্ট হব না। (বুখারী ও মুসলিম)

١٨٩٥- وَعَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، وَقَالَ : « إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ ، لاَ تُضَامُوْنَ فِيْ رُؤْيَتِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৮৯৫. হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছিলাম। তিনি পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকালেন এবং বললেন ঃ তোমরা এখন চাঁদকে যেভাবে দেখছ, অচিরেই তোমাদের প্রভুকেও স্বচক্ষে সেভাবে দেখতে পাবে। তাঁর দর্শনে তোমরা কোন রূপ ক্লেশ বা অসুবিধা অনুভব করবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

١٨٩٦- وَعَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : تُرِيْدُوْنَ شَيْئًا أَزِيْدُكُمْ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوْهَنَا ؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ ؟ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ ، فَمَا أُعْطُوْا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৮৯৬. হযরত সুহাইব (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করার পর কল্যাণ ও বরকতের মালিক আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ তোমরা কি অধিক আর কিছু চাও ? তারা বলবে, আপনি কি আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করে দেন নি? আপনি কি আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করান নি এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে নাযাত দেন নি? এ' সময় আল্লাহ তা'আলা পর্দা সরিয়ে দেবেন। জান্নাতীদেরকে আল্লাহ দর্শন লাভের চেয়ে অধিক প্রিয় জিনিস আর কিছুই দেয়া হবে না। (মুসলিম)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْ لَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত